# তিনিই আমার রব

শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফী

www.QuranerAlo.net

| | |
|---|---|
| বই : | তিনিই আমার রব |
| মূল : | শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফী |
| অনুবাদ : | আব্দুল্লাহ মজুমদার |
| সম্পাদনা: | আকরাম হোসাইন |
| সহ-সম্পাদনা: | আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আবুল হাসানাত কাসেমী |
| বানান ও ভাষারীতি : | জাবির মুহাম্মদ হাবীব, এইচ. এম. সিরাজ |
| প্রচ্ছদ : | আবুল ফাতাহ মুন্না, সমকালীন গ্রাফিক্স টীম |


www.QuranerAlo.net

# তিনিই আমার রব

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

সমকালীন প্রকাশন

www.QuranerAlo.net

# তিনিই আমার রব

শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফী

**প্রথম প্রকাশ**

সেপ্টেম্বর ২০১৮

**দ্বিতীয় সংস্করণ**

ডিসেম্বর ২০১৯

**গ্রন্থসত্ব**

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

*লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।*

**মুদ্রণ**

স্বরবর্ণ প্রিন্টিং এন্ড প্রেস

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

**একমাত্র পরিবেশক**

মহাকাল

৩৮, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

**Price** : Tk. 272.00 US $ 10.00 only.

ISBN: 978-984-34-4575-9

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোনঃ ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

www.QuranerAlo.net

# প্রকাশকের কথা

মানবজীবন বড়ই বৈচিত্র্যময়। কখনও সমস্যাসঙ্কুল, কখনও সুখ আর শান্তির পসরায় সাজানো। মানুষের আচরণও বড্ড অদ্ভুত। যখন আমরা সমস্যায় নিপতিত হই, দুঃখ আর কষ্টে জড়িয়ে যাই, আমরা তখন খুব হতাশ হয়ে পড়ি। ভেঙে পড়ি। ভাবি—আর কখনই বুঝি দাঁড়াতে পারব না। সামান্য অন্ধকার দেখেই আমরা এত ভয় পাই, মনে হয়, আর বুঝি কখনও আলোর দেখা মেলবে না। এই সমস্যাসঙ্কুল সময়টাকে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা হিসেবে নিতে চাই না। যেন চিরকাল কেবল সুখী জীবনযাপন করার জন্যই আমাদের সৃষ্টি।

আবার আল্লাহর দয়ায় যখন আমরা উঠে দাঁড়াই, যখন একটু সুখের দেখা মেলে, আমরা এটাকে কেবল আমাদের অর্জন হিসেবে দাবি করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভুলে যাই আমরা। এই উঠে দাঁড়ানোতে কার দয়া, স্নেহ-মমতা এবং ভালোবাসা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, তা আমরা স্মরণও করতে চাই না।

তিনিই আমার রব বইটিতে রয়েছে মূল্যবান সব উপকরণ—যা পাঠককে আল্লাহর সাথে একান্তে পরিচয় করিয়ে দেবে, ইন শা আল্লাহ—যাতে বিশ্বাসী হৃদয় আল্লাহকে আরও ভালো করে চিনতে, জানতে এবং বুঝতে পারে। এছাড়াও এই বইতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে—কীভাবে আল্লাহর দয়া এবং অনুগ্রহ আমাদের সর্বদা ঘিরে রাখে; দেখানো হয়েছে—কীভাবে তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের জীবনের একটি সেকেন্ডও কল্পনা করা যায় না।

www.QuranerAlo.net

তাই আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত তাঁর শুকরিয়া করা উচিত এবং প্রার্থনা কবা উচিত—যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের আরও নিয়ামত দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তাঁকে সেই নামগুলো ধরে ডাকতেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। কারণ, এগুলোর রয়েছে ব্যাপক গুরুত্ব এবং তাৎপর্য। পবিত্র এই নামগুলো স্মরণ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে সে প্রার্থনা হয়ে ওঠে আরও শক্তিশালী।

শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফী হাফিযাহুল্লাহ রচিত 'লি আল্লাকাল্লাহ' ঠিক সে-রকমই একটি বই। লেখক খুব চমৎকারভাবে আল্লাহর নামগুলোর বর্ণনা এবং সেগুলোর তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন বইটিতে। আল্লাহর পবিত্র নামগুলোর গূঢ় অর্থ, সেগুলোর পেছনের নিগূঢ় রহস্যকে লেখক এত চমকপ্রদভাবে তুলে ধরেছেন—যা অনবদ্য। বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের আল্লাহর নামগুলোকে অন্যভাবে, অন্য আলোয় দেখতে সহায়তা করবে। আমরা যারা আল্লাহর কাছে একান্তভাবে চাই, আমাদের সেই চাওয়াগুলোকে পূর্ণতা দিতে বইটি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি, ইন শা আল্লাহ।

বইটির অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে সমকালীন পরিবার আনন্দিত। বইটি পাঠ করে কোনো তৃষাতুর হৃদয় যদি রহমতের বারিধারার সন্ধান পায়, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে, ইন শা আল্লাহ।

প্রকাশক
সমকালীন প্রকাশন

www.QuranerAlo.net

# অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য—যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন; আর আচ্ছাদিত করেছেন অসংখ্য নিয়ামতরাজি দ্বারা। যাঁর অশেষ রহমত ও অবারিত করুণায় সিক্ত হয়ে আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মাঝে নির্বাচিত হয়ে আমরা মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছি অথবা তাঁরই করুণায় সিক্ত হয়ে আমরা মুসলিম হতে পেরেছি। যিনি আমাদের বানিয়েছেন তাঁর নির্বাচিত দলের অন্তর্ভুক্ত, তাওফীক দিয়েছেন তাঁর প্রিয়জন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসারী হওয়ার। যিনি পৃথিবীতে আমাদের চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন। যিনি আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পথপ্রদর্শন করে গেছেন। আমরা গুনাহ ও অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়ে বারংবার অনিবার্য আযাবের উপযুক্ত হলেও যিনি বারবার তাঁর ক্ষমা দিয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছেন। যিনি... যিনি... এভাবে যতই বলতে থাকি শেষ হবে না!

আমাদের প্রত্যেকেরই নাম আছে, যাকে আরবীতে বলা হয় 'ইসম'। আর নাম দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুসাম্মা'। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর অনেকগুলো নাম রয়েছে। এ নামগুলোকে বলা হয় 'আসমাউল হুসনা' তথা সুন্দরতম নামসমূহ। দুনিয়ার দিক থেকে আসুন চিন্তা করি।

আপনার কোনো বন্ধুর যদি অনেকগুলো নাম থাকে। আর প্রতিটি নামই আপনার মুখস্থ থাকে, তাকে আপনি অবস্থা অনুসারে প্রতিবারই ভিন্ন নামে ডাকেন, তাহলে সে আপনাকে কতটা কাছের মনে করবে? তার কাছে মনে হবে, আপনি তাকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যে-কারণে তার সবগুলো নাম আপনি মনে রেখেছেন।

www.QuranerAlo.net

তাহলে যে-আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, যে-আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে আমাদের জানালেন—

“

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

*নিশ্চয় আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, একশটি থেকে একটি কম। যে এগুলোকে পূর্ণ ঈমানসহ অনুধাবন করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল।*[১]

এ হাদীসে আল্লাহর নিরানব্বইটি নামই আয়ত্ত করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এখন এ আয়ত্তের ধরন কেমন হবে? এর উত্তরে ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—এটি তিন ভাবে হবে।

এক. এ শব্দগুলো জানা

দুই. এগুলোর মর্মার্থ জানতে পারা

তিন. এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং এগুলোর দাবি অনুসারে আমল করা।[২]

আমরা সবাই আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাস করি, আমরা জানি, তিনিই আমাদের রব। তিনি গোটা সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা ও মালিক। তিনি সকল রাজত্বের মালিক, সমগ্র বিশ্বের পরিচালক। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই আমাদের রব। এ বিশ্বাস রবকে স্বীকৃতি প্রদানের বিশ্বাস। এর নাম তাওহীদুর রবুবিয়্যাহ বা রবের একত্ববাদ।

এই যে আমরা তাঁকে সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, রিযিকদাতা, পরিচালক মেনে নিলাম—এর অপরিহার্য দাবি এই যে, ইবাদতও তাঁর জন্যই হতে হবে। শারীয়াতসম্মত উপায়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য যত আমল—তা একমাত্র তাঁর জন্যই নিবেদিত হতে হবে। যুগে যুগে রাসূলগণ এ তাওহীদেরই দাওয়াত দিয়েছেন। সকল সৃষ্টি যেন তাঁর ইবাদতের দিকে ফিরে আসে সেটাই তিনি চেয়েছেন। এর নাম তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা ইবাদতের একত্ববাদ।

আল্লাহর সুন্দরতম গুণবাচক নামসমূহ আছে। এ নামগুলোর প্রত্যেকটি তাঁর গুণকে শামিল করে থাকে। যেমন, আল-আলীম নামটি ইলমের গুণ বোঝায়। আল-হাকীম নামটি

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৪৮৪২
[২] *বাদায়িউল ফাওয়ায়েদ* : ১/৬৪

www.QuranerAlo.net

হিকমাহর গুণ বোঝায়। এ নামগুলো কোনো সৃষ্টির গুণাবলির সদৃশ নয়, শুধু এক আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত এ সুন্দরতম নামসমূহ। এ বিশ্বাস 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত'।

আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাস করতে হলে এ তিনটি বিশ্বাস অবশ্যই আমাদের ধারণ করতে হবে। সর্বশেষ যে-তাওহীদের কথা বলা হলো, তারই একটা প্রতিফলন এ ছোট বইটিতে পাওয়া যাবে ইন শা আল্লাহ। ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

'যে-ব্যক্তির হৃদয়ে সামান্য পরিমাণ জীবনীশক্তি আছে অথবা মহান রবের প্রতি সামান্য ভালোবাসা আছে অথবা মহান রবের সাক্ষাতের সামান্য পরিমাণ হলেও ইচ্ছা আছে, তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সবচেয়ে বেশি প্রচেষ্টা যেন হয়ে থাকে এ অধ্যায় জানা, গভীরভাবে অনুধাবন করা, এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া ও এগুলো থেকে নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় রত থাকা। বিশুদ্ধ হৃদয়, প্রশান্ত আত্মার ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে জানার পরিবর্তে অন্য কোনো বিষয় জানার প্রতি অধিক আগ্রহী হবে—সেটা ভাবাই যায় না। এ বিষয়ে জানলে তারা যতটা খুশি হবে ততটা খুশি অন্য কোনো কিছু অর্জিত হলেও হবে না। যখন তাদের অন্তরে এ নামগুলোর আলোকচ্ছটা পড়বে তখন অন্য সব আলোর বিচ্ছুরণ সামান্যই মনে হবে।'

আল্লাহর নামগুলো জানা ও সেগুলোর মর্মার্থ উদঘাটনের প্রতি বরাবরই আমার সীমাহীন আগ্রহ ছিল—আলহামদু লিল্লাহ।

একদিন অনলাইন থেকে কয়েকটি বই ডাউনলোড করলাম, সেগুলোর মাঝে এ বইটিও ছিল। নামটি দেখেই বেশ পছন্দ হলো। বেশ দ্রুত পড়ে ফেললাম বইটি। পড়ার পরে হঠাৎ অনুবাদ করার চিন্তা মাথায় এলো। সাহস করে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে অনুবাদ শুরু করে দিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। বইটি পড়তে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হয়েছি। কখনও এ বই আমাকে গভীরভাবে ভাবতে শিখিয়েছে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আরও অভিমুখী হতে এ বইটি আমাকে উৎসাহী করেছে। সকল প্রশংসা এক আল্লাহর।

বইটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে বিস্ময়। বইটি আপনাকে আল্লাহর গুণবাচক সুন্দরতম দশটি নামের সাথে পরিচিত করবে। নামগুলোর সাথে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গভীর সম্পর্ক তুলে ধরবে। বইটি ভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে সহায়তা করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা যারা জীবনে ক্ষণে ক্ষণে আল্লাহকে ভুলে যাই, তাদেরকে আবার আল্লাহর প্রতি গভীর অনুরাগে উদ্বেল করে তুলবে এ বই।

www.QuranerAlo.net

প্রিয় পাঠক, আমি এক নগণ্য অনুবাদক। এ বই দেখে অনেকে আমাকে লেখক ভেবে বসছেন। বিষয়টি তা নয়। এটিই আমার প্রথম প্রকাশিত অনূদিত গ্রন্থ। এ বইটি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আশা করি, পাঠকের হৃদয়ও স্পর্শ করবে, ভাবনার সাগরে ঢেউ তুলবে। আমার অনুরোধ, এ বইটি যেন আল্লাহকে জানার, চেনার শেষ বই না হয় আমাদের। আমরা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে চেনার জন্য কুরআন-হাদীসের শরণাপন্ন হই। আসুন, সহীহ মুসলিমের (২৬৬) একটি হাদীস পড়ে নিই—সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলবেন, 'তোমরা কি এমন কিছু চাও—যা আমি অতিরিক্ত দেবো?' জান্নাতীগণ বলবে, 'আপনি কি আমাদের চেহারা শুভ্র করেননি? আমাদেরকে কি আপনি জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আমাদেরকে কি আপনি জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি?' এ কথার পর আল্লাহ তাঁর নিজের ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেবেন। তারা (জান্নাতীগণ) তাদের রবকে দেখার মতো এত প্রিয় আর কিছুই পাবে না।'

আমি স্বপ্ন দেখি, এ বইয়ের লেখক, পাঠক, প্রকাশক, সম্পাদকসহ সকল ঈমানদার ব্যক্তি যখন হাত ধরাধরি করে জান্নাতে প্রবেশ করব তখন সেই রবকে দেখতে পাবো। এরকম কোনো বইয়ে যতটুকু জেনেছি ততটুকু নয়, সরাসরি দেখে আমরা চোখ জুড়াব। আমাদের হৃদয় এক অপার্থিব আনন্দে ভরে যাবে। আমরা যেন দুনিয়ার এ যাত্রায় সফল হয়ে সেই স্বর্গসুখ লাভ করতে পারি সেজন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই। আর অনুবাদক হিসেবে আমি যেন এ স্বপ্নটি বাস্তবায়ন করতে পারি—সেজন্য সবার কাছে দুআ চাই।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই আরিফ আজাদ ভাইকে; যিনি তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে বইটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন এবং বইয়ে থাকা আমার ভাষাগত দুর্বলতা পরিচর্যা করে শুদ্ধ করেছেন। আরও ধন্যবাদ জানাই সমকালীনের পুরো টিমকে, যারা আমার এ সামান্য অনুবাদকর্ম তাদের প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বারাকাল্লাহু ফী হায়াতিহিম ওয়া নাফাআ বিহিমুল উম্মাহ।

আখূকুম ফিল্লাহ

**আব্দুল্লাহ মজুমদার**

১৫ শাবান, ১৪৩৯ হিজরী।

www.QuranerAlo.net

# লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম প্রিয়তম নবী, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং তার প্রিয়জনদের জন্য।

বস্তুত এটি মহান আল্লাহর কয়েকটি গুণবাচক নাম সম্পর্কে রচিত অতিক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে আমি পদে পদে আমার ক্ষুদ্রতা, অজ্ঞতা ও অক্ষমতাসহ ইত্যাকার সীমাবদ্ধতা অনুভব করার পাশাপাশি মহান আল্লাহর বিশালতা, জ্ঞানময়তা ও অসীম শক্তিমত্তাসহ সার্বিক অনন্যতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি এবং অকুণ্ঠচিত্তে আমার অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতিও দিয়েছি। তবু জ্ঞানসত্তার পরিতৃপ্তির জন্য এবং নির্বাক হৃদয়ের অভিব্যক্তিকে ভাষা দেওয়ার জন্য গ্রন্থটি রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

গ্রন্থটিকে সর্বোপযোগী ভাষা, শৈলী ও আঙ্গিকে রচনা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। তাই আশা করছি, সমাজের উচ্চশিক্ষিত শ্রেণি তো বটেই; সাধারণ শিক্ষিতদের জন্যও বইটি সুখপাঠ্য হবে। এমনকি অসুস্থ ব্যক্তি রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে, শোকাতুর ব্যক্তি অশ্রুছলছল চোখে এবং নিপীড়িত ব্যক্তি দুর্দশার মধ্যে থেকেও বইটি স্বচ্ছন্দে পড়তে পারবে।

আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহর আন্তরিক পরিচয়, অটুট ভালোবাসা, তাঁর জ্ঞানায়ত্তে থাকার অনুভূতি এবং পুরস্কারের আশা ও তিরস্কারের ভয়—দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ ও সৌভাগ্য নিশ্চিত করে। সেই সঙ্গে এটাও

www.QuranerAlo.net

বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহর স্মরণ ও শরণ-ই দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, দুঃখ-দুর্দশা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। অধিকন্তু মহান আল্লাহ মানুষকে কেবল তাঁরই স্মরণ ও শরণের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

মহান আল্লাহর নান্দনিক নামগুলো মূলত ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এই অধ্যায় পাঠের মধ্য দিয়ে বান্দা পবিত্র ও জ্যোতির্ময় এক জগতে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। তখন সে আল্লাহর প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভক্তির অপার্থিব আস্বাদ খুঁজে পায়। আল্লাহর সেজদায় লুটিয়ে পড়তে আত্মিক প্রণোদনা অনুভব করে এবং তাঁর সশ্রদ্ধ ভয় ও বিনম্র ভালোবাসায় কেবল তাঁরই অভিমুখী থাকে।

এই বইয়ে আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলির মধ্য হতে মাত্র দশটি গুণকে অবলম্বন করে আমি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছি এবং দ্বীনী ভাইবোনদেরকে জানাতে চেয়েছি যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাঁর দয়া অফুরান। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

এই বইয়ের মাধ্যমে আমি আমার সেই ভাইয়ের কাঁধে সমবেদনার হাত রাখতে চাই, যে দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত। আমি এমন ভাইয়ের মাথায় হাত বুলাতে চাই, যে তীব্র মাথাব্যথায় কাতর। এই বইয়ে আমার লেখা বর্ণগুলোতে আমি লুকিয়ে রেখেছি আমার বিনিদ্র রজনীর অশ্রুধারা—যা দ্বারা আমি নিভিয়ে দিতে চাই, প্রত্যেকের অন্তরে প্রজ্বলিত বেদনার অগ্নিশিখা।

এই বই রচনার পেছনে আমার ভেতরে আরও যে-বিষয়টি কাজ করেছে, সেটি হলো—আল্লাহর নামগুলো না জানলে আমরা মরুভূমির দিকভ্রান্ত মুসাফিরে পরিণত হবো। মরুভূমির গনগনে রোদে আমাদের প্রাত্যহিক আমলগুলো ঝলসে যাবে। ফলে অন্তরে সারাক্ষণ বিরাজ করবে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

তাই! আসুন, সবচেয়ে আপনজন হিসেবে আল্লাহকেই বেছে নিই। তাঁকে চেনা এবং জানার চেষ্টা করি। তাঁর ওপর ঈমান আনি। তাঁর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করি। কেবল তাঁরই ইবাদত করি। প্রয়োজনে তাঁরই সামনে নত হই। তাঁর নৈকট্য অর্জন করি। অবশ্যই আমরা সুখী হবো। সৌভাগ্য আমাদের পদচুম্বন করবে।

অন্যথায় আমাদের বেছে নিতে হবে ভ্রান্তি ও ভুলের পথ—যে-পথে পদে পদে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে; যে-পথে ক্ষণে ক্ষণে ক্লান্তি অনুভূত হতে থাকে এবং যে-পথে প্রতিনিয়ত মানব আত্মা বিদীর্ণ হতে থাকে।

www.QuranerAlo.net

আমি এ দাবি করব না যে, বইটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর; জ্ঞানমূলক তথ্য-উপাত্তে সুসমৃদ্ধ অথবা অন্য সকল বইয়ের তুলনায় এটি ভালো। তবে এইটুকু বলব যে, বইটি আমার অক্ষমতা, জ্ঞানসত্তার চাহিদা এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার বহিঃপ্রকাশ।

এই বইয়ে যদি ভালো কিছু থাকে, তবে আল্লাহ যেন মানুষকে সেই ভালো কিছুর সুফল দান করেন। আর যদি মন্দ কিছু থাকে, তবে যেন সবাইকে এর ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। তাছাড়া তিনি যেমন জানেন, আমি ভুল করতে পারি, তেমনি আমিও জানি যে, তিনি ক্ষমা করার অধিকার রাখেন। ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। সুতরাং, তিনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করবেন।

মহান আল্লাহর কাছে নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং কলম ও কলবের[১] বিচ্যুতি থেকে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আমাদের আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর মহান আল্লাহর দয়া ও করুণা বর্ষিত হোক।

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব—মহান আল্লাহর জন্য।

আলী জাবির আল-ফাইফী

[১] কলবের আভিধানিক অর্থ হলো হৃদয়।

www.QuranerAlo.net

# সূচিপত্র


আস-সামাদ : স্বয়ংসম্পূর্ণ ১৭

আল-হাফীয : মহারক্ষক ৩৪

আল-লাতীফ : সূক্ষ্মদর্শী ৫২

আশ-শাফী : আরোগ্যদাতা ৬২

আল-ওয়াকীল : কর্মবিধায়ক ৭৮

আশ-শাকূর : গুণগ্রাহী ৯৪

আল-জাব্বার : মহিমান্বিত ১১২

আল-হাদী : পথপ্রদর্শক ১২৪

আল-গাফূর : মহাক্ষমাশীল ১৩৬

আল-কারীব : নিকটবর্তী ১৫০

পুনশ্চ ১৬৫


www.QuranerAlo.net

# আস-সামাদ : الصَّمَدُ

## স্বয়ংসম্পূর্ণ

যদি দেখেন, বিপদাপদ আপনাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরছে, সীমিত আয় ও অনিঃশেষ চাহিদা আপনাকে অস্থির করে তুলছে, আনুষঙ্গিক দুশ্চিন্তায় আপনার বোধশক্তি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে; আপনি ক্রমেই হতাশ ও স্থবির হয়ে পড়ছেন; এক কথায়, আপনি যদি দেখেন, নানাবিধ দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা আপনার সামনে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর আপনি জীবনের দায় উপেক্ষা করে অজ্ঞাত কোথাও পালিয়ে বাঁচতে চাইছেন—তাহলে জেনে রাখুন, এখনই সময় আপনার রবের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার। এখনই সময় স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার কিছুটা গুণ স্মরণ করার।

জীবনে সফল ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে মহান আল্লাহর 'আস-সামাদ' তথা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' নামটি আপনাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। সাহসিকতার সঙ্গে বাস্তবতার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করে তুলবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণে শক্তি জোগাবে।

সুতরাং, এখনই এই স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিপালকের সঙ্গে নতুন এক জীবন শুরু করুন। নিশ্চিত থাকুন, আপনার আগামীকাল আজকের চেয়ে ভালো হবে—বহুগুণে এবং অনেক দিক থেকেই।

www.QuranerAlo.net

Contents

## স্বয়ংসম্পূর্ণতার ছায়ায়

'আস-সামাদ'[১] নামটি শুনলেই ভেতরে কেমন যেন এক ধরনের সমীহ ও সম্মোহন তৈরি হয়। শব্দটির মজবুত গাঁথুনি ও গভীর তাৎপর্য উচ্চারণ ও অনুভবে মধুময়তা সৃষ্টি করে। এর আবেদন ও গাম্ভীর্য হৃদয়ের গভীরে যুগপৎ ভয় ও আশার সঞ্চার করে; ইবাদতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সৃষ্টি করে। একারণেই আমরা দেখতে পাই, যে-ব্যক্তি ইবাদতে যত বেশি একনিষ্ঠ ও একাগ্র হয়, তার হৃদয় তত বেশি আস্থাশীল ও আল্লাহমুখী হয়। অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশায় আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। সে তখন কেবল তাঁরই সাহায্য চায় এবং তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করে।[২]

এবার তবে চলুন, আমরা 'আস-সামাদ' নামের স্বয়ংসম্পূর্ণ জগতে প্রবেশ করি এবং এর জীবন-ঘনিষ্ঠ নিগূঢ় অর্থগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করি—

সমগ্র সৃষ্টি যাঁর জন্য কাতরতা প্রকাশ করে, দুর্যোগ-দুর্ঘটনা থেকে যাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে, সুখ-সমৃদ্ধিতে যাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং দুঃখ-দুর্দশা ও ভয়-বিহ্বলতায় যাঁর দিকে ছুটে চলে—তিনিই আমাদের রব—'আস-সামাদ'। এটিই এ নামের মহান অর্থ। এই অর্থের পথ ধরেই আমরা এখন যাত্রা করব।

পবিত্র কুরআনের অতিক্ষুদ্র; তবে অতীব মর্যাদাপূর্ণ একটি সূরায় তাঁর এই নামটি বর্ণিত হয়েছে। সূরাটির নাম—'ইখলাস'। সূরাটি কলেবরে কুরআনুল কারীমের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম সূরা হলেও সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান মর্যাদা রাখে। মহান আল্লাহ বলেন—

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝

বলুন, আল্লাহ এক। আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। (তাঁর কোনোকিছুর প্রয়োজন হয় না; বরং তিনিই সকলের প্রয়োজন পূর্ণ করেন)।[৩]

---

[১] স্বয়ংসম্পূর্ণ

[২] অবশ্য কুরআন-হাদীসে নামটির ব্যবহার সীমিত হওয়ায় দৈনন্দিন জীবনে এর স্মরণ ও ব্যবহার তুলনামূলক কম হয়ে থাকে।

[৩] সূরা ইখলাস, আয়াত : ১-২

www.QuranerAlo.net

সুতরাং—

» বান্দার যখন সাহায্যের প্রয়োজন হবে তখন বলবে, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে...।'

» যখন পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হবে তখনও বলবে, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে...।'

» যখন নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে তখনও বলবে, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে...।'

» যখন হিদায়াতের প্রয়োজন পড়বে তখনও বলবে, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে...।'

» যখন অনুকম্পার প্রয়োজন পড়বে তখনও সে বলবে, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে...।'

## তরঙ্গ

তিনি আপনাকে প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে ঘিরে রেখেছেন—যেন আপনি তাঁর নাম ও গুণাবলি ধারণ করার চেষ্টা করেন। এগুলোকে অবলম্বন করে আল্লাহর সাহায্য ও অনুকম্পা প্রার্থনা করেন। আর এই গুণ ধারণ ও প্রার্থনাই তাঁর প্রতি আপনার নির্ভরতা ও মুখাপেক্ষিতার বহিঃপ্রকাশ।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আপনি তাঁর প্রয়োজন অনুভব করেন। চেতনে বা অবচেতনে; ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে ফিরে আসেন। তাঁর কাছে আপনাকে ফিরতেই হয়।

যখন কৃষক দেখে, ফসল ফলানোর মৌসুম পেরিয়ে যাচ্ছে। জমিতে সেচের প্রয়োজন; কিন্তু সেচযোগ্য পানি কমে এসেছে, তখন আসমানের দিকে তাকিয়ে সে আর্তনাদ করে বলে ওঠে, হে আল্লাহ!...

যখন নৌযান প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে আরোহীদের জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয় এবং নিশ্চিত মৃত্যু-শঙ্কায় তাদের চোখ-মুখ নীল হয়ে যায়—তখন তারা অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, হে আল্লাহ!...

যখন বৈমানিক ঘোষণা দেয়, বিমানের চাকাগুলো কাজ করছে না। সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এয়ারপোর্টের ওপরে বিমানটা আরেকবার চক্কর দেবে তখন আরোহীরা সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কথা বেমালুম ভুলে যায়; মনে পড়ে কেবল মহান আল্লাহর কথা। যিনি স্বয়ংসম্পন্ন। যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। যিনি সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। তাঁর কখনও নিরাপত্তার প্রয়োজন পড়ে না। অধিকন্তু কেউ তাঁকে নিরাপত্তা প্রদানের শক্তি বা যোগ্যতাও রাখে না।

www.QuranerAlo.net

স্ক্রিনে হার্টবিটের কার্যক্রম দেখানো হচ্ছে। আপনি সেই আঁকাবাঁকা রেখাগুলো দেখছেন। অসুস্থ লোকটার নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে কমে আসছে। নেমে আসছে হার্টবিটের কার্যক্রমের সূচক-কাঁটাও। স্ক্রিনে রেখাগুলোর নড়াচড়া যখন আপনার সামনে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে আসে; ঠিক সেই মুহূর্তে আপনি কিন্তু সহযোগিতার জন্য নার্সকে স্মরণ করেন না। আপনার মাথা থেকে ডাক্তারের নামটাও তখন কর্পূরের মতো উবে যায়। কেবল মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটি কাতর স্বর, 'হে আল্লাহ, সাহায্য করুন...।'

## ভ্রান্ত চিন্তা

একবার হুসাইন নামে এক বৃদ্ধ বেদুইন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কয়জনের ইবাদত করো, হুসাইন?'

'সাত জনের; ছয় জন জমিনে, আর এক জন আসমানে।'

'তুমি ভয় পাও কাকে?'

'যিনি আসমানে আছেন, তাঁকে।'

'তুমি প্রয়োজনে প্রার্থনা করো কার কাছে?'

'যিনি আসমানে আছেন, তাঁর কাছে।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, 'তাহলে জমিনে যারা আছে তাদেরকে বর্জন করো এবং আসমানে যিনি আছেন কেবল তাঁরই ইবাদত করো।' বৃদ্ধ বেদুইন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা শুনে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

হুসাইন নামের এই বেদুইন স্বয়ংসম্পূর্ণতার মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ, যাঁর দিকে আপনি মুখাপেক্ষী হবেন, যাঁকে আপনি ভয় পাবেন, যাঁর কাছে আপনি নিজেকে সঁপে দেবেন, যাঁর দরজায় আপনার সকল চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরবেন—

---

[১] *জামি তিরমিযী : ৩৪৮৩*

www.QuranerAlo.net

এক কথায়, যিনি আপনার সকল আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হবেন, তিনিই তো আপনার সিজদা পাওয়ার একমাত্র হকদার।

পৃথিবীর সহজতম একটি বিষয় হলো ঈমান। এটি অর্জনের জন্য গাদা গাদা বইপত্রের দরকার নেই। কোনো দার্শনিক মতবাদ বা যৌক্তিক গবেষণারও প্রয়োজন নেই। ঈমান হলো নিষ্ঠার সঙ্গে একটি সত্য উচ্চারণ করা। তারপর সেই সত্যের আঘাতে ভ্রান্ত চিন্তার ঠুনকো দেওয়াল গুড়িয়ে দেওয়া।

কুরআন এ বিষয়টাকে অতিসংক্ষেপে ব্যক্ত করেছে এভাবে—

قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

বলুন, আল্লাহ; তারপর তাদেরকে খেল-তামাশায় মত্ত হতে দেন।[১]

শুধু 'আল্লাহ' শব্দটিই জীবনের সব মিথ্যাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

মানবদেহের প্রতিটি কোষের গভীরে, শিরার অভ্যন্তরে এবং রক্তনালির চারপাশের অঙ্গ ও অঙ্গাকাঠামো মহান আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় জানে। তাঁকে বিনম্র সিজদা করে এবং মানুষের অজান্তেই অন্তরের অন্তরীক্ষে তাঁরই তাসবীহ পাঠ করে।

মুমিন-কাফির, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটে। একজন মূর্খ-কাফির তার সীমাহীন অজ্ঞতা ও কুফরি সত্ত্বেও কুরআনের ধ্বনি শুনে বিনীত হয়। সিরাতের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা কাফিরদের এই অবচেতন বিনম্রতার প্রমাণ পাই। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদুল হারামে মক্কার মুশরিকদের কাছাকাছি অবস্থান করে সূরা নাজম তিলাওয়াত করছিলেন। তিলাওয়াত শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।[২] এমনকি যারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাকে কষ্ট দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল—তারাও বিনম্র সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। কারণ, তাদের শরীরের বিভিন্ন কোষে ও শিরা-উপশিরায় পুঞ্জীভূত ঈমানী শক্তি হঠাৎ করে জেগে উঠেছিল। এই শক্তিই তাদেরকে সিজদায় লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল।

---

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৯১
[২] *সহীহ বুখারী* : ১০৭১

www.QuranerAlo.net

## তারকারাজি

মহান আল্লাহ মানুষের হৃদয়ে তাঁর প্রতি সহজাত ভালোবাসাবোধ সৃষ্টি করেছেন। এই ভালোবাসা পবিত্র ও স্বর্গীয়। তবে এই ভালোবাসাকে পূর্ণতা দিতে হলে আল্লাহর প্রতি বিনীত হতে হয়। তাঁর পবিত্র ঘর তাওয়াফ করতে হয়। তাঁর সামনে অনুগত ও ভক্ত দাসের ন্যায় দাঁড়াতে হয়। বিনিদ্র রজনীতে সালাত কায়েম করতে হয় এবং তাঁর রাস্তায় অকাতরে দান করতে হয়।

এই ঐশ্বরিক অনুরাগ ও অনুরাগের পাত্রকে ভুলে যারা উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস যেন প্রতি মুহূর্তে তাদেরকে অস্ফুট আওয়াজে ডেকে বলছে, 'আপনি যাঁকে খুঁজে ফিরছেন, তিনি আরশে সমুন্নত।[১] আপনাকে দেখছেন ও আপনার কথা শুনছেন।

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

.....

রাহমান (আল্লাহ) আরশে সমুন্নত।[২]

.....

যারা ইবাদত, আনুগত্য ও সাধনার মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি তাদের সহজাত মোহবিষ্টতা জাগ্রত করতে পেরেছে, কেবল তারাই মহান আল্লাহর এই উপস্থিতি অনুভব করতে পারে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা ব্যাপারটি স্পষ্ট করতে পারি। একদা এক পাপিষ্ঠ নির্জন গলিপথে একাকী পেয়ে একজন নারীর পথ আগলে ধরে। তাকে কুপ্রস্তাব দেয় এবং বিভিন্ন উপায়ে ফুসলাতে থাকে। কিন্তু সেই নারী ঘৃণাভরে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পাপিষ্ঠ লোকটি তখন প্ররোচিত করার মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে বলে, 'আমাদেরকে তো কেউ দেখছে না। শুধু তারকাগুলো দেখছে। অতএব, সমস্যা কোথায়?' তখন ভদ্র মহিলা অত্যন্ত সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে উত্তর দেন, 'তাই যদি হয়ে থাকে, তবে তারকারাজি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কোথায়? তিনিও কি দেখছেন না!'

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই নারীর হৃদয় আল্লাহর ভয়ে পূর্ণ ছিল। তিনি সর্বান্তকরণে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি সুনিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, আল্লাহ

---

[১] যেভাবে তাঁর মহত্ত্বের সাথে শোভনীয়।
[২] সূরা ত-হা, আয়াত : ৫

www.QuranerAlo.net

তাকে সবসময় দেখছেন, অনুক্ষণ তার কথা শুনছেন। পৃথিবীর সবকিছু তাঁর দৃষ্টি ও জ্ঞান-সীমার মধ্যেই ঘটছে। অতএব, কোনো উপায়েই তাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর নয়।

পক্ষান্তরে পাপিষ্ঠ লোকটি আনুগত্য ও অধ্যবসায় না করার কারণে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তার পুঞ্জীভূত অনুরাগশক্তির অকাল মৃত্যু ঘটেছে। তাই সে আল্লাহর উপস্থিতি ও তাঁর কর্মপরিধির জ্ঞান ও অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে।

সুতরাং, মহান আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে এবং তাঁর ভালোবাসা পেতে হলে আপনাকে তাঁর প্রতি একাগ্র হতে হবে। তাঁর অনুগ্রহ ধারণের জন্য হৃদয়কে উন্মুখ রাখতে হবে। আপনি দূরদেশে সালাতে দাঁড়ালেও, কাবার দরজায় দণ্ডায়মান ব্যক্তির ন্যায় আপনাকে এই ঘর ও ঘরের মালিকের প্রতি একাগ্র ও একনিষ্ঠ হতে হবে। সব দিক থেকে তার সমান মুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করতে হবে।

আপনার হৃদয়ে বিচিত্র কামনা-বাসনার আনাগোনা হতেই পারে। তারা আপনাকে ডানেবামে নিয়ে যেতেই পারে। তবে হৃদয়ের সম্মুখভাগ ও কেন্দ্রিয় অংশটি কেবল আল্লাহমুখীই থাকতে হবে।

অতএব, আপনার হৃদয়ের ডান দিকটাকে যে-দিকে ইচ্ছে, সে-দিকে ফেরান। বাম দিকটাও যে-দিকে ইচ্ছে, সে-দিকে নিবদ্ধ করুন। তবে সম্মুখভাগ ও কেন্দ্রিয় অংশটি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বরাদ্দ রাখুন। তাঁর অনিমেষ ভালোবাসা হৃদয়ে জাগরূক রাখুন। তাঁর শাস্তি ও সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের ভয় অন্তরে লালন করুন। তবেই আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ-গুণের ছায়া ও ছোঁয়া পাবেন।

## কিন্তু আপনি তো তাঁকে ভুলে যান!

কখনও যদি কোনোকিছু হারিয়ে ফেলেন, আর খুঁজে না পান তাহলে অনর্থক চিন্তা পরিহার করুন। আল্লাহকে স্মরণ করুন। তাঁর অভিমুখী হোন এবং কেবল তাঁরই কাছে হারানো বস্তুটি ফিরে পেতে চান। কারণ, তিনিই সেটা হারানোর ব্যবস্থা করেছেন—যেন আপনি তাঁকে কাতরভাবে স্মরণ করেন, তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং তাঁর সামনে দীনতা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে বলেন, 'হে আল্লাহ, আমার হারানো বস্তুটি আমাকে ফিরিয়ে দেন।' এটুকু করলেই তিনি আপনার গুণগ্রাহী হয়ে উঠবেন। আপনাকে হুবহু হারানো বস্তুটি অথবা তার উত্তম বিকল্প ফিরিয়ে দেবেন।

www.QuranerAlo.net

কেননা তিনি আপনাকে বঞ্চিত করতে চান না; বরং প্রভূত প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে আপনাকে প্রশান্ত ও পরিবেষ্টিত রাখতে চান—যেন আপনি প্রয়োজন ও চাহিদার পেছনে না ছুটে সর্বদা তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তাঁর স্মরণেই নিরত থাকেন। কিন্তু আপনি প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন; আর দয়াময় আল্লাহকে ভুলে বসেছেন!

এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ-র একটি মূল্যবান বক্তব্য আছে। বক্তব্যটি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করুন। বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হলে স্মরণ করার চেষ্টা করুন—দেখবেন, আপনার মানসিক চাপ হালকা হয়ে এসেছে। দুঃখ-দুর্দশার তীব্রতা কমে এসেছে। তিনি বলেছেন—

'মানুষ প্রায়শই বিপদে পড়ে। নানা প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন সে আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন তুলে ধরে এবং তাঁরই কাছে বিপদ-মুক্তি কামনা করে। প্রয়োজন পূরণ ও বিপদ-মুক্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সে বিনয়-বিনম্রতার সঙ্গে প্রার্থনা করতেই থাকে। কখনও আবার মনোবাঞ্ছা পূরণের মাধ্যম হিসেবে ইবাদত-বন্দেগী শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় তার এই সকাতর প্রার্থনা ও সবিনয় উপাসনার উদ্দেশ্য থাকে জীবিকা, সাহায্য, নিরাপত্তা বা বৈষয়িক কোনো সুবিধা লাভ করা। কিন্তু অনবরত প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্য দিয়ে সে অবচেতনেই আল্লাহর পরিচয় লাভ করে। তখন তার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা জন্মায়। সে তখন নিছক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়; বরং আত্মিক প্রশান্তির জন্য আল্লাহকে স্মরণ করে। তাঁর গুণকীর্তন করে এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হতে থাকে। এভাবে একসময় আল্লাহ এবং তাঁর স্মরণই তার কাছে কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় বস্তুর চেয়ে অধিক প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বস্তুত এই পর্যায়ক্রমিক ভালোবাসাও মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের দৃশ্যমান বহিঃপ্রকাশ। কেননা এভাবেই তিনি মানুষকে পার্থিব প্রয়োজনের দরজা দিয়ে অপার্থিব জগতের শান্তির আলোয় প্রবিষ্ট করেন। তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য ও বিকাশ নিশ্চিত করেন।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের সময়ে একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। প্রচণ্ড খরা ও তাপদাহে খাল-বিল ও নদী-নালা শুকিয়ে গিয়েছিল। মাঠ-ঘাট ও ফসলি জমি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। সুলাইমান আলাইহিস সালাম তখন স্বজাতির নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে

www.QuranerAlo.net

পড়েন। পথিমধ্যে দেখেন, একটি পিঁপড়া আল্লাহর অভিমুখী হয়ে আসমানের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কাতর স্বরে তাঁর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছে। এই দৃশ্য দেখে সুলাইমান আলাইহিস সালাম স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির মুখাপেক্ষিতার অর্থ নতুন করে অনুভব করেন। তিনি স্পষ্টতই বুঝতে পারেন যে, পিঁপড়ার এই বিনয় ও কাতরতা কিছুতেই বিফলে যাবে না; এমন বিনম্র প্রার্থনায় বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমরা ফিরে চলো।' তারা ফিরে যাওয়ার সময়ই মৃদু গর্জন শোনা যায়। বিদ্যুতের ঝলকানি আকাশময় সঞ্চারিত হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়।[১]

ছোটবেলায় জনৈক কারী সাহেবকে এভাবে দুআ করতে দেখেছি—'হে আল্লাহ, আপনার দরজায় আমরা বাহন থামালাম... সুতরাং, আপনার মহানুভবতা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না।'

উল্লেখ্য যে, পরম আস্থা ও নির্ভরতার সঙ্গে মহান দানশীলের দরজায় এভাবে বাহন থামানোর অর্থই হচ্ছে মুখাপেক্ষিতা বা আল্লাহমুখিতা।

## কেবল তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হোন

আপনার জেনে রাখা উচিৎ যে, আপনি রোগাক্রান্ত হলে তিনি যদি ঔষধকে আপনার দেহে কাজ করার অনুমতি না দেন, তাহলে আপনার রোগ কিছুতেই ভালো হবে না। তাই নিজের সুস্থতার জন্য কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষী হোন।

আপনাকে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, যে-গাড়িটি উন্মত্ত দানবের ন্যায় আপনার দিকে ধেয়ে আসছিল, তিনি যদি তার গতিপথ পরিবর্তন করে না দিতেন তাহলে আপনি এতক্ষণে না-ফেরার দেশে চলে যেতেন। তাই নিজেকে রক্ষার জন্য হলেও আপনি তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হোন। তিনিই আপনাকে রক্ষা করবেন।

আপনাকে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, তিনি যদি আপনাকে রক্ষা না করতেন, তাহলে নৌযানে আরোহণের পর সেটি উল্টে এতক্ষণে আপনি সামুদ্রিক মাছের খাবারে পরিণত হতেন। তাই তাঁর সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য ও নিরাপত্তার জন্য আপনি তাঁরই মুখাপেক্ষী হোন।

---

[১] দারাকুতনী : ১৮৮; মুসতাদরাক লিল হাকিম : ১/৩২৫-৩২৬

www.QuranerAlo.net

অধিকন্তু সর্বান্তকরণে উপলব্ধি করুন, এই মুখাপেক্ষিতা শুধু আপনার বৈষয়িক নিরাপত্তার জন্যই অপরিহার্য নয়; বরং আপনার আত্মিক প্রশান্তি ও মানসিক স্থিতিরতার জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। কেননা, তাঁর স্নেহ-সান্নিধ্যের বাইরে গিয়ে যদি আপনি নিজেকে কল্পনা করেন, তাহলে মুখ থুবড়ে পড়বেন। উদ্ভ্রান্তের ন্যায় দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াবেন। এভাবে একসময় নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়বেন। হতাশ ও হতোদ্যম হয়ে জীবনের হাল ছেড়ে দেবেন।

যারা অন্তহীন সমুদ্রে সফর করতে গিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়ে, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে যাদের প্রাণ কচু পাতার টলায়মান জলের মতো টলমল করে—আপনি কান পেতে তাদের আর্তনাদ শুনুন। দেখবেন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তারা সকলেই সহসা একজনের কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। অবচেতনেই চিৎকার করে বলে উঠছে—'হে আল্লাহ...!'

মানুষের এই প্রাকৃতিক ও সহজাত অবস্থার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾

তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে আরোহণ করো এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে যাত্রা করে এবং যাত্রীরা এতে আনন্দিত হয় তখন হঠাৎ দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন তারা দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহকে ডেকে বলে, 'আপনি আমাদের এ (বিপদ) থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'[১]

বস্তুত মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার জন্য আপনার মধ্যে বিশেষ কিছু প্রয়োজন ও শূন্যতা সৃষ্টি করে রেখেছেন। আপনি যদি প্রয়োজনের সময় একবার 'আল্লাহ' বলে ডাকেন তাহলে আপনার ভেতরটা নিরাপত্তায় নিশ্চিন্ত হয়ে উঠবে।

---

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত : ২২

Contents
www.QuranerAlo.net

অধিকন্তু মনে রাখবেন, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহকে স্মরণ করতেই হবে। শুরুতে অথবা শেষে—কাতর সুরে তাঁকে আপনার প্রয়োজনের কথা জানাতেই হবে। সুতরাং, আপনি যদি ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে স্মরণ না করেন, তবে অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে স্মরণ করতে হবে। অনুরূপভাবে যদি সুখের সময় তাঁকে না ডাকেন, তবে কষ্টের সময় তাঁকেই চিৎকার করে ডাকতে হবে!

## কম্পাস

তাঁর কাছে ফিরে আসার জন্য আমরা কেন বিপদের অপেক্ষা করি? কেন বিপদই আমাদেরকে তাঁর কথা মনে করিয়ে দেয়? সমস্যায় পড়লে তবেই কেন আমরা মসজিদ পানে ছুটি?

আমাদের কি উচিত নয় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশা ছাড়াও তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া? তাঁর প্রতি বিনম্র ভক্তি ও মুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করা?

তাঁর দেওয়া ধর্ম, জীবন, সুস্থতা, নিরাপত্তা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কি পরিমাণে এতটাই নগণ্য যে, সমস্যা ও সংকটে নিপতিত হয়ে হতবুদ্ধি না হলে আমরা তাঁর সামনে মাথা নত করব না? দুর্যোগ-দুর্বিপাকে মুষড়ে না পড়লে তাঁকে স্মরণ করব না?

এটা কিছুতেই সুস্থ বিবেক ও মানবিক প্রজ্ঞাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হতে পারে না। যাঁর দয়ায় আপনার সৃষ্টি, তাঁর স্মরণ ও মুখাপেক্ষিতার জন্য কোনো প্রকার শর্তারোপ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং, আপনার হৃদয়ের কম্পাসটা এখনই তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেন। তারপর তাঁর দিকে ধাবিত হোন। সম্ভব না হলে অন্তত হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ, যে-কোনো মূল্যে আপনাকে তাঁর কাছে পৌঁছাতেই হবে। আর আপনি একটু চেষ্টা করলেই সফল হবেন। কারণ, মহান আল্লাহ আপনাকে অভয় দিয়ে বলছেন—

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

*তোমরা যে-দিকেই মুখ ফিরাবে, সে-দিক-ই আল্লাহর দিক (বলে বিবেচিত হবে)।*[১]

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১১৫

www.QuranerAlo.net

অধিকন্তু মনে রাখতে হবে যে, সুখে-দুঃখে, সংকটে-সচ্ছলতায় আপনাকে কারও না কারও অভিমুখী ও শরণাপন্ন হতেই হবে। কারণ, সুখ-দুঃখ শেয়ার করা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সাহায্য প্রার্থনা করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এটা ছাড়া মানুষ চলতেই পারে না। সুতরাং, আপনার সুখ-দুঃখের কথা যেহেতু জানাতেই হবে সেহেতু মহান আল্লাহকে জানান। সাহায্য প্রার্থনা যেহেতু করতেই হবে সেহেতু মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করুন। কেননা আপনি যদি তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য কারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তবে সে সকালে আপনাকে আশ্রয় দিলেও বিকেলে আপনার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে। একজনের বিপক্ষে সাহায্য করলেও স্বাভাকিভাবেই আরেকজনের বিপক্ষে সাহায্যের প্রশ্ন এলে হাত গুটিয়ে নেবে। আজ কিছু দিলে আগামীকাল সেটা ফেরত চাইবে অথবা আপনাকে উপেক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ কক্ষনো এমনটা করবেন না।

هُوَ ٱلْحَىُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ ۞

*তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাই তাঁকেই ডাকো।*[১]

তাঁর দানের দরজা সবার জন্য সারাক্ষণ উন্মুক্ত। তিনি অনুক্ষণ বান্দাকে দান করে যান। আপনি নির্যাতিত হলে, তিনি আপনাকে সাহায্য করেন। আপনার অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি আপনার জন্য দান ও দয়ার দরজা বন্ধ করে দেন না। রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যা—কেবলই দান করে যান। কারণ, তিনি মহানুভব। মহানুভবতার জনক। তাঁর মহানুভবতার সঙ্গে অন্য কারও তুলনা হতে পারে না। এজন্যই সকল সৃষ্টি তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। আপনিও এর ব্যতিক্রম নন। আপনি যদি নিজেকে এর ব্যতিক্রম প্রমাণ করতে চান, তবে কোনো প্রয়োজনে অন্য কারও মুখাপেক্ষী হয়ে দেখতে পারেন। আপনি সুনিশ্চিতরূপেই ব্যর্থ মনোরথ হতে বাধ্য হবেন।

কেননা আপনার প্রয়োজন অন্য কারও সামনে উপস্থাপন করলে, সে হয়তো আপনার কথা শুনবেই না, শুনলেও হয়তো আপনার প্রয়োজন পূরণে গড়িমসি করবে; অথবা আংশিক পূর্ণ করে, বাকিটুকু অপূর্ণই রেখে দেবে; কিংবা প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবে ঠিকই—তবে চরম অবজ্ঞা ও অপমানের সাথে; অথবা সে হয়তো আপনাকে সরাসরি অপমানও করবে না; তবুও কি আপনি তার কাছে ছোট হয়ে যাবেন না?

---

[১] সূরা মুমিন, আয়াত : ৬৫

www.QuranerAlo.net

## হৃদয়টা কেবল তাঁর জন্যই উন্মুখ রাখুন

অনেকদিন আগে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পড়াশোনার একটি বিষয়ের ওপর অভিসন্দর্ভ জমা দিতে গিয়েছিলাম। যে-ভদ্রলোকের কাছে লেখা জমা দিতে হবে, তার কাছে যখন আমার লেখার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলাম তখন তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'এত বেশি কথা বলার দরকার নেই।'

এই ঘটনা অবতারণা করে আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে, সাধারণ মানুষ তো বটেই; পেশাদার ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিও আপনার প্রয়োজন ও তার বিশদ বিবরণ শোনার জন্য মোটেই প্রস্তুত নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি আপনার প্রার্থনা পছন্দ করেন। প্রার্থনার বিশদ ও অনিন্দ্য প্রকাশ ভালোবাসেন। আপনার কথা শোনার জন্য এবং আপনার চাহিদা পূরণের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকেন। আপনি তাঁর দিকে এক কদম অগ্রসর হলে তিনি আপনার দিকে দুই কদম অগ্রসর হন। শুধু তাই নয়; যে-ব্যক্তি তাঁর কাছে যত বেশি প্রার্থনা করে, প্রার্থনার সূত্র ধরে কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে তিনি তাকে তত বেশি ভালোবাসেন। এরপরও কেন আপনি তাঁকে ছেড়ে অন্য কারও কাছে চাইছেন?

অধিকন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন—

> إِذَا سَأَلْتَ، فَاسْأَلِ اللَّهَ
>
> *তুমি চাইলে কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে।*[১]

অর্থাৎ, আপনার যদি কোনোকিছু চাইতেই হয়, তবে সেটা একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবেন।

এ সম্পর্কে ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী রাহিমাহুল্লাহর একটি উদ্ধৃতি আমার খুবই ভালো লেগেছে। উদ্ধৃতিতে তিনি বলেছেন, জনৈক 'আরিফ'[২]-কে 'ইসমে আযম'[৩] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আপনার অন্তরটি আপনি

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৫১৬

[২] তাসাওউফের একটি পরিভাষা। আধ্যাত্ম্য সাধক।

[৩] যে-নামে ডাকলে আল্লাহ অবশ্যই সাড়া দেন বলে ধারণা করা হয়।

www.QuranerAlo.net

অন্য সবকিছু থেকে অবমুক্ত করে শুধু আল্লাহর জন্য উন্মুখ রাখুন। এরপর আপনি তাঁকে যে-নামেই ডাকবেন, তিনি আপনার ডাকে সাড়া দেবেন।'

এটাই মুখাপেক্ষিতার অর্থ। এটাই 'ইসমে আযম'। সুতরাং, আপনার অন্তরে আল্লাহর নামটি সবসময় সরব রাখুন। তাঁর সন্তুষ্টি বিধায়ক কথা বলুন এবং পদে পদে ঐশী ছায়া ও ছোঁয়া অনুভব করুন।

আপনার ওপর যখন কোনো বিপদ নেমে আসে তখন ধরেই নেন, সেটি আপনার জন্য খোলাচিঠি। এ চিঠি আপনাকে বলছে, 'আপনার একজন রব আছেন। অতএব, তাঁকেই ডাকুন।'

অনুরূপ আপনার অসুস্থতা আপনাকে রবের প্রতি বিনয়ী হবার বার্তা দেয়। আপনার দারিদ্র্য আপনাকে রবের প্রতি সিজদাবনত হওয়ার প্রেরণা জোগায়। আপনার দুর্বলতা আপনাকে সর্বশক্তিমান রবের কাছে শক্তি চাইতে উদ্বুদ্ধ করে। এক কথায়, আপনার জীবনের সমস্ত কিছু চিৎকার করে আপনাকে বলে, আপনার একজন রব আছেন। অতএব, তাঁকেই ডাকুন। তাঁরই প্রতি মুখাপেক্ষী হোন।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

*তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) ব্যাপারে যত্নবান হও। আল্লাহ তোমার প্রতি যত্নবান হবেন। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো। তাঁকে তোমার অনুকূলে পাবে।*[১]

সুতরাং, আপনার হৃদয়ের গভীরে, চিন্তা-চেতনায় এবং কর্মকাণ্ডে তাঁকে ধারণ করুন। তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন। আনুকূল্য দেবেন এবং পাশে থেকে সমর্থন জোগাবেন।

এটি একটি বাস্তব সত্য যে, মুখাপেক্ষিতার গুণ অর্জিত হলে বান্দার অন্তর ততক্ষণ প্রশান্ত হয় না, যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহর আনুকূল্য-লাভের আশায় নিজেকে তাঁর দরবারে সঁপে দেয়।

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৫১৬

www.QuranerAlo.net

## কয়েকটি পদক্ষেপ

» চর্মচক্ষু দিয়ে বৈধ যে-কোনো জিনিস দেখুন। তবে অন্তরচক্ষু দিয়ে কেবলই মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করুন।

» মুখে যা ইচ্ছে বলুন; তবে হৃদয়ে সবসময়ই মহান আল্লাহর স্মরণ জাগরূক রাখুন। কর্ণ দিয়ে যা ইচ্ছে শুনুন; তবে কেবল মহান আল্লাহর বাণীই হৃদয়ঙ্গম করুন।

» যে-পথে ইচ্ছে হাঁটুন; তবে সর্বান্তকরণে মহান রবের আরশকেই একমাত্র গন্তব্য বলে নির্ধারণ করুন।

এক কথায়, আপনার অন্তর, আত্মা, চিন্তা, দেহ, ইচ্ছা, ধ্যান-ধারণা—সবকিছুকেই তাঁর মুখাপেক্ষী করে তুলুন।

» কখনও কলম হাতে নিলে মনে মনে বলুন, 'আমি এ কলম দিয়ে যা লিখব তাতে কি আল্লাহ খুশি হবেন?'

» কোনো কথা বলতে গেলে ভেবে নেন, 'আমি যা বলব তাতে কি তিনি সন্তুষ্ট হবেন?'

» যে-কোনো অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর নিজেকে প্রশ্ন করুন, 'আমার এ অবস্থাটা কি তাঁর কাছে পছন্দনীয়?'

একটা অদৃশ্য এলার্ম আপনার অন্তরের ভেতরে সেট করে নেন; যেটা প্রতিটি কথা ও কাজ শুরু করার পূর্বে আপনাকে সতর্ক করে বলবে, 'আল্লাহ কি এটা চান? আল্লাহ কি এতে সন্তুষ্ট হবেন?'

সর্বাবস্থায় তাঁর মুখাপেক্ষী হোন। মধ্যরাতে জেগে উঠলে তাঁকেই স্মরণ করুন। তাঁকে স্মরণ না করলে আপনার সব চিন্তাই যে বিফল! আপনার কল্পনায় যদি তাঁর ভালোবাসা জেগে না ওঠে তাহলে আপনার বিবেক নষ্ট। আপনার সব স্বপ্ন তখন গিরি-খাদের মতো হবে, যা একসময় আপনাকে বিপদে ফেলবে। পক্ষান্তরে আপনার হৃদয়ে যদি সেই চিরঞ্জীব সত্তার স্মরণ ও ভালোবাসা জাগ্রত হয় তবে আপনার স্বপ্নগুলো আপনাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগাবে। জীবনের নিরাপত্তা দেবে। অনাবিল আনন্দে আপনাকে ভরিয়ে দেবে। আপনার হৃদয় তখন পরিণত হবে আল্লাহর প্রতি অনুরাগের নিরাপদ ও সুপ্পীল ভূমিতে।

www.QuranerAlo.net

## উত্থান

আপনি যদি একবার হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা সৃষ্টি করতে পারেন তবে দেখবেন, সে একসময় পার্থিব প্রয়োজন প্রার্থনায় লজ্জাবোধ করবে। কারণ, আপনাকে নিছক পার্থিব জগৎ ও জীবনের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বরং আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরকাল ও পরকালীন জীবনের জন্য। কাজেই আপনার সমস্ত চাওয়া-পাওয়া আবর্তিত হতে হবে আখিরাতকে কেন্দ্র করে।

আমাদের পূর্বসূরিগণ এমনটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাদের জীবন ছিল নিরাপদ ও শান্তিময়। একবার জনৈক খলীফা কাবা ঘর তাওয়াফ করতে গিয়ে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, 'ইবনু উমার, আমার কাছে কিছু চাও তো।' তখন ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতার প্রত্যয়দীপ্ত দৃষ্টিতে খলীফার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কী চাইব? দুনিয়া না আখিরাত?' খলীফা উত্তর দেন, 'আখিরাত তো আল্লাহর কাছেই চাইবে। আমার কাছে দুনিয়া চাও।' প্রত্যুত্তরে ইবনু উমার বলেন, 'যে-দুনিয়ার প্রকৃত মালিক, তাঁর কাছেই তো দুনিয়া চাইনি। আর যে আদৌ মালিক নয়; তার কাছে কীভাবে দুনিয়া চাইব?'[১]

আপনি যদি এই মানের আল্লাহমুখিতা নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারেন তবে কখনও কারও হাতে অপমানিত ও অপদস্থ হবেন না। বরং এই গুণ আপনার ব্যক্তিত্বকে মহান করে তুলবে। এইসব ধুলাবালির রাজাদের আপনি কখনই পরোয়া করবেন না। দুনিয়া এমন একটা জিনিস—আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী বান্দারা যে-দিকে কখনও ফিরেও তাকায় না।

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ-কে এক আমীর বলেছিলেন, 'আচ্ছা, শুনলাম, আপনি আমাদের রাজাকে খুঁজছেন?'

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ মাথা উঁচু করে বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমার কাছে আপনার এই রাজার দুই পয়সারও দাম নেই।'[২]

যে-ব্যক্তি রাতের শেষভাগে আল্লাহর দিকে মুখ ফেরায় সে কীভাবে দিনের বেলায় এক টুকরো মাটির লোভে নিজেকে অপদস্থ করতে পারে?

---

[১] *মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম* : ১/৩৮৪
[২] *আল-আলামুল আলিইয়া*, পৃ. ৭২-৭৩

www.QuranerAlo.net

## বাস্তবতা

যখনই আপনি আপনার প্রয়োজনে তাঁর মুখাপেক্ষী হবেন তখনই আপনার প্রয়োজনটা হাতের নাগালে চলে আসবে। আল্লাহর পথে আসা ছাড়া আপনার কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হবে না। আল্লাহর কাছে আসা ছাড়া আপনার কোনো স্বপ্নই বাস্তবায়িত হবে না। কারণ, আল্লাহর ইশারা ছাড়া কোনোকিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। তিনি ছাড়া আর কেউই নেই—যাঁর দ্বারা এই জগতে কোনোকিছু ঘটতে পারে।

তাঁর শক্তি ও ইচ্ছা ছাড়া একটি কোষও নড়তে পারে না, একটি অণুও জন্মাতে পারে না, পানির একটি ফোঁটাও বাষ্পে পরিণত হতে পারে না, গাছের একটি পাতাও ঝরে পড়তে পারে না।

আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করলে সকল সৃষ্টি মিলে আপনার তিল পরিমাণ ক্ষতি যেমন করতে পারবে না, তেমনই আল্লাহ যদি আপনার ক্ষতি চান তাহলে সকল সৃষ্টি মিলে আপনাকে কোনোভাবেই সেই ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

তাই আল্লাহর কাছেই ফিরে আসুন। তাঁর কাছে আশ্রয় চান, আপনার দায়িত্বটা তাঁর হাতে ছেড়ে দেন। তিনিই তো সেই অমুখাপেক্ষী আল্লাহ—যিনি জন্ম নেননি, কাউকে জন্মও দেননি; এমনকি তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার মুখাপেক্ষী করে দেন। আমাদের মনকে এমন করে দেন—যেন আমরা কেবল আপনার কাছেই হাত পাতি এবং আপনার দরবারেই শুধু ধরনা দিই—অন্তত আপনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে যেন সাহায্য চেয়ে না বসি।

www.QuranerAlo.net

# আল-হাফীয : الْحَفِيظُ

## মহারক্ষক

আপনি যদি অনুভব করেন, আপনার জীবনে বিপদ নেমে আসছে, রোগ আপনার স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আপনার ছেলেটি আপনার থেকে দূরে আছে; আর আপনি তাকে হারিয়ে ফেলার ভয় পাচ্ছেন, অথবা খারাপ সঙ্গীর সাথে মিশে বখে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন; অথবা আপনি মনে করছেন, আপনার জমানো সম্পদ আস্তে আস্তে শেষ হতে শুরু করেছে—তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহর 'আল-হাফীয' নামটি এখন আপনার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। কাজেই মহান নামের স্পর্শে আপনার ঈমানকে নবায়ন করুন এবং এই নামের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করুন। এটাই আপনার ঈমানের নবায়ন ও চিন্তা-গবেষণার উপযুক্ত সময়।

সর্বোপরি জেনে রাখুন, একমাত্র তিনিই আপনার প্রাণ রক্ষা করবেন, আপনার স্বাস্থ্য অটুট রাখবেন, আপনার সন্তানদেরকে নিরাপত্তা দেবেন এবং আপনার সহায়-সম্পত্তি রক্ষা করবেন। এক কথায়, আপনার জীবন ও জীবন-সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছু তিনিই রক্ষা করবেন। কারণ, তিনিই আমাদের রব। 'আল-হাফীয' তাঁর নাম।

### হে আত্মা, প্রশান্ত হও

প্রখ্যাত মুফাসসির শাইখ আব্দুর রাহমান আস-সাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মহারক্ষক তো তিনি, যিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন

www.QuranerAlo.net

সে-সবকিছুর ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের গুনাহ ও ধ্বংসাত্মক কাজে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। সর্বাবস্থায় তাদেরকে দয়ার চাদরে আচ্ছাদিত করে রাখেন।'

বস্তুত রক্ষণাবেক্ষণ ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা প্রদানের সর্বোচ্চ ক্ষমতা কেবল তাঁরই। অতএব, তিনি সাথে থাকলেই কেবল আপনি পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবেন। কাজেই অনবরত এই দুআটি পাঠ করতে থাকুন—

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

*হে আল্লাহ, আপনি আমাকে অগ্র-পশ্চাত, ডান-বাম ও ওপরের দিক থেকে রক্ষা করুন। আর আমি নিম্নমুখী গুপ্তহত্যার শিকার হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় চাই।*[১]

আপনি তাঁর কাছে ছয় দিকের বিপদ-আপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। দেখবেন, সংরক্ষণের একটি বলয় আপনাকে সব দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই সার্বিক সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার অধিকার ও সক্ষমতা কেবল আল্লাহই রাখেন।

তিনি আপনার চোখ-কান রক্ষা করেন। আর এই রক্ষাণাবেক্ষণের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমরা সকাল-সন্ধ্যা তাঁকে ডেকে যাই—

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي

*হে আল্লাহ, আমার কানের নিরাপত্তা দেন। হে আল্লাহ, আমার চোখের নিরাপত্তা দেন।*[২]

আপনি যদি দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন, তবে সৃষ্টিজগত চেনার কোনো উপায়ই থাকবে না। আপনি তখন বিশাল অন্ধকার জগতে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন। ভয়ঙ্কর নীরবতা দিয়ে দুনিয়া আপনাকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলবে।

---

[১] *সুনানু আবী দাউদ* : ৫০৭৬
[২] *সুনানু আবী দাউদ* : ৫০৯২

www.QuranerAlo.net

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ الانعام ⓑ

আপনি বলুন, বলো তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোনো উপাস্য আছে কি, যে তোমাদের এগুলো এনে দেবে?[১]

মহান রক্ষক তো তিনিই, যাঁর দেওয়া কান দিয়ে আপনি হারাম শোনেন। অথচ মুহূর্তের মধ্যে তা অক্ষম করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে তা ব্যবহার করার সুযোগ দেন।

মহান রক্ষক তো তিনিই, যাঁর দেওয়া চোখ দিয়ে আপনি হারাম দেখেন। অথচ ক্ষণিকের মধ্যে দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে তা ব্যবহার করার সুযোগ দেন।

তিনি আপনার দ্বীনেরও সংরক্ষক। কাজেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে কাতর স্বরে তাঁকে বলুন—

“

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

*হে হৃদয় ও দৃষ্টি পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।*[২]

## ভ্রান্তির পথগুলো

তিনি যদি আপনার অন্তরকে দ্বীনের ওপর অটল না রাখতেন তাহলে সন্দেহের পশুগুলো আপনার দ্বীনকে খাবলে খেত, প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণাগুলো আপনার দ্বীনকে অপহরণ করত।

এমন অনেক আলিম আছেন যারা বইপত্রের মাঝে জীবন কাটিয়ে দেন; কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাদের বিশ্বাস বিশুদ্ধ করতে চান না। তাই তারা শেষ বয়সে এসে আল্লাহকে অস্বীকার করে বসে; বিদআতে লিপ্ত হয়। অথচ একটু খেয়াল করে দেখুন, কত সামান্য আমল নিয়েও আপনি তাঁকে সিজদা করতে পারছেন। এভাবেই মহারক্ষক আল্লাহ আপনার দ্বীন সংরক্ষণ করেন।

---

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৪৬
[২] জামি তিরমিযী : ২১৪০

www.QuranerAlo.net

ইলম থাকা সত্ত্বেও যে-সকল আলিম পদস্খলনের শিকার হয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আব্দুল্লাহ আল-কুসাইমী। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ অপনোদন করে একটি কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'আস-সিরা বাইনাল ইসলাম ওয়াল ওয়াসানিয়্যাহ।' তার এই গ্রন্থটি এতটাই মানোত্তীর্ণ হয়েছিল যে, অনেকেই বলতে বাধ্য হয়েছিল, তিনি এই গ্রন্থের মাধ্যমে জান্নাতের মোহরানা পরিশোধ করেছেন। হারাম শরীফের মিম্বারে পর্যন্ত তার প্রশংসা করা হয়েছিল; কিন্তু কয়েক বছরের ব্যবধানে তার মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে।[১] তারপর তার ধারণাকৃত সেই সন্দেহগুলো একদিন তত্ত্বে রূপ নেয়। বাস্তব চিন্তায় পরিণত হয়। এরপর সেই ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকা পড়ে এবং সন্দেহের ধ্বংসস্তূপে ভর করে সে ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরে; এমনকি 'হাযিহি হিয়াল আগলাল' নামে একটি বইও লিখে ফেলে। সেখানে সে দাবি করে, 'আল্লাহর এই দ্বীন মূলত গলার বেড়ি ও পায়ের শৃঙ্খল।' আমরা আল্লাহর কাছে এরকম বিচ্যুতি ও লাঞ্ছনা থেকে পানাহ চাই।

মহারক্ষক তো তিনিই, যিনি আপনাকে এবং আপনার দ্বীনকে সংরক্ষণ করেন। সুতরাং, আপনার মাথায় জমে থাকা জ্ঞানের স্তূপ যেন আপনাকে কখনও উদ্ধত করে না তোলে। আপনার হিফযুল কুরআন যেন কখনও আপনাকে অহংকারে প্ররোচিত না করে এবং আপনার হিফযুল হাদীস যেন আপনাকে আত্ম-অহমিকায় নিক্ষিপ্ত না করে। কারণ, আল্লাহ যদি আপন দয়াগুণে আপনার দ্বীনকে সংরক্ষণ না করেন তাহলে আপনি নির্ঘাত বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবেন।

বালআম ইবনু বাউরা[২] তো আপনার চেয়েও বেশি জ্ঞানী ছিল। তাকে মহান আল্লাহর 'ইসমে আযম'-এর জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল। সে ডাকলেই আল্লাহ তার

---

[১] এমন ফেতনা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

[২] বালআম ইবনু বাউরা মূসা আলাইহিস সালামের সময় অ-ইয়াহূদীদের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতো। নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করত। কেননা, সে ছিল এমন একজন লোক, যার দুআ কবুল হতো। সিরিয়ার কিনআন এলাকায় ছিল তার বসবাস। যখন মূসা আলাইহিস সালাম কিনআন বিজয়ে সফর করেন, বালআমের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে চাপ দিতে থাকে মূসা আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে ধ্বংসের দুআ করতে। প্রথমে সে অস্বীকার করলেও পরে প্রলোভনে পড়ে সে নবী ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে বদ-দুআ করে। আর এর ফলেই সে আল্লাহর শাস্তিতে পতিত হয়। বিস্তারিত দেখুন, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. স. ৫০১... এছাড়া বালআমকে রবানিক সাহিত্যে সাতজন নম্র ভাববাদীর (আইয়ূব ও তার চার বন্ধু, বালআম ও তার পিতা বাউরা) একজন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে- (Talmud, B. B. 15b)। অ-ইয়াহূদীদের মধ্যে বালআমের অবস্থান ছিল তেমন-ই যেমন ছিল ইয়াহূদীদের মাঝে মূসা আলাইহিস সালামের অবস্থান- (Midrash Numbers Rabbah 20)। উল্লেখ্য, মূসা আলাইহিস সালামের মতো বালআমেরও ত্বকচ্ছেদ অবস্থায় জন্ম- (Abbot De-Rabbi Natan)। ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদমতে, তার এক পা খোঁড়া ও এক চোখ কানা ছিল- (Talmud Sanhedrin 105a)।

www.QuranerAlo.net

ডাকে সাড়া দিতেন। কিন্তু এই সুমহান জ্ঞানও তাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেনি। লোভ, অহমিকা ও অসততা তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

## আমরা আল্লাহকে ভুলে যাই

অথচ তিনি আপনার জীবন রক্ষা করেন। এজন্যই প্রিয়জনদের থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমরা বলি—

"

أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِى لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

*আপনাকে সেই আল্লাহর কাছে আমানত রাখছি, যাঁর আমানতগুলো হারিয়ে যায় না।*[১]

কারণ, যে-আমানত স্বয়ং আল্লাহর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকে তা হারানো অসম্ভব।

কোনো দুর্ঘটনায় যদি কোনো মানুষ বেঁচে যায় তাহলে তার পেছনে অবশ্যই একজন রক্ষাকারী থাকেন—যিনি তাকে রক্ষা করেন। আমরা এন্টিস্লিপ, গাড়ির ব্রেক, প্রতিরক্ষামূলক বেলুন আর সিটবেল্টের উপকারিতা জানি ঠিকই; কিন্তু আমাদের কী দুর্ভাগ্য, এগুলোর সক্ষমতা ও অক্ষমতার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভুলে যাই!

সাগরের ঢেউতরঙ্গ যখন জাহাজে আঘাত হানে, হৃৎপিণ্ডটা যখন ভয়ে গলা পর্যন্ত উঠে আসে তখন কে জাহাজ ও তার আরোহীদেরকে সলিল সমাধি হওয়া থেকে রক্ষা করে?

একটি ভিডিওতে দেখেছিলাম, সাগরের উন্মত্ত ঢেউ খেলা করছে একটা জাহাজ নিয়ে। জাহাজের আরোহীরা দ্রুত একপাশ থেকে অন্য পাশে ছুটে যাচ্ছে। তাদের তখন কিছুই করার নেই। এমনকি স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিটুকুও অক্ষুণ্ণ নেই। তাদের মাথায় তখন একটাই চিন্তা, যে-কোনো মূল্যে কিছু একটা আঁকড়ে ধরে প্রাণ রক্ষা করতে হবে। তারপর যখন ক্যামেরাটা আরও দূর থেকে তাক করা হলো, তখন বিশাল সমুদ্রের প্রমত্ত ঊর্মিমালার মাঝে জাহাজটাকে মনে হলো ছোট্ট এক টুকরো কাগজ।

বিমানের পাইলট যখন ঘোষণা করে, বিমানে সমস্যা দেখা দিয়েছে তখন যাত্রীরা সবাই পরম ভক্তির সাথে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। সবাই আল্লাহর কাছে

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮২৫

www.QuranerAlo.net

আশ্রয় চেয়ে তাওবার ঘোষণা দেয়। জীবনের সব আশা-ভরসা ও স্বপ্ন-চিন্তা ভুলে যায়। তাদের বিবেক-বুদ্ধি তখন শুধু মৃত্যুর কথাই চিন্তা করে।

কে তিনি, যিনি তাঁর মহান ক্ষমতায় বিকল বিমান সচল করে দেন? কে তিনি, যিনি মৃত্যুভয়ে স্থবির হয়ে পড়া মানুষগুলোকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-বোধ ফিরিয়ে দেন?

তিনিই আমার রব। 'আল-হাফীয' তাঁর নাম।

একবার আমি বিমান যোগে কোথাও যাচ্ছিলাম। আমাদের বিমানটি হঠাৎ প্রবল বায়ুচাপের সম্মুখীন হয়। যখন আমি বুঝতে পারি, বিমানটি বিরাট মরুভূমির ওপর দিয়ে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সাঁতার কেটে চলেছে তখন একরাশ ভয় আমাকে ঘিরে ধরে। জীবনে এত ভ্রমণ করেছি; কিন্তু কখনই এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। আল্লাহর অশেষ ক্ষমতায় কীভাবে বিশাল একটি বিমান আকাশে ভেসে বেড়ায়—সেটাও কখনও ভেবে দেখিনি।

*সাগরঝড়ে প্রবল ঢেউয়ে জাহাজ হলো টালমাটাল,*
*নিবিড়ভাবে তাঁকেই তখন যাচ্ছি ডেকে, সমানতাল।*
*ঝড়ের শেষে নিরাপদে পৌঁছি যখন তীরে,*
*এক নিমিষেই ভুলি তাঁকে খেল-তামাশায় ফিরে।*
*মাঝ আকাশে উড়ছি যখন মুক্ত বাধাহীন,*
*যাই না পড়ে, রক্ষা করেন রব্বুল আলামীন।*

## প্রহরীরা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ ﴿١١﴾

*মানুষের জন্য রয়েছে সামনে-পেছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।*[১]

[১] সূরা রাদ, আয়াত : ১১

www.QuranerAlo.net

শুধু আপনার জন্যই মহারক্ষক আল্লাহ চারজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। আপনাকে তারা সব দিক থেকে ঘিরে রাখে। আপনার তাকদীর অনুযায়ী সবকিছু যেন সম্পন্ন হয়, আল্লাহর নির্দেশে সে জন্য আপনাকে তারা ঘিরে রাখে।

তিনিই তো মহারক্ষক। তিনি আপনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যেন তিনি না চাইলে একটা বুলেটও আপনাকে আঘাত করতে না পারে, কোনো পাথরের আঘাত আপনার প্রাণসংহার করতে না পারে; এমনকি একটি মশাও যেন আপনার ত্বক স্পর্শ করতে না পারে।

শাইখ আইয আল-কারনীকে ফিলিপাইনে হত্যার চেষ্টা করা হয়। সেই ভিডিওটা দেখে আমি যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি। এক মিটার দূরত্ব থেকে এক আততায়ী শাইখকে লক্ষ্য করে ছয়টি বুলেট শুট করে। এই বুলেট আর শাইখের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না। আততায়ীকে বেশ ধূর্ত মনে হয়। শাইখ বা তার সহকারীরা প্রতিহত করারও সুযোগ পায় না; কিন্তু এরপরও শাইখ সুস্থ অবস্থায় সেখান থেকে ফিরে আসেন। আমার মনে পড়ে, অনেক দূর থেকে শুট করা একটা মাত্র বুলেট আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির জীবন কেড়ে নেয়। অথচ তার বুলেট প্রুফ গাড়িটি তখন ধীর গতিতে সামনে চলছিল। তার নিরাপত্তায় চারপাশে প্রচুর সেনাসদস্যও নিযুক্ত ছিল।

পরে শাইখ বলেছিলেন, আক্রমণের সময় তিনি আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি নিজেকে দুআর প্রাচীর দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছিলেন।

এই ঘটনাটি একটি পরিপূর্ণ পাঠের অংশ। শুধু তাই নয়; এ ধরনের ঘটনা সংবলিত কয়েক খণ্ডের একটি বই রচিত হতে পারে—যে-বই 'আল-হাফীয' নামের বর্ণনায় পূর্ণ থাকবে।

## বন্ধনীর মাঝে..

আপনি কি জানেন, তিনি সবসময়ই আপনাকে রক্ষা করে থাকেন, নানামুখী আক্রমণ থেকে প্রতি মুহূর্তেই আপনাকে বারবার বাঁচিয়ে থাকেন?

কীভাবে? এই যে-লেখাটি পড়ছেন, এরই মধ্যে তিনি আপনার হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়া, শিরা-উপশিরায় রক্ত জমাট বাঁধা, মস্তিষ্ক উন্মাদ হওয়া, কিডনি বিকল হওয়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনষ্ট হওয়া, মাথাব্যথা দেখা দেওয়া, পাকস্থলী অকেজ হওয়া, দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া, শ্রবণশক্তি চলে যাওয়া, জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া এবং এজাতীয় আরও

www.QuranerAlo.net

সমস্যা থেকে আপনাকে বাঁচিয়েছেন। এর পরের মুহূর্তের পরের মুহূর্তটাও আপনাকে তিনিই বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁর প্রতিরক্ষা আপনার জন্য এভাবেই চলছে...

বলুন তো, এইসবকিছুর জন্য প্রতি মুহূর্তে আমাদের ঠিক কয়বার 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়া উচিত?

## একটি বোতল

অন্ধকারে অচেনা-অজানা কোথাও আপনার গাড়ি থামানোর পর যদি ভয় পান যে, সেটি চুরি হয়ে যাবে তাহলে মহারক্ষকের হাতে তা সংরক্ষণের ভার দিয়ে দেন। যা-কিছু আল্লাহকে রক্ষা করতে দিয়েছেন তা আপনি কক্ষনো হারাবেন না।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তিত হলে বলবেন—

أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

*আমি সেই আল্লাহর কাছে তোমাদের আমানত রেখে যাচ্ছি—যাঁর নিকট গচ্ছিত আমানতগুলো হারিয়ে যায় না।*[১]

ফিরে এসে দেখবেন, তারা ভালোই আছে। কারণ, যাঁর হাতে আপনি তাদেরকে রেখে গেছেন তিনি আমাদের রব। 'আল-হাফীয' তাঁর নাম।

যদি কখনও পাবলিক প্লেসে অথবা অনিরাপদ কোনো জায়গায় দামী কিছু রেখে যেতে বাধ্য হন, তাহলে অন্তর থেকে বলুন, 'হে আল্লাহ, আপনি রক্ষা করুন।' এরপর নিশ্চিত থাকুন, আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ তা রক্ষা করবেন।

এবার তাহলে একটি ঘটনা শুনুন। চার বন্ধু তাবুক থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে 'নিমাতু রাইত' নামে এক জায়গায় বেড়াতে যায়। সকাল নয়টায় তারা পায়ে হেঁটে 'শিক্ব' নামক এক স্থানে পৌঁছে। এই 'শিক্ব' মূলত একটি গভীর খাদ। সেখানে নামার মানে হলো, জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেওয়া। কারণ, এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটি গর্ত।

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮২৫

www.QuranerAlo.net

অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তাদের পেয়ে বসে। তারা আধঘণ্টার মধ্যে ওই খাদের তলানিতে পৌঁছে যায়। মাগরিব পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করে। এরপর পাথর খণ্ডগুলো আঁকড়ে ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু মসৃণ পাথরে পা ফসকে তারা বারবার নিচে গড়িয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পায়ের নিচের পাথুরে স্তরও ভেঙে পড়ে।

এভাবে চেষ্টা করতে করতে তারা একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাদের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তীব্র পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। এক কথায়, চোখের তারায় তারা সাক্ষাৎ মৃত্যু দেখতে পায়।

তবে আল্লাহর সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তারা প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রক্ষাকারী নেই। তাই তারা নিবেদিত প্রাণ হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করেন। যেখানে কোনোদিন কোনো মানুষের পদচারণা ঘটার কোনো প্রমাণ নেই, সেখানেই হঠাৎ করে তাদের একজন একটি পানির বোতল দেখতে পায়। বোতলটি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ টলটলে পানিতে পরিপূর্ণ। এই পানি বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করে পান করার চেয়েও তাদের কাছে বেশি আনন্দদায়ক ছিল—এই অনুভূতি যে, স্বয়ং আল্লাহ এই দুঃসময়েও তাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ-ই এই বোতলটা তাদের জন্য পাঠিয়েছেন। তাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

এই বোতলটি তাদের দৃষ্টিতে নিছক প্রাণ রক্ষার মাধ্যম ছিল না; বরং এটি ছিল মহারক্ষকের হিফাযত-গুণের অনন্য দৃষ্টান্ত।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যুবকদল আবারও ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। মাগরিবের ঠিক পূর্বমুহূর্তে তারা ওপরে পৌঁছে যায়। ততক্ষণে তাদের মুখগুলো কালো রং ধারণ করেছে। পোশাক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। হাত-পা থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছে। তবে আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান পাহাড়ের দৃঢ়তা ও তারকার উচ্চতায় পৌঁছে গেছে।

## অনেক অনেক বেশি

মহারক্ষকের সাথে প্রতিটি সৃষ্টিরই একটা সম্পর্ক আছে। সৃষ্টি করার পরই তিনি সৃষ্টিকুলকে ছেড়ে দেননি; বরং জীবনের নতুন নতুন ধাপের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় শক্তি, সাহস ও উপযোগিতা দিয়েছেন। জীবনযুদ্ধে সফল হওয়ার জন্য যথোপযুক্ত মাধ্যম ও ব্যবস্থা দিয়েছেন।

www.QuranerAlo.net

» কিছু প্রাণীকে ক্ষিপ্রতা দিয়ে অন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। যেমন— হরিণ, খরগোশ।

» কিছু প্রাণীকে শিং দিয়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। কেউ তাদের ক্ষতি করতে চাইলে তারা শিঙের আঘাতে আক্রমণকারীকে ফেঁড়ে-চিরে আত্মরক্ষা করে। যেমন—ষাঁড় ও গণ্ডার।

» কিছু প্রাণীকে দীর্ঘদেহ দিয়ে অন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। এই প্রাণীগুলো বিশাল দেহ দিয়ে শত্রুকে মাড়িয়ে চলে। যেমন— ভাল্লুক ও হাতি।

» আবার কিছু প্রাণী আছে, যারা বৈদ্যুতিক সংকেত দিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করে। তাদেরকে যেই স্পর্শ করে সেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। যেমন— বৈদ্যুতিক ইল ফিশ।

» কিছু প্রাণী আবার নিজেদের শরীরে বিষ তৈরি করে আত্মরক্ষা করে। যেমন—সাপ-বিচ্ছু।

এছাড়া আরও বহু উপায়ে তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলকে রক্ষা করেন। মানুষ তো সৃষ্টিকুলের সদস্য সম্পর্কেই জানে না। সুতরাং, সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

## তিনি আপনাকে রক্ষা করেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে-মুমিন বান্দাদের হিফাযত করেন তার একটা চিত্র হলো—

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟

*নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের হয়ে তাদেরকে রক্ষা করেন।*[১]

একবার ভেবে দেখুন, মহান আল্লাহ কেবল মুমিনদেরকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেই ক্ষান্ত হন না; বরং তিনি মুমিনদের হয়ে অনিষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। মহান আল্লাহ কর্তৃক মুমিনদেরকে রক্ষা করার এই ঘোষণার মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, তারা প্রতিনিয়ত কত ভয়াবহ ও বিবিধ সমস্যার মুখোমুখি হয়! কিন্তু আল্লাহ যেহেতু শত্রুর

[১] সূরা হাজ্জ, আয়াত : ৩৮

www.QuranerAlo.net

পরিকল্পনা সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাই শত্রুরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ নিজ দায়িত্বে তাদেরকে সুরক্ষা দেন। যাবতীয় ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখেন।

হাদীসে কুদসীতে[১] আছে—

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

*যে আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিই।*[২]

একবার চিন্তা করুন, সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের মধ্য দিয়ে মূলত মহান আল্লাহর সঙ্গে কাফিরদের যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধে কে বিজয়ী হবে? আর কে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হবে?

তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের হিফাযত করেন। তাদেরকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন। ভালোবাসা, অনুগ্রহ ও দয়া দিয়ে তাদের ঘিরে রাখেন।

কুরাইশের মুশরিকরা একটা গুহার কাছে একত্র হয়। গুহার ভেতরে মাত্র দুইজন মানুষ—আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার প্রিয় সাহাবী আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাদেরকে হত্যার জন্য ইতোমধ্যে বড় অঙ্কের অর্থপুরস্কার ঘোষণা করা হয়ে গেছে। মুশরিকদের ভেতর একটা চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। ওই সময়ের সবচেয়ে দামী ব্যক্তিকে পরাজিত করতে পারা এবং তার নাম-নিশানা বিলীন করে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা তাদেরকে প্রলুব্ধ করছে।

তাদের এই বিশাল আয়োজনে আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-র অন্তরের কোণে ভয়ের নীরব প্রবেশ ঘটেছে। মহান সাথী তার দিকে প্রত্যয়দীপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর, এমন দুজনের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা—যাদের মধ্যে তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ? আবু বকর, তুমি কি মনে করো যে, আমরা দুইজনই? না, আমরা তো তিনজন।'

---

[১] হাদীসে কুদসী হলো আল্লাহর এমন বাণী, যা কুরআনের অর্ন্তভুক্ত নয়, জিবরাঈল আলাইসি সালাম আল্লাহর বাণী হিসেবেই রাসূলের কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিজ বর্ণনায় শুনিয়েছেন।

[২] *সহীহ বুখারী* : ৬১৩৭

www.QuranerAlo.net

মুহূর্তের মধ্যে ভয়ের জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সকল দুর্ভাবনা কেটে যায় এবং বুকের ধুকপুক বন্ধ হয়ে যায়।

আপনি যদি তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীন হয়ে যেতে পারেন, তবে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুন; কারণ, সব ভয়াবহ ব্যাপারই তখন আপনার জন্য নিরাপদ।

একবার 'আসহাবুল কাহফ'-এর ঘটনাটা ভেবে দেখুন।[১] একদল যুবক ঈমান রক্ষার জন্য এমন একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, যেটা ছিল একেবারেই অনিরাপদ। হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত ও পোকামাকড়ে ঠাসা। কাজেই তারা সেখানে গিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। কিন্তু আশার কথা এই যে, সেখানে গিয়ে তারা রহমানের কাছে সুরক্ষা প্রার্থনা করেন। 'আল-হাফীয' নামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহারক্ষক তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তাদের নিরাপত্তায় 'ভয়' নামক অশরীরী সৈন্য নিযুক্ত করেন। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, শত্রুরা তো বটেই; সাধারণ মানুষও সেই গুহার আশেপাশে যাওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে। কেউ ভুল করে কাছে এসে পড়লে, স্মরণ হতেই ভয়ে পালিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন—

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

*যদি আপনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতেন, তাহলে অবশ্যই পেছন ফিরে পালিয়ে যেতেন। আর অবশ্যই আপনি তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন।*[২]

এই ভয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

*খুব শীঘ্রই আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব।*[৩]

তাঁর বান্দাদের জন্যই তিনি কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। সেজন্য কাফিররা সবসময় আল্লাহর বন্ধুদের ভয়ে ভীত থাকে।

---

[১] আসহাবে কাহাফ বা গুহায় আশ্রয়গ্রহণকারী সেই ছয়জন যুবক উদ্দেশ্য এখানে—যারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। তাদের সঙ্গে আশ্রয়গ্রহণকারী একটি কুকুরও ছিল।

[২] সূরা কাহাফ, আয়াত : ১৮

[৩] সূরা আনফাল, আয়াত : ১২

www.QuranerAlo.net

# হিংস্র পশুর উপত্যকা

আল্লাহ আপনাকে ফেরেশতা দিয়ে রক্ষা করেন। যে-ব্যক্তি ঘুমানোর আগে 'আয়াতুল কুরসী' পড়ে, তার নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। এই ফেরেশতা তার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আল্লাহ তার জন্য যে-সকল অনিষ্ট লিখে রাখেননি সেগুলো থেকে তাকে সুরক্ষা দেয়। সুতরাং, আল্লাহ যদি আপনার সাথে থাকেন তাহলে কীসের ভয়?

'আল-হাফীয' তথা 'মহারক্ষক' এই নামটা আপনাকে বুক উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস জোগায়। আপনাকে তাঁর কথা মনে করিয়ে দেয়, যিনি চিরঞ্জীব—যাঁর কোনো মৃত্যু নেই। আপনি যখন অন্ধকারে হেঁটে চলেন; হিংস্র পশুর উপত্যকা অতিক্রম করেন কিংবা কুমির ও হিংস্র জলজ প্রাণীতে পরিপূর্ণ নদী ও সাগর পার হন তখন মহারক্ষক আপনাকে সংরক্ষণের বলয়ে ঘিরে রাখেন। তখন বিপদের আয়োজনগুলো আপনার কাছে নিতান্তই সামান্য বস্তুতে পরিণত হয়।

আল্লাহ-কর্তৃক সুরক্ষা প্রদানের অর্থ এই নয় যে, 'আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করছেন'—এই দোহাই দিয়ে আপনি নিজের হিফাযত ও সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন; বরং এর অর্থ হচ্ছে আপনি আপনার সুরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় ও মাধ্যম গ্রহণ করবেন। এগুলো ব্যর্থ হলে স্বয়ং আল্লাহ আপনাকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দেবেন। অধিকন্তু আমাদেরকে উপযুক্ত মাধ্যম গ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। হিজরত, যুদ্ধ ও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে উপযুক্ত মাধ্যম গ্রহণ করেছেন। তবে সবসময়ই হৃদয়ের গভীরে এই বিশ্বাস লালন করেছেন যে, আল্লাহ মহাজ্ঞানী। সর্বশক্তিমান। মহারক্ষক। তিনি চাইলে তবেই এই মাধ্যম মানুষের উপকার করতে পারে। অন্যথায় পারে না।

দাওয়াতী কাজের জন্য আব্দুর রাহমান আস-সুমাইত সুদূর আফ্রিকা সফর করেছেন। সেখানকার মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের মাঝে ইসলাম প্রচার করেছেন। এজন্য তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। গিরি-গহ্বর ও উপত্যকা-অধিত্যকা অতিক্রম করতে হয়েছে, ক্ষুৎ-পিপাসা ও রোগ-শোকে আক্রান্ত হতে হয়েছে। এরপরও তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে দীর্ঘ পঁচিশ বছর দাওয়াতী কাজ করেছেন এবং এক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। সব শেষে কুয়েতে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন—কেউ যদি এগুলো চিন্তা করে, তাহলে স্পষ্টতই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহর 'আল-হাফীয' তথা মহারক্ষক নামের মহিমা কী!

www.QuranerAlo.net

এ ব্যাপারে আরেকটা ঘটনা উল্লেখ করা যাক। এধরনের ঘটনা আল্লাহর প্রিয় ও সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য অস্বাভাবিক কিছু না হলেও আমাদের জন্য রীতিমতো বিস্ময়কর। ঘটনাটি সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ-এর। একদা হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের দুইজন সৈন্য সাঈদকে বন্দি করে হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে বৃষ্টি নামলে তারা একটি গির্জায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সাঈদ সেখানে প্রবেশ করতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, যেখানে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পদ্ধতিতে আল্লাহর উপাসনা করা হয় সেখানে আমি কিছুতেই প্রবেশে করতে পারি না। অগত্যা তারা তাকে রেখেই গির্জায় ঢুকে পড়ে। এমন সময় হঠাৎ করে একটা সিংহ তার দিকে ছুটে আসে। ভেতর থেকে হাজ্জাজের সৈন্যরা চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আপনি পালান, আপনি পালান।' কিন্তু সিংহ ও সৈন্যদের হাঁকডাকে তার মধ্যে কোনো ধরনের ভাবান্তর দেখা যায় না। তিনি প্রশান্ত চিত্তে জিকিরে নিমগ্ন থাকেন। সিংহ তার একেবারে কাছে চলে এসেছে। তবু তার মধ্যে কোনো ভয় বা ভাবান্তর নেই। তিনি স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হচ্ছে তারা দুজন ফিসফিস করে কানকথা বলছেন। সৈন্য দুজন ভয়ে জবুথবু হয়ে সাঈদের দিকে তাকিয়ে আছে। পাদ্রীও অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'এ ব্যক্তি তো আল্লাহর খাঁটি বান্দা—তার প্রিয়ভাজন।'

*থাকো তোমরা দুনিয়া নিয়ে*
*আমাকে রাখো মুক্ত-স্বাধীন।*
*তোমাদের মধ্যে আমিই ধনী*
*যদিও আমি সহায়-সম্বলহীন।*

এবার বলুন, শেষ মুহূর্তে হিংস্র সিংহটাকে কে থামিয়েছে? নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের আল্লাহ—মহারক্ষক, 'আল-হাফীয'।

## আমি দরিদ্র

ইউটিউবে একটা ভয়াবহ ভিডিও দেখেছি। এক লোক হেঁটে রেললাইন পার হচ্ছে। একটা ট্রেন বেশ দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। লোকটা যথাসময়ে রেললাইন পার হয়ে যাবে ভেবে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করে তার একটি পা রেললাইনের পাতে আটকে যায়। সে পা ছাড়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে; কিন্তু সরছে না। এদিকে ট্রেনও এগিয়ে আসছে প্রবল গতিতে। মৃত্যুর ভয়ে সে সর্বশক্তি

www.QuranerAlo.net

একত্র করে চিৎকার করছে। মৃত্যুর আগেই যেন সে ভয়ে মারা যাচ্ছে। ট্রেন আর তার মাঝে যখন মাত্র কয়েক মিটারের দূরত্ব; তখন আল্লাহ লাইনের লোহার পাতকে লোকটির পা বের করার অনুমতি দেন। লাইন থেকে পা ছাড়িয়ে লোকটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়।

আপনার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটতে পারে। সুতরাং, দীনতা ও ক্ষুদ্রতা স্বীকার করতে শিখুন। শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার অনুভূতি জাগ্রত করুন। এরপর আপনার অন্তরকে আল্লাহমুখী করে বলুন—

'আমি বিশ্ব পালনকর্তার দয়া ভিখারী—সর্বাবস্থায় একান্ত নিঃস্ব।'

হযরত লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় ছিল জঘন্য পাপাচারী। একদিন তারা জোরপূর্বক লূত আলাইহিস সালামের ঘরে ঢুকে পড়ে এবং তার অতিথিদেরকে অপহরণের চেষ্টা করে। অথচ অতিথিগণ ছিলেন সম্মানিত ফেরেশতা। আচ্ছা, একটু ভেবে দেখুন তো, আপনার সম্প্রদায়ের সবচেয়ে পাপী লোকগুলোও যদি আপনার মেহমান হয় এবং কেউ তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সেটা আপনার জন্য কত বড় লজ্জার ব্যাপার হবে! অধিকন্তু মেজবান যদি আপনি না-হয়ে কোনো সম্মানিত নবী হন এবং মেহমান আপনার সম্প্রদায়ের লম্পট শ্রেণি না হয়ে আল্লাহর ফেরেশতা হন এবং তাদের ওপর হামলে পড়ে একদল লম্পট তাহলে লজ্জার বিষয়টি তো বলাই বাহুল্য। তাদের এই অন্যায় আক্রমণের জবাবে লূত আলাইহিস সালাম অসহায় কণ্ঠে কেবল এতটুকু বলেন—

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾

*তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোনো সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। (তবে অবশ্যই তোমাদেরকে উচিৎ শিক্ষা দিতাম)।*[১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লূত আলাইহিস সালামের এই অসহায় উক্তি সম্পর্কে বলেন—

[১] সূরা হূদ, আয়াত : ৮০

www.QuranerAlo.net

يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

*আল্লাহ লূত আলাইহিস সালামের ওপর রহম করুন। তিনি সুদৃঢ় স্তম্ভ—আল্লাহর নিকটেই আশ্রয় নিতেন।*[১]

আপনি আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরুন। কারণ, অন্যান্য স্তম্ভ গুড়িয়ে গেলেও এই স্তম্ভটি কখনও ভাঙবে না।

## প্রিয় ভাই

আল্লাহ কখনও শত্রু দিয়েও আপনাকে হিফাযত করবেন। সেটা কী করে সম্ভব?

কথিত আছে, গভীর রাতে চুরি করার জন্য এক চোর মহল্লার একটি বাড়িতে ঢোকে। বাড়ির মালিক তাদের ছোট বাচ্চাটিকে সাথে নিয়ে ঘুমাচ্ছিল। চোর স্পষ্টতই বুঝতে পারে সব ঘর খালি রেখে মালিক যেহেতু এই ঘরে ঘুমাচ্ছে সেহেতু ধন-সম্পদ এ ঘরেই আছে। কিন্তু চুরি করতে হলে তো বাচ্চা ও তার মা-বাবাকে ঘর থেকে বের করতে হবে। তাই চোর তৎক্ষণাৎ বাচ্চাটিকে আলগোছে পাশের ঘরে নিয়ে রাখে। স্বাভাবিকভাবেই বাচ্চাটি কান্না করে ওঠে। কান্না শুনে মা-বাবা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে ওঠে এবং এত রাতে কে তাদের বাচ্চাটিকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলো—সেটা ভাবতেই তাদের গা শিউরে ওঠে। তারা বাচ্চাটিকে খোঁজার জন্য বের হতেই চোর ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। অমনি ওই ঘরের ছাদ ভেঙে পড়ে এবং চোর ছাদচাপা পড়ে মারা যায়।

আচ্ছা, বলুন তো, ওই পরিবারটিকে অকস্মাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কে ওই চোরটাকে নিয়ে এসেছিল? কৌশলটা তো চোরের পক্ষেই ছিল, তবে কীভাবে সেটা তার বিপক্ষে চলে গেল? ওই সত্তার ইশারায়—যিনি হলেন 'আল-হাফীয'—মহারক্ষক। তিনি সবসময় তাঁর বান্দাদেরকে রক্ষা করেন—কখনও শত্রু দিয়েও।

---

[১] *সহীহ বুখারী : ৩৩৭২; সহীহ মুসলিম : ১৫১*

www.QuranerAlo.net

নিচের হাদীসটি আরেকবার গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং ভাবুন—

يَا غُلَامُ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، اعْرِفِ اللَّهَ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ،

*হে বৎস, আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিই—আল্লাহকে মেনে চলো; তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলো; তুমি তাঁকে তোমার পাশে পাবে। সুসময়ে আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখো; তাহলে দুঃসময়ে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।*[১]

অতএব, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলুন, তিনি আপনাকে হিফাযত করবেন।

## শ্বাসরোধ

আপনি আপনার ভয় ও দুর্ভাবনা দমন করুন। আল্লাহ আপনাকে সেভাবে রক্ষা করবেন, যেভাবে ইউনুস ইবনু মাত্তা আলাইহিস সালাম-কে রক্ষা করেছিলেন। ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার সমপরিমাণ দুশ্চিন্তা আর কারও হতে পারে না। তিনি তিন ধাপ অন্ধকারের ভেতর ছিলেন। গভীর সমুদ্রের অন্ধকার, তিমির রাতের অন্ধকার এবং মাছের পেটের অন্ধকার। মাছের পেটে কী ভয়াবহ একটা জগতে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন? অন্ধকার, সংকীর্ণতা ও শ্বাসরোধ।

তারপরও এইসব বিপদের মোকাবেলা করেন কেবল একটিমাত্র দুআর মাধ্যমে—

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

*আপনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আপনি মহাপবিত্র। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।*[২]

এই দুর্বল আওয়াজ মাছের পেট, সমুদ্র এবং রাতের অন্ধকার ভেদ করে আসমানে আসমানে পৌঁছে যায়। ফেরেশতারা এ আওয়াজ শুনে বলেন, 'আল্লাহ, অপরিচিত জায়গা থেকে খুব পরিচিত একটি আওয়াজ পাচ্ছি।'

---

[১] মুসনাদে আহমাদ : ২৮০৩
[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৭

www.QuranerAlo.net

তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করার আয়োজন শুরু হয়। মাছ তাকে সমুদ্রতীরে উগ্রে দেয়। মহারক্ষক তার পাশেই ইয়াকতীন[১] গাছের চারা উদ্গত করেন এবং তাকে ক্ষমা ও দয়ার চাদরে জড়িয়ে নেন।

বস্তুত পার্থিব জীবনে আমরা সবাই যুন্নুনের[২] মতো। অতএব, যখনই জীবনে বিপদ নেমে আসবে তখনই 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যলিমীন'—এর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তবেই আল্লাহ আমাদেরকে সুরক্ষা দান করবেন।

হে আল্লাহ, আপনি আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আপনার নিরাপত্তা-বলয়ে আমাদেরকে আশ্রয় দেন। আপনি আমাদের সামনে, পেছনে, ডানে, বামে, ওপরে, নিচে—সর্বত্র রক্ষা-প্রাচীর গড়ে তুলুন এবং এর মাধ্যমে আমাদেরকে অকল্যাণের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করুন।

[১] এর অর্থে বলা হয়, এটি একটি মিষ্টি কুমড়ো গাছের চারা ছিল। যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ছায়া দান ও সুস্থতার জন্য উৎপন্ন করেছিলেন।
[২] সূরা আম্বিয়ায় ইউনুস আলাইহিস সালামকে যুন্নুন বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

# আল-লাতীফ : اللَّطِيفُ

## সূক্ষ্মদর্শী

আপনার নিরাপত্তা কি খুব দুরূহ ব্যাপার? নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মাঝে থেকেও কি আপনি নিজেকে অনিরাপদ বোধ করছেন? ডাক্তাররা কি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছে যে, আপনার অমুক আত্মীয়ের আরোগ্যলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই? আপনার কাজের আশানুরূপ ফলাফল না পেলে কি আপনি হতাশায় ভোগেন?

তাহলে আসুন, আমরা পরিচিত হই আল্লাহর 'সূক্ষ্মদর্শী' নামটির সাথে। এ নাম পর্যবেক্ষণ করলে নিশ্চিত হবেন যে, এ জীবনে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আল্লাহ সবকিছুই করতে পারেন। অতএব, আপনার অসম্ভব স্বপ্নগুলো বাস্তবে রূপ নিতে পারে—যদি আপনি 'সূক্ষ্মদর্শী' আল্লাহর দরজায় কড়া নাড়েন।

### সূক্ষ্মতা

আভিধানিক অর্থে 'আল-লাতীফ' তাকে বলা হয়, যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি ইহসান[১] করেন। তাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর বস্তুসমূহ অতিসূক্ষ্ম ও কোমলভাবে পৌঁছে দেন। আপনি যদি বলেন, 'লাতাফাল্লাহু লাকা' তবে এর অর্থ হবে, 'আল্লাহ আপনার ইচ্ছাগুলো সূক্ষ্মভাবে পূর্ণ করুন।'

---

[১] ইহসান বলা হয়, অবারিত কল্যাণ, অনুগ্রহ ও দয়াদাক্ষিণ্য দেখানোকে।

www.QuranerAlo.net

'আল-লুতফ' শব্দের অর্থই হলো সূক্ষ্মতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খতা। কাজেই তিনি আপনার প্রতি সূক্ষ্ম ইহসান তখনই করতে পারবেন যখন তিনি আপনার অন্তরের খবর ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো জানবেন।

আল্লাহ হলেন ওই সত্তা—যিনি বান্দার প্রতি গোপনে ইহসান করেন। বান্দার প্রয়োজন পূরণের বন্দোবস্ত করেন। রিযিকের সুব্যবস্থা করেন। এগুলো তিনি এমন সূক্ষ্ম উপায়ে ও সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় করেন—যা বান্দা কল্পনাও করতে পারে না। এতটাই সূক্ষ্মতা ও গোপনীয়তার সঙ্গে তিনি বান্দার প্রতি ইহসান করেন, তাকে রক্ষা করেন, হিদায়াত দেন এবং তার ভাগ্য নির্ধারণ করেন।

'আল-লাতিফ' তাঁর অসীম জ্ঞান, অসামান্য ক্ষমতা ও সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে সম্যক অবগতি সত্ত্বেও অতি সূক্ষ্ম উপায়ে বান্দার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তার কাছে কল্যাণ পৌঁছে দেন। অকল্যাণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। তিনি সহসাই সুনামে কারও প্রতি অনুগ্রহ করেন না; বরং অনুগ্রহের পূর্বে তিনি আপনার কাছে সুসংবাদবাহী সুবাতাস প্রেরণ করেন। আপনাকে অনুগ্রহ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। এরপর সেই অনুগ্রহ লাভের জন্য আপনার সামনে এমন পদ্ধতি তুলে ধরেন—যা অনুসরণ করলে আপনি খুব সহজেই ওই অনুগ্রহটি অর্জন করতে পারেন। ফলে আপনার ধারণা হয় যে, এই অনুগ্রহটি একান্তই আপনার অর্জন। অথচ প্রকৃত বিচারে এটা আল্লাহর বিশেষ দান। আর আপনার এই ধারণা তাঁর সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া ও আপনার অসচেতনতার ফল।

তিনি সূক্ষ্মদর্শনের ভিত্তিতে এমন সব ঘটনা ঘটান, যেগুলো আমাদের বিবেক-বুদ্ধি কল্পনাও করতে পারে না। তাঁর এই সূক্ষ্ম দয়ার কারণেই আপনি হঠাৎ করে আপনার আঙিনায় অনুগ্রহের উপস্থিতি দেখতে পান। তবে কীভাবে এই ঘটনা ঘটে—ভেবে পান না। তবে আপনার মাঝে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, আপনার বিদ্যমান যোগ্যতা ও সামর্থ্যে এমন ঘটনা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। কাজেই আপনি তখন আসমানের দিকে তাকিয়ে বলেন—

اللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুকোমল—সূক্ষ্মদর্শী।[১]

[১] সূরা শূরা, আয়াত : ১৯

www.QuranerAlo.net

## সূক্ষ্মতার সুবাতাস

» যদি সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করতে চান তাহলে সামান্য একটি মাধ্যমকে তিনি বড় মাধ্যমে পরিণত করতে পারেন।

» যদি সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ আপনাকে সচ্ছল করতে চান তাহলে যাঁর থেকে আপনি কখনও কোনোকিছু পাওয়ার আশাই করেননি, তাঁর কাছ থেকেই সবচেয়ে বড় সাহায্য পেতে পারেন।

» যদি সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ আপনাকে কোনো অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে চান তাহলে তিনি আপনাকে সেই অনিষ্ট আর দেখাবেন না অথবা অনিষ্ট আপনার কাছে আসার পথই খুঁজে পাবে না, কিংবা হতে পারে, আপনারা একে অপরকে অতিক্রম করে যাবেন; কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শই করবেন না।

» যদি সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ আপনাকে কোনো ঘৃণিত পাপকাজ থেকে রক্ষা করতে চান তাহলে আপনার কাছে সেটা অপছন্দনীয় করে দেবেন। আপনার জন্য সেটা করা কঠিন হয়ে যাবে। কাজটা করতে আপনি অসস্তিবোধ করবেন। কাজটা করার জন্য হয়তো অগ্রসর হয়েছেন; কিন্তু পথে তিনি কিছু একটা দিয়ে আপনাকে থামিয়ে দেবেন। কিছুতেই সামনে অগ্রসর হতে দেবেন না।

মুমিনগণ সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহর এই অনুগ্রহগুলো অনুভব করে। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এগুলো অবলোকন করে। ফলে জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই তারা খুঁজে পায় আল্লাহর সূক্ষ্ম ও সুকোমল পরশ।

সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ যখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে কারাগার থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, তখন তিনি কারাগারের প্রাচীর ভেঙে দেননি। আকাশ থেকে অবতারিত বিদ্যুৎ দিয়ে কারাগারের তালা ঝলসে দেননি; বরং তিনি শুধু বাদশাহকে সূক্ষ্ম একটি স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এই স্বপ্নটিই পরে নির্দোষ ইউসুফের মুক্তির কারণ হয়েছে।

অনুরূপভাবে সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ যখন মূসা আলাইহিস সালামকে মায়ের কাছে ফেরাতে চেয়েছেন তখন তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বনু ঈসরাইল ও ফেরাউনের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেননি। বরং মূসা আলাইহিস সালামের মুখে অন্যান্য ধাত্রীমাতার প্রতি অরুচি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে মায়ের অন্তরটা যখন দুশ্চিন্তায় ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছে তখন তিনি এই অতি সামান্য একটা মাধ্যম দিয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

www.QuranerAlo.net

সর্বশেষ সূক্ষ্মদর্শী মহান আল্লাহ আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সহচরদেরকে শিআবে বনী হাশিমের বন্দিদশা ও কুরাইশদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করার জন্য কুরাইশদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেননি। তাদেরকে সমূলে বিনাশ করার জন্য বজ্রাঘাতও প্রেরণ করেননি। বরং তিনি নিতান্ত অসহায় কিছু কীটপতঙ্গ পাঠিয়েছেন। কীটগুলো কাবাঘরে ঝুলিয়ে রাখা নিপীড়ন-চুক্তিটা খেয়ে ফেলে। এভাবে অতিক্ষুদ্র ও অসহায় কীটের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তাদের নিপীড়নপত্র ছিন্নভিন্ন করে দেন। কবির ভাষায়—

*আপনি ছাড়া আমি আর কারও কাছেই হাত তুলি না।*

*আপনি ছাড়া আর কারও জন্য আমার দুচোখ থেকে অশ্রু ঝরে না।*

*আপনার দরজাটা আমার জন্য সংকীর্ণ নয়।*

*তাহলে আপনার কাছে যে চাইতে আসবে তাকে ফেরাবেন কীভাবে, আল্লাহ?*

*আপনি তো অমুখাপেক্ষী। সুতরাং, আপনার কাছে যে চাইতে আসে তাকে কীভাবে ফিরিয়ে দেবেন?*

বস্তুত মহান আল্লাহর দয়া ও সূক্ষ্মদর্শিতায় অনন্য। এজন্য তিনি সবচেয়ে সহজ উপায়ে সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলো সমাধান করেন। সবচেয়ে সাধারণ উপাদান দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মান ও পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছে, ঠিক সেভাবেই সবকিছু করেন। বান্দা জানতেই পারে না যে, কী ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে।

## এক টুকরো পাথর

ধরুন, আপনি ঘুমিয়ে আছেন। আল্লাহ চাইলেন, যেন আপনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন। তাই তিনি একটু মৃদু বাতাস পাঠালেন, আপনার রুমের জানালাটা নড়ে উঠল অথবা আপনার পাশের রুমে একটা ছেলে হাঁটাহাঁটি করছে, হইচই করছে; অথবা আপনার তীব্র পিপাসা পেয়ে বসল। এরকম কোনো একটা কারণে আপনি জেগে উঠলেন। ওজু সেরে কয়েক মিনিট পর আপনি সালাতের স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় শুরু করলেন। আপনি জানেনই না যে, আপনাকে কে উঠিয়েছে।

www.QuranerAlo.net

সুউচ্চ পাহাড়ী রাস্তায় আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন। গাড়িটা রাস্তার এক পাশে দাঁড় করালেন—ড্রয়ারে কিছু একটা খোঁজার জন্য। হতে পারে সেটা আপনার আইডি কার্ড বা মানিব্যাগ। কয়েক সেকেন্ড পর চোখের সামনে দেখলেন, পাহাড়ের চূড়া থেকে একটা বিরাট পাথর-খণ্ড আপনার সামনে দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ঠিক ওই সময় আপনি যদি না থামতেন তাহলে পাথরটা গাড়িসমেত আপনাকে পিষ্ট করে চলে যেত। আপনি জানেনই না, কে আপনাকে বাঁচিয়েছে।

আল্লাহর অবাধ্যতা করার জন্য রাতের বেলা রাস্তায় বের হলেন। পরিকল্পনা বেশ ভালোভাবেই সাজানো। হঠাৎ দূরে একটা গাড়ি দেখতে পেলেন। সন্দেহ হলো, কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে। গাড়ি পার হয়ে যাওয়ার পর আপনার ভেতরে একটা অপরাধবোধ জন্ম নিল। আপনি পরিকল্পনাটা বাতিল করে বাড়িতে ফিরে এলেন। আপনি জানেনই না, তিনিই আপনাকে তার কোমলতা দিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহর এমন অনেক সূক্ষ্ম দয়া আছে, যাঁর সূক্ষ্মতা অতি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ধরতে পারে না। অনেক কিছু সকালে খারাপ লাগে, কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেলে সেটিই আবার ভালো লাগতে শুরু করে। অতএব, কখনও যদি আপনার অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে আসে তাহলে মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখুন।

## সূক্ষ্ম বিষয়াদি

একজন সূক্ষ্মদর্শীকে অবশ্যই হতে হবে মহাজ্ঞানী। কারণ, তিনি যদি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো না-ই জানেন তবে আপনাকে কীভাবে সূক্ষ্ম পরিচর্যা করবেন?

তাঁকে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা হতে হবে। কারণ, পরিপূর্ণ সূক্ষ্মদর্শিতা থাকলেই কেবল অনস্তিত্ব থেকে কোনো বস্তুকে অস্তিত্বে নিয়ে আসা সম্ভব। এভাবেই আল্লাহর নাম ও গুণাবলি একটা অপরটাকে বোঝায় এবং একটা আরেকটাকে আবশ্যক করে। মহান আল্লাহ তার নাম ও গুণাবলির এই পারস্পরিক অনিবার্য সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন—

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

www.QuranerAlo.net

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত।[১]

কীভাবে তিনি জানবেন না? তার জ্ঞান এতটাই সূক্ষ্ম ও গভীর যে, পৃথিবীর অতিসূক্ষ্ম ও গোপনতম বিষয়ও তার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। শৈত্য ও তাপদাহের মতো অনুভূত। এই অনন্য গুণ আছে বলেই তিনি মানুষের অতিসূক্ষ্ম ও গোপনীয় সমস্যাও সমাধান করতে পারেন। গোপনে তাদেরকে দান করেন। বিশ্বচরাচর পরিচালনা করেন। এরপরও কি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো তার অজানা থাকবে? এটাও কি সম্ভব? এটাও কি হতে পারে?

শাইখ আব্দুর রাহমান আস-সাদী বলেন, 'মহান আল্লাহ এতটাই সূক্ষ্মদর্শী যে, তাঁর জ্ঞান গোপন বিষয়াদিকে ঘিরে আছে এবং সূক্ষ্ম বিষয়াবলিকে বেষ্টন করে আছে।'

মহান আল্লাহর এই অনন্য সূক্ষ্মদর্শীতার অসাধারণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর স্বপ্নের ঘটনায়। তিনি এমন একটি স্বপ্ন দেখেন, যা তৎকালীন প্রেক্ষাপটে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তার স্বপ্নের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আমি এগারোটা তারকা, সূর্য এবং চাঁদ দেখেছি। তারা আমাকে সিজদা করছিল।' স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, তার বাবা, মা ও এগারো ভাইবোন তাকে সম্মান জানিয়ে সিজদা করবে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ওই অবস্থায় এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

কারণ, তার পিতা ছিলেন একজন সম্মানিত নবী। বয়োবৃদ্ধ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। কাজেই এটা তো মেনে নেওয়া সম্ভব নয় যে, বড় ছোটকে সিজদা করবে। নবী অ-নবীকে সিজদা করবে কিংবা বাবা ছেলেকে সিজদা করবে।

অপর দিকে তার ভাইয়েরা তো তাকে ঘৃণাই করে। সিজদা করবে কীভাবে? তাদের ঘৃণা এমন পর্যায়ের ছিল যে, তারা তাকে হত্যারও পরিকল্পনা করেছিল। এ লক্ষ্যে তারা তাকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। এইসব পরিস্থিতি তাদের সিজদাকে আরও অসম্ভব করে তুলেছিল।

অধিকন্তু স্বপ্ন-পরবর্তী ঘটনাগুলো স্পষ্টতই স্বপ্নের বিপরীতে ঘটছিল। স্বপ্ন দেখার কিছুদিন পরেই তাকে কুয়ায় নিক্ষেপ করা হলো। তারপর পণ্যদ্রব্যের একটি অংশ

---

[১] সূরা মুলক, আয়াত : ১৪

www.QuranerAlo.net

হিসেবে তাকে বিক্রিও করা হলো। তিনি হয়ে গেলেন মিশরের শাসকের দাস। দাস অবস্থায় এই অসম্ভাব্যতা আরও বেড়ে গেল।

তারপর তিনি হয়ে গেলেন রাজবন্দি। স্বপ্নপূরণ থেকে তার দূরত্ব বেড়ে গেল তখন যোজন যোজন।

কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সত্তা ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন এবং পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারেন। তিনি তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে বড় একটি পদে আসীন করেন। তারপর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ভাইয়েরা তার কাছে নিজেদের প্রয়োজন নিয়ে আসে। তারপরই সেই পুরাতন স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন। ইউসুফ আলাইহিস সালামের বাবা-মা ও ভাইয়েরা তাকে সিজদা করেন—এতে ইউসুফ আলাইহিস সালাম যারপরনাই বিস্মিত হন এবং বলেই ফেলেন—

يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ۝٩٩

হে আমার পিতা, এই তো আমার আগের স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার রব এটাকে সত্য করেছেন।[১]

কেননা, রবের ইচ্ছা না থাকলে তা বাস্তবায়িত হতো না।

এরপর তিনি বলেন—

وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ

তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন।[২]

এটাই হলো আল্লাহর সূক্ষ্মদর্শিতা ও নিপুণতার সারমর্ম। এই নিপুণতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি বলে ওঠেন—

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৯৯
[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০০

www.QuranerAlo.net

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ

*নিশ্চয় আমার রব যা করেন নিপুণতার সাথেই করেন।*[১]

হ্যাঁ, তিনিই সেই সুনিপুণ সত্তা। তিনি কিছু করতে চাইলে তার মাধ্যমগুলো খুব নিপুণ, সূক্ষ্ম ও গোপনীয়ভাবে প্রস্তুত করেন। তার গুণের কল্যাণে অনেক সময় অসম্ভব ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়।

## সুদূরের স্বপ্ন

যদি দেখেন, জমিনটা ধূসর হয়ে গেছে। আকাশে মেঘেরা ভিড় করছে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটু পর হয়তো বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। জমিনটা ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছে। সবুজাভ হয়ে উঠছে চারপাশ—তাহলে আপনি ভাববেন না যে, এটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি গভীরভাবে ভেবে দেখুন—

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾

*তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ পানি বর্ষণ করেন আকাশ হতে; যেন সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে জমিন? নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।*[২]

আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়ন যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন, স্বপ্ন ও আপনার মাঝে যত ব্যবধানই থাকুক না কেন, আপনার সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটার ব্যবস্থা করে দেবেন।

يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০০
[২] সূরা হাজ্জ, আয়াত : ৬৩

www.QuranerAlo.net

Contents

হে আমার ছেলে, কোনো পুণ্য যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আসমানসমূহে কিংবা জমিনে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।[১]

তাই আপনি হতাশ হবেন না। আপনার রব নিপুণতার সাথেই সবকিছুর ব্যবস্থা করবেন।

আমার এক বন্ধু তাবুক থেকে জর্ডান পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সফরে বের হন। পরদিন সকালে তাকে মূতাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ, সেখানে বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে; কিন্তু রওয়ানা হয়ে একশ কিলোমিটার যেতেই মনে পড়ে, পাসপোর্টটা তিনি বাসায় ফেলে এসেছেন। তাই অনন্যোপায় হয়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, এ সপ্তাহে তিনি আর সেখানে যাবেন না।

পরের দিন পত্রিকা খুলে দেখতে পান যে, মূতাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ বিশৃঙ্খলা করেছে এবং এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সূক্ষ্মদর্শী মহান আল্লাহই তাকে পাসপোর্টের ব্যাপারটা ভুলিয়ে দিয়েছেন—যেন তাকে রক্তপাতের ঘটনা দেখতে না হয়; যেন পরের সকালটা তাকে হাসপাতালে কাটাতে না হয়। অথবা তার অন্তরে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ভয় ঢুকে না পড়ে, যে-ভয়ের কারণে হয়তো সে পড়াশোনাই ছেড়ে দিতে পারে।

বস্তুত আপনি যদি মহান আল্লাহর সূক্ষ্মদর্শীতার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন তবে স্পষ্টতই দেখতে পাবেন যে, প্রতিটি সৃষ্টিকর্মেই তার সূক্ষ্মতার ছোঁয়া আছে। জীবনের প্রতি মুহূর্তেই তিনি আপনাকে কোমল পরশে ঘিরে রেখেছেন।

## চূড়ান্ত মুহূর্তের কোমল পরশ

আপনি যদি ঠিক এমন সময় রুমে প্রবেশ করেন, যখন আপনার শিশু সন্তানটি বিছানা থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল—তখন নিজেকে প্রশ্ন করুন, 'ঠিক এখনই কেন আপনি রুমে প্রবেশ করলেন?'

[১] সূরা লুকমান, আয়াত : ১৬

www.QuranerAlo.net

আপনি পানি পান করার জন্য রান্নাঘরে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু হঠাৎ বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের আওয়াজ শুনে ছুটে গিয়ে দেখেন, ফ্রিজে আগুন লাগার উপক্রম হয়েছে। আপনি দ্রুত লাইনটা আলাদা করে দিয়েছেন। এখন নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন, 'ঠিক এখনই কোন সত্তা আপনাকে রান্নাঘরে প্রবেশ করালেন? আর পাঁচটা মিনিট পরে কেন ঢুকলেন না?'

আপনার জীবনেও যে, হুবহু এমনই ঘটবে তা কিন্তু নয়! তবে এরকম কিছু অথবা এর কাছাকাছি কিছু তো অবশ্যই আপনি ঘটতে দেখেছেন। একবার স্মৃতি রোমন্থন করে দেখুন। মনে পড়বে, মহান আল্লাহর কোমল স্পর্শ কীভাবে আপনার জীবনকে ঘিরে রেখেছে—পরম মমতায়।

এই মহান নামের ভেতর সংক্ষিপ্ত পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে আমরা মাত্র কয়েকটি অর্থ বের করে আনতে পেরেছি। এ অর্থের গভীরে আরও বহু অর্থ লুকিয়ে আছে। সেগুলো বের করে আনার ভার আপনাকেই দিচ্ছি। আপনি গভীরভাবে ভাবুন এবং এ ব্যাপারে আলিমদের বইগুলো পড়ুন।

সূক্ষ্মদর্শী মহান আল্লাহর এই পরিচয় পাওয়ার পরও কি তাকে আপনার ভালোবাসা উচিৎ নয়? কিংবা তিনি আপনার ভালোবাসা পাওয়ার হকদার নন? এখনও কি আপনি তাঁর দানগুলোর কথা ভেবে দেখবেন না? তাঁকে স্মরণ করবেন না? তাঁর কথা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবেন না? তাঁর কাছে আশা করবেন না এবং তাঁকে ভয় করে চলবেন না?

এই নামের সাথে কয়েকটা দিন অতিবাহিত করুন। এই নামেই আল্লাহকে ডাকুন। তাঁর সূক্ষ্ম দয়া প্রার্থনা করুন। তাঁর হিদায়াত প্রদানের সূক্ষ্ম নিদর্শনগুলো লক্ষ করুন। দেখবেন, দুচোখ থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরছে।

সর্বোপরি, নিবেদিতপ্রাণ হয়ে বলুন—

» হে সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ, আমরা যা ভয় করি, তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন...

» হে সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ, সূক্ষ্মভাবে আমাদের প্রতি দয়া ও কোমলতা পৌঁছে দেন। আপনার রহমতের সূক্ষ্মতা দিয়ে আমাদের অন্তরের বক্রতা দূর করে দেন। আমাদের ভ্রষ্ট অন্তরকে ঠিক পথে পরিচালনা করুন এবং আমাদের জীবনের কলুষিত দিকগুলোকে আলোকিত করুন।

www.QuranerAlo.net

# আশ-শাফী : الشَّافِي

## আরোগ্যদাতা

আপনি কি ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছেন? বেদনায় নীল হয়ে গেছেন? অসুস্থতায় আপনার শরীর কি পাংশুটে বর্ণ ধারণ করেছে?

ডাক্তারদের কাছে যেতে যেতে আপনি কি বিরক্ত? হাসপাতালের করিডরগুলোয় হাঁটতে হাঁটতে আপনি কি ক্লান্ত? আপনার মাথায় কি শুধু ক্লিনিকের নামগুলো ঘুরপাক খায়? ডাক্তারের সাথে সাক্ষাতের তারিখ আর রোগের বিভিন্ন ধরন—এগুলোই কি আপনার মূল চিন্তা?

কেমন লাগবে, যদি আপনাকে এমন একটা পাথেয় দিই—যা আপনাকে নিমিষেই সুস্থ করবে এবং আপনার মন-মস্তিষ্ক থেকে সকল দুঃখ-দুঃশ্চিন্তা ধুয়ে-মুছে দেবে?

সেই পাথেয়টি হচ্ছে—'আশ-শাফী'—'আরোগ্যদাতা'।

এখন আপনার এই ব্যথিত হৃদয়কে কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সুযোগ দেন। তারপর এই মহান নামটি সম্পর্কে জানুন। এই নামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন। তখন বুঝতে পারবেন, আপনার দৈনন্দিন জীবনে এই নামের গুরুত্ব ও ভূমিকা কতখানি এবং আপনি এখনও এই মহান নিয়ামত থেকে কতটা দূরে সরে আছেন!

www.QuranerAlo.net

## রোগ বিদায়

আমরা মহান আল্লাহর 'আশ-শাফী' নামের প্রশংসা এজন্য করি যে, তিনি নিজেকে এ নামে নামকরণ করেছেন এবং সুস্থতা প্রদানের গুণে গুণান্বিত করেছেন। তিনিই একমাত্র সত্তা—যিনি সুস্থতা দান করেন। বান্দার শরীরকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখেন। এই নাম থেকেই তার ভেতরকার অর্থটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শব্দকাঠামোই তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বাঙময় করে তোলে।

সুস্থতা শব্দটা রোগের সাথেই সম্পৃক্ত। মানবজীবনে রোগ-শোক নিত্যকার ঘটনা। এটা বিবিধ কষ্ট নিয়ে হাজির হয়। সাধারণত কেউ-ই এর উপদ্রব থেকে রেহাই পায় না। যে-ব্যক্তি চোখের ব্যথা থেকে মুক্ত হয়, সে মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়। আবার মাথাব্যথাটা ভালো হলে পাঁজরে ব্যথা দেখা দেয়। এ ব্যথা শেষ হলে জ্বর এসে হানা দেয়। জ্বরটা কমে এলে পেটব্যথা শুরু হয়। পেটের ব্যথা নামলে দাঁত টনটন করে। এভাবে কোনো-না-কোনো অসুস্থতা লেগেই থাকে।

আবার সে সুস্থ হয়ে উঠলে দেখতে পায়, তার আদরের ভাইটা রোগ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বোনটাও মারাত্মক কোনো অসুখে কষ্ট পাচ্ছে। মা কান্নাকাটি করছে। ছেলেটাও চেঁচামেচি করছে। প্রিয়জন ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে।

জীবনটা আসলে দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনার নির্মম উপাখ্যান। এজন্যই আল্লাহ নিজের নাম দিয়েছেন 'আশ-শাফী'—যেন আপনি আপনার সকল ব্যথা নিয়ে তাঁর দয়ার আঙিনায় সিজদায় লুটিয়ে পড়েন; যেন আপনি তাঁর অদৃশ্য সত্তা ও শক্তির কাছে আপনার সকল ব্যথার অনুভূতি প্রকাশ করেন।

বস্তুত রোগ একটি ভয়াবহ ব্যাপার। এতে আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী ও অহংকারী ব্যক্তিটিও তার শক্তি-সাহস হারিয়ে ফেলে। হতাশা ও দুর্বলতা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। ফলে সজীব চঞ্চল প্রাণেও তখন অনুভূত হয় অবসাদ ও দুর্বলতা।

আল্লাহ এই রোগ দিয়ে দেহের সজীবতা ও প্রাণের চাঞ্চল্য কেড়ে নেওয়ার কারণ হলো, তিনি চান, বান্দা নিজের দুর্বলতা স্বীকার করুক। তার অসামর্থ্য ও শক্তিহীনতা ঘোষণা করুক। রোগের নিকটতম আত্মীয় মৃত্যুর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটুক। মৃত্যু রোগের নিকটাত্মীয়—একারণে যে, রোগ যেমন দেহের সজীবতা ম্লান করে দেয় তেমনি মৃত্যুও জীবনের পরিসমাপ্তি এনে দেয়।

www.QuranerAlo.net

আপনি যদি জীবনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেন তাহলে স্পষ্টতই বুঝতে পারবেন যে, মানুষের জীবন মূলত মৃত্যু দিয়েই গড়া। আপনার প্রতিটি কর্ম ও পর্যায়ই মৃত্যুর সঙ্গে মেলে। আপনার ঘুমও মৃত্যু। অসুস্থতাও মৃত্যু। জীবনের নতুন ধাপে পৌঁছালে আগের ধাপের মৃত্যু ঘটে; যেমন যৌবন আপনার শৈশবের মৃত্যু ঘটায়। বার্ধক্য যৌবনের মৃত্যু ডেকে আনে। আপনি জীবনের সাথে যতটুকু মেশেন, তার চেয়েও অধিক মেশেন মৃত্যুর সাথে। তারপরও আমাদের কল্পনা আমাদের মাঝে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, আমরা চিরস্থায়ী। এ কারণেই রোগ-শোক নিভৃতে আমাদের দেহকে ডেকে বলে—'তোমার ধ্বংস অতি সন্নিকটে।'

একজন মানুষ রোগশয্যায় শায়িত হয়ে যখন সুস্থ লোকদের স্বাভাবিক আসা-যাওয়া দেখে তখন তার কবরের কথা মনে পড়ে; তার মাঝে তাওবার মনোভাব জেগে ওঠে। সে অনুভব না করলেও কবরের হীম শীতল বায়ু তার চারদিকে প্রবাহিত হতে থাকে।

আপনি যখন অসুস্থ, মৃত্যুভয়ে যখন আপনার ঠোঁট ও কণ্ঠনালি শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম তখন আপনার মনে হতেই পারে, আপনার আত্মা মৃত ব্যক্তিদের সাথে ভিন্ন এক জগতে বিচরণ করছে। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের দৃশ্যগুলো আপনার দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে উঠছে।

এই তো জীবন। ঠিক এ জীবনটাই আপনার দেহের ভেতর থেকে আপনাকে দেখতে আসা মানুষগুলোকে হাতের ইশারায় বিদায় জানাচ্ছে।

এভাবে রোগ যখন চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং আপনিও দুনিয়ার মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেন তখন 'আশ-শাফী' তথা আরোগ্যদাতা-আল্লাহ রোগটাকে আপনার শরীর ত্যাগের অনুমতি দেন। সুস্থতাকে আবার আপনার দেহে বিচরণ করার আদেশ করেন। ধীরে ধীরে আপনার দুই গালে উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। অসুস্থতার দিনগুলোতে মুখে যে-মলিনতার সৃষ্টি হয়েছিল তা মুছে গিয়ে ফুটে ওঠে হাসির ঝিলিক।

## তিনি কোনো মাধ্যম ছাড়াই রোগমুক্তি দেন

রোগমুক্তির জন্য তাঁর কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি আরোগ্যদাতা। তিনি মাধ্যম দিয়েও আপনাকে রোগমুক্তি দিতে পারেন। কারণ, তিনি যেভাবে চান, সবকিছু ঠিক সেভাবেই হয়ে থাকে।

www.QuranerAlo.net

তিনি আপনাকে আরোগ্য দেন—

» বিশেষ মাধ্যমে।

» অতি সাধারণ মাধ্যমে।

» বিস্ময়কর মাধ্যমে।

» এমনকি অনেক সময় যেটা আদৌ মাধ্যম নয়, সেটা দিয়েও।

» আবার কখনও কখনও মাধ্যম ছাড়াও।

একারণেই দেখা যায়, কাউকে সামান্য লতাপাতার মাধ্যমে রোগমুক্তি দেন। কাউকে বিশেষ ঔষধের মাধ্যমে রোগযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করেন। কাউকে আবার সাধারণ খাদ্য-পানীয়র মাধ্যমেও আরোগ্য দান করেন।

একবার একটা বিস্ময়কর ঘটনা পড়েছিলাম। একটি ছেলে যক্ষ্মাসহ বেশ কয়েকটি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায়। ডাক্তাররা জানান, তার মৃত্যু আসন্ন। আপাতত তার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই তারা ছেলের বাবাকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, ছেলেকে গ্রামে নিয়ে যান। জীবনের শেষ দিনগুলো গ্রামের নির্মল বাতাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কাটাতে পারলে তার ভালো লাগবে। ডাক্তারদের পরামর্শমতে তাকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন ছেলেটি রাস্তায় হেঁটে হেঁটে কেক খাচ্ছিল। জনৈক ভদ্রলোক তার বিষণ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চান, 'বাবা, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও?' সে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়। ভদ্রলোক তখন বলেন, 'এমন খাদ্যপ্রাণহীন খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার আশা করো কীভাবে? বাঁচতে হলে প্রাকৃতিক ও প্রাণীজ খাবার খেতে হবে। প্রকৃতিতে মাছ-মাংস, শাক-সবজিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণীজ খাবার রয়েছে—তোমাকে সেগুলো বেশি বেশি খেতে হবে। বিশেষত যে-সকল খাবারে মাটির উষ্ণতা ও প্রাণের লক্ষণ রয়েছে সেগুলো নিয়মিত খাবে।'

ছেলেটির ভাষ্য—'লোকটির উপদেশ আমার অন্তরে জায়গা করে নেয়। আমি তার কথাগুলো অকপটে বিশ্বাস করি এবং তার উপদেশমতে বেশি বেশি প্রাণীজ খাবার গ্রহণ শুরু করি। আমার খাদ্যতালিকায় তখন স্থান করে নেয়—বিভিন্ন মাংস, বিবিধ সবজি, ক্ষেত-খামারের তরি-তরকারি, গরম রুটি, তাজা ফলমূল ইত্যাদি। কিছুদিনের মধ্যেই আমার শরীরটা সতেজ হয়ে ওঠে। বাবা আমাকে চেকাপের জন্য পুনরায় শহরের হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তাররা রিপোর্ট দেখে জানান, আমার দেহে রোগের কোনো অস্তিত্বই নেই।'

www.QuranerAlo.net

স্বয়ং ছেলেটিই জগদ্বিখ্যাত পুষ্টিবিদ হওয়ার পর এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এই পুষ্টিবিজ্ঞানীর নাম জাইলোর্ড হাউজর। 'আল-গিযা ইয়াসনাউল মুজিযাত'[১] নামক গ্রন্থে তিনি এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ডাক্তাররা ছেলেটির নিশ্চিত মৃত্যুর ঘোষণা দিয়েই দিয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ এমনটি চাননি। ডাক্তাররা ধারণা করেছিল গ্রামেই তার জীবনের অবসান ঘটবে। কিন্তু আরোগ্যের আধার মহান 'শাফী' তেমনটা চাননি।

ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল; কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো অক্ষম ছিলেন না। তিনি কখনও অক্ষম হবেন না। কেউ তাকে অক্ষম করতেও পারবে না।

## আপনি কি জানেন?

আপনি কি জানেন, হতদরিদ্র মানুষের কথা ভেবে কে লতা-পাতা, শাকসবজি ও মাছ-মাংসে ঔষধিগুণ দিয়েছেন এবং কে এগুলো তাদের হাতের নাগালে রেখেছেন? তিনিই আমাদের রব—'আশ শাফি।'

হতে পারে, নিজের অজান্তেই আপনি মারাত্মক কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এরপর না জেনেই এমন ঔষধি খাবার খেয়েছেন, যে-খাবারের মধ্যে আপনার আরোগ্য নিহিত ছিল। ফলে আপনি আপনার অজ্ঞাতেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এভাবেই আপনার অজ্ঞাতে সুস্থতা ও অসুস্থতার পালাবদল চলতে থাকে।

আল্লাহ কখনও পানির মধ্যেও সুস্থতার উপাদান দিয়ে দেন। আমরা সবাই জানি—'যমযমের পানি যে-উদ্দেশ্যেই পান করা হয় তা বাস্তবায়িত হয়।' আরও জানি যে, যমযমের পানি 'তৃপ্তিদায়ক ও রোগ নিরাময়কারী পানীয়।' কত রোগী আছে—রোগে দুর্বল হয়ে পড়েছিল; তারপর এই পবিত্র পানি পান করে আল্লাহর ইচ্ছায় সুস্থ হয়ে উঠেছে।

যে-ব্যক্তি চিকিৎসামূলক হাদীসগুলো পড়বে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকেই অনেকগুলো ঔষধের তালিকা পেয়ে যাবে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম

[১] খাদ্যের অলৌকিক ক্ষমতা

www.QuranerAlo.net

রাহিমাহুল্লাহ 'আত-তিব্বুন নাবাওয়ী' নামক গ্রন্থে চিকিৎসামূলক হাদীসগুলো সংকলন করেছেন। সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত ঔষধি উপাদানের মধ্যে রয়েছে—চন্দন কাঠ, গরুর দুধ, চর্বি, কালোজিরা, তালবীনা, রাতের সালাত। ইত্যাদি।

এছাড়াও মহান আল্লাহ ধৈর্য, দুআ, সাদাকা, তাওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা এবং অল্পেতুষ্টির মধ্যেও আরোগ্য রেখেছেন। অবশ্য অনেক সময় তিনি কোনো প্রকার মাধ্যম ছাড়াও আরোগ্য দিয়ে থাকেন।

## আলো ফিরে এলো

একবার আমরা তাবুকের কিং আব্দুল আযীয হাসপাতালের ধর্মীয় অফিসে অবস্থান করছিলাম। এ সময় আমাদের পরিচিত এক ভাই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় অফিসে প্রবেশ করেন। তার মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ। মুখে সদা বিরাজ করা মুচকি হাসিটা আজ নেই। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে তার? তিনি বললেন, 'আমার ছেলে চোখে দেখতে পাচ্ছে না; কিন্তু কেন দেখতে পারছে না তাও বুঝতে পারছি না। আমার ছেলেটিকে এখন দোতলায় ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।'

হায়! কী ভয়াবহ বিপদ! বাবার জন্য এ বিপদ কতটাই না কষ্টের!

সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'দয়া করে আপনাদের একজন উঠে আসুন। আমার ছেলেটাকে রুকইয়াহ[১] করান। এর মাধ্যমে হয়তো আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করবেন।'

আমার এক বন্ধু তৎক্ষণাৎ তার সাথে চলে যায়। এক ঘণ্টা পর সে ফিরে এসে জানায়, তার ছেলেকে রুকইয়াহ করানো হয়েছে এবং ছেলের বাবাকে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দিয়ে নিচের হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—

"

وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

*তোমরা সাদাকার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো।*[২]

---

[১] রোগমুক্তির জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা।
[২] সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব : ৭৪৪

www.QuranerAlo.net

বাবা সাথে সাথে পকেট থেকে পাঁচশ রিয়াল বের করে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমার ছেলের সুস্থতার নিয়তে এটা সাদাকা করে দেন।' দুই দিন পর বাবা ফিরে আসেন। তার চেহারায় সুস্তি ও আনন্দের লক্ষণ পরিস্ফুট। তিনি এসেই আমার বন্ধুকে তার সাথে যেতে অনুরোধ করেন। আধ-ঘণ্টা পর বন্ধু প্রফুল্লচিত্তে ফিরে এসে বলেন, 'সুসংবাদ আছে। ছেলেটা রুমের আলো কিছুটা দেখতে পাচ্ছে।' বন্ধু আরও জানায় যে, ছেলের বাবা তাকে আরও এক হাজার রিয়াল সাদাকা করতে বলেছেন। সেদিন ছিল সপ্তাহের শেষ দিন। পরের দিন, শনিবার ছেলেটির বাবা আমার বন্ধুকে আবারও তার ছেলের রুমে নিয়ে যান। অতঃপর আমার বন্ধু যখন ফিরে এসে জানায় যে, ছেলেটি আবার আগের মতো দেখতে পাচ্ছে তখন আমি যেন আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু তাতে কী? তার চোখের জ্যোতি যে সত্যিই ফিরে এসেছে! সে নতুন করে দেখতে পাচ্ছে!

কে তাকে সুস্থতা দান করলেন? কে তার চোখের আলো ফিরিয়ে দিলেন? কে তাকে দান করলেন নতুন জীবন?

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

*তার ব্যাপার এই যে, তিনি যখন কোনোকিছুর ইচ্ছে করেন তখন বলেন, 'হও'। অমনি তা হয়ে যায়।*[১]

এই মহামহিম আল্লাহই ছেলেটির দৃষ্টিকে লক্ষ্য করে বলেছেন 'ফিরে এসো।' অমনি তার দৃষ্টি ফিরে এসেছে।

## তাঁর দিকে ফিরে আসুন

তিনি আপনার কাছে শুধু এটাই চান যে, আপনি তাঁর দিকে ফিরে আসবেন। তাঁর দিকে ধাবিত হবেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন। তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হবেন। তাঁর কাছে তাওবা করবেন। ক্ষমা চাইবেন। নিজের দোষ স্বীকার করবেন এবং প্রতিনিয়ত সাদাকার মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করবেন।

---

[১] সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৮২

www.QuranerAlo.net

দুনিয়ার এমন কোনো হাসপাতাল নেই, যে-হাসপাতাল আপনার চিকিৎসা করে সুস্থতা এনে দিতে পারে—যদি আল্লাহ আপনার সুস্থতা না চান।

দুনিয়ার বুকে এমন কোনো ডাক্তার নেই, যে আপনার রোগটা দূর করে দিতে পারে—যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটা না চান।

একবার এক ধনী লোকের একটা কিডনী নষ্ট হয়ে যায়। ছেলেরা তার দেহে নতুন একটি কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য তাকে মিশর নিয়ে যায়। গ্রামের এক কিশোরীর সঙ্গে তাদের এই মর্মে চুক্তি হয় যে, তারা কিশোরীর একটি কিডনীর মূল্য বাবদ এক লক্ষ সৌদি রিয়াল দেবে। সকালবেলা সবাই হাসপাতালে আসে। অস্ত্রোপচারের পূর্বমুহূর্তে লোকটা কিডনী দিতে ইচ্ছুক কিশোরীটিকে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিশোরী সলাজ ভঙ্গিতে ভেতরে প্রবেশ করে। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি আমার মতো বৃদ্ধ লোকের কাছে তোমার কিডনি বিক্রি করতে রাজি হলে কেন?

কিশোরী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—

'প্রয়োজনের তাড়নায়—আমার পরিবার নিতান্ত দরিদ্র। ছোট ভাই-বোনগুলো পড়াশুনা করছে। তাদের সহযোগিতার জন্য আমাকে কিছু একটা করতেই হবে।'

কথাগুলো বৃদ্ধের মুখে চপেটাঘাতের মতো লাগে। গভীর ঘুম থেকে তিনি যেন সহসাই জেগে ওঠেন। দেহাভ্যন্তরের পচে যাওয়া মাংসপিণ্ডটার কথাও তিনি বেমালুম ভুলে যান। নিজেকে প্রশ্ন করেন, 'একজন মানুষ কি নিছক জীবিকা বা জীবনধারণের প্রয়োজনে নিজের দেহের গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গও বিক্রি করে দিতে পারে? এভাবেও কি মানুষ বেঁচে থাকতে পারে?'

তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ ছেলেদেরকে ডেকে পাঠান। তাদেরকে বলেন, 'আমাকে নিয়ে সৌদি আরবে ফিরে চলো; কারণ, আমি কিডনী প্রতিস্থাপনের ইচ্ছে প্রত্যাহার করেছি। আর হ্যাঁ, তোমরা ওই মেয়েটিকে সাদাকা হিসেবে এক লক্ষ রিয়াল প্রদান করবে এবং পরে সেটা আমার কাছ থেকে ফেরত নেবে।'

বাবার আকস্মিক মত পরিবর্তনে ছেলেরা হতাশ হয়। কেউ কেউ তার প্রতি রাগ ও তিরস্কারও করে। কিন্তু বাবা তার সিদ্ধান্তে অটল। তাই একপ্রকার অনন্যোপায় হয়েই ছেলেরা তাকে নিয়ে সৌদি আরবে ফিরে আসে। আসার পর একদিন বৃদ্ধ বাবা কিডনী ডায়ালাইসিসের জন্য হাসপাতালে যান। চেকাপের পর ডাক্তাররা সবিস্ময়ে লক্ষ করেন যে, তার কিডনী আগের মতো কাজ করছে!

www.QuranerAlo.net

রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ কাউকে সুস্থতা দান করতে চাইলে কোনো ডাক্তার বা সার্জনের দরকার পড়ে না। দরকার পড়ে তার একটুখানি ইচ্ছা ও সুদৃষ্টির। এই দৃষ্টি পেলে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা ফিরে পায়। বিপদগ্রস্ত বিপদমুক্ত হয় এবং মুসাফির গন্তব্য খুঁজে পায়।

## আগে থেকেই সময় চাওয়া

» তিনি আপনাকে অসুস্থ করেন—যেন আপনি তাঁর কাছে ফিরে আসেন। আপনি ফিরে এলেই তিনি আপনার রোগ নিরাময় করেন। কারণ, রোগাক্রান্ত হওয়ার কল্যাণ আপনি ইতোমধ্যেই প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং, এখন আর রোগ নিয়ে চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই।

» তিনি আপনাকে অসুস্থ করেন—যেন আপনি তাঁর প্রতি বিনীত হন। আপনি এমনটা করলেই তিনি আপনাকে রোগমুক্ত করেন। কারণ, রোগাক্রান্ত হওয়ার কল্যাণ আপনি ইতোমধ্যেই প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং, এখন আর তা নিয়ে চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই।

» তিনি আপনাকে অসুস্থ করেন—যেন আপনি অন্যের ব্যথা বুঝতে পারেন। এটা করতে পারলেই তিনি আপনার রোগটা তুলে নেন। কারণ, ইতোমধ্যেই আপনি রোগাক্রান্ত হওয়ার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন। সুতরাং, এখন আর তা নিয়ে চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই।

» তিনি আপনাকে অসুস্থ করেন—যেন আপনার ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি গভীর অনুরাগ পরখ করতে পারেন। আপনি যদি ধৈর্যধারণ করেন এবং আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আপনার দেহে রোগ থাকার কোনো দরকারই পড়ে না।

মহান 'শাফী'-এর চিকিৎসা গ্রহণের জন্য আপনাকে আগে থেকেই সিরিয়াল নিয়ে রাখতে হবে না। কোনো ভিজিটিং কার্ডও শো করতে হবে না। নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে আসতে হবে—এমন কোনো নিয়মও মানতে হবে না। বরং যে-কোনো সময়, যে-কোনো স্থানে, যে-কোনো অসুস্থতায় আপনাকে শুধু বলতে হবে—'ইয়া আল্লাহ! ইয়া শাফী!' ব্যস, এতটুকুই। এতটুকু করলেই ঐশী চিকিৎসার দরজা আপনার জন্য অবমুক্ত হয়ে যাবে এবং আপনাকে দয়া, করুণা, কোমলতা ও সুস্থতার চাদরে জড়িয়ে নেওয়া হবে।

www.QuranerAlo.net

আমার এক বন্ধু প্রায়ই আমাকে তার জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা শোনায়। একবার একটি ছেলে তার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে। এতে ছেলেটির হাড়গোড় ভেঙ্গে যায়। বন্ধু তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার বুকটা তখন দুরু দুরু করে কাঁপতে থাকে। হাসপাতালে পৌঁছাতেই ছেলেটির বাবা এবং দাদা সেখানে উপস্থিত হন। আমার বন্ধু তখন খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। সে ভাবতেই পারছে না—তার কারণে একটি ছেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে!

ছেলেটির হাড় ভাঙার শব্দ এখনও যেন তার কানে বাজছে। ভয়ানক হতাশা ও অপরাধবোধ তাকে ঘিরে ধরেছে। তার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে ছেলেটির দাদা এগিয়ে আসেন এবং উল্টো তাকেই সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, বিচলিত হবার কিছু নেই। আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাই-ই তো হবে। এর বাইরে কার কী করার আছে? সুতরাং, এতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।

ইশার সালাতের সময় হলে ছেলেটির দাদা সবাইকে হাসপাতালের মসজিদে সালাত আদায়ের অনুরোধ করেন। সালাতে তিনিই ইমামতি করেন। প্রথম রাকাতে তিলাওয়াত করেন—

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

.....

*আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন*[১]

.....

এবং দ্বিতীয় রাকাতে তিলাওয়াত করেন—

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

.....

*সুতরাং, নিরুদ্বেগ ধৈর্যধারণই শ্রেয়।*[২]

.....

বৃদ্ধের এই তিলাওয়াত শুনে আমার বন্ধুটা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

সালাতের পর কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ ছেলের বাবা এবং দাদাকে জানান, ছেলেটির বেঁচে থাকার আশা খুবই ক্ষীণ। কারণ, তার মস্তিষ্কের আবরণে ফ্র্যাকচার দেখা দিয়েছে।

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫
[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৩

www.QuranerAlo.net

এ কথা শুনে আমার বন্ধু যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। একরাশ হতাশা, আত্মগ্লানি ও অপরাধবোধ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে একেবারেই ভেঙে পড়ে। টানা এক সপ্তাহ সে অফিসে পর্যন্ত যেতে পারে না।

ডাক্তারদের ভাষ্য অনুযায়ী ছেলেটির এই অসুস্থতা কিছুতেই নিরাময়যোগ্য নয়। কিন্তু তার দাদার ঈমান, মায়ের দুআ, বাবার বিশ্বাস এবং আল্লাহর সাথে সবার সুগভীর সম্পর্ক—ছেলেটির জীবনের গতিপথ পাল্টে দেয়।

এক সপ্তাহের মাথায় আমি নিজে ওই ছেলেকে দেখতে যাই। ছেলেটা হাসছে-খেলছে-হাঁটছে—আমাদের সবার সাথে কথা বলছে। ডাক্তারদের দেখানো ভয় ও হতাশার কালো অন্ধকার ভেদ করে আশা ও স্বস্তির আলো ফুটে উঠেছে সবার চোখেমুখে। আসলেই মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন—

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

আল্লাহ মানুষের জন্য রহমত অবারিত করলে তা নিবারণকারী কেউ নেই।[১]

কে ওই সত্তা, যিনি ভাঙা হাড়গুলো জোড়া লাগাতে পারেন? মলিন মুখে হাসি ফোটাতে পারেন? কবরবাসীদেরকে নতুন জীবন দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন?

তিনিই আমার রব! 'আশ-শাফী' তাঁর নাম!

## একটি রেখা

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন বিশুদ্ধ চিত্ত ও নিস্কলুষ হৃদয়ের অধিকারী। তার হৃদয়ে শিরক-বিদআতের লেশমাত্রও ছিল না। অধিকন্তু তিনি মহান আল্লাহর ওপর অটুট আস্থা পোষণ করতেন। উদ্ভূত সকল পরিস্থিতিতে কেবল তাঁকেই স্মরণ করতেন এবং তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করতেন। এজন্য তার প্রতিটি কথা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তার প্রতিটি আচরণ আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তিনি তার আস্থার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন—

[১] সূরা ফাতির, আয়াত : ২

www.QuranerAlo.net

Contents



وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝

আর যখন আমি অসুস্থ হই তখন তিনিই সুস্থ করেন।[১]

অতএব, তিনি যদি আপনাকে সুস্থ করতে চান তাহলে আপনার আর কাউকেই দরকার হবে না; কিন্তু তিনি যদি না চান তাহলে বিশ্বলোকে এমন কেউ নেই—যে আপনাকে সুস্থ করতে পারে।

আইয়ূব আলাইহিস সালামের কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে তার দেহ ও স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন দূরে সরে যায়। ধন-সম্পদও যে-যার মতো নিয়ে যায়। অবস্থা এতটাই মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, সবচেয়ে আশাবাদী লোকটিও তার সুস্থতার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি সাওয়াবের আশায় অসম ধৈর্যের পরিচয় দেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন। এভাবে কষ্টেসৃষ্টে কয়েক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার ঠোঁট থেকে একটি দুআ বেরিয়ে আসে। দুআর প্রতিটি শব্দ থেকে বিনয় ও বিশ্বাস ঝরে পড়ে। তিনি বলেন—

أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ۝

আমি তো দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হয়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।[২]

দুআ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসমানের দরজা খুলে যায়। সাত আসমানের ওপর থেকে তার জন্য সাহায্য নেমে আসে। মুহূর্তেই অসুস্থতার দিনগুলোর দুঃসহ স্মৃতি মুছে যায়। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

মহান আল্লাহ যদি এমন দুরারোগ্য ব্যাধিও দূর করতে পারেন, তবে—

» কেন আপনি অন্যের কাছে সুস্থতা চাইবেন?

» কেন আপনি অন্যের দরজায় ধরনা দেবেন?

---

[১] সূরা শুআরা, আয়াত : ৮০
[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৩

www.QuranerAlo.net

» কেন আপনি চারপাশের মৃতদের প্রতি আস্থা রাখছেন; কিন্তু আপনার চিরঞ্জীব রবের প্রতি আস্থা রাখছেন না?

» কে আপনাকে এই ভুল ধারণায় প্ররোচিত করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে আপনি সুস্থতার সন্ধান পাবেন?

আপনার সুন্দর জীবনের সূচনা কীভাবে হয়েছে—আপনি কি তা ভুলে গেছেন? যে-মহান সত্তা আপনাকে সুস্থভাবে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করেছেন, মায়ের বুকে আপনার জন্য সুষম খাবারের ব্যবস্থা করেছেন এবং আপনাকে ঠোঁটের সাহায্যে খাবার গ্রহণ করতে শিখিয়েছেন, সর্বোপরি যিনি আপনার সেবা-যত্ন ও বেড়ে ওঠার জন্য মায়ের হৃদয়ে স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন—তাঁকেই কি আপনি ভুলে গেছেন?

» আপনি এত দ্রুত ভুলে যান? আপনি এত দ্রুত ভুলে যেতে পারেন!

» আপনি কি মনে করছেন, তাঁকে ছাড়াই আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবেন?

আপনার এই অন্ধ অহমিকা দূর করার জন্যই মূলত মহান আল্লাহ আপনাকে রোগাক্রান্ত করেন। আপনাকে জন্মলগ্ন ও জন্ম-পরবর্তী অসহায় অবস্থা ও তাঁর সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। রোগের যাতনা দিয়ে তিনি আপনাকে নীরবে বলেন—'ফিরে আসো আমার কাছে। আমিই তোমাকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছি। আমিই তোমাকে রোগমুক্ত করব।'

## সন্তুষ্টি

কখনও কখনও রোগের নিরাময় আপনার কল্পনার চেয়েও নিকটে থাকে। যেমন, আইয়ূব আলাইহিস সালাম-এর কথাই ধরুন। তিনি মহান আল্লাহর নিকট রোগমুক্তি প্রার্থনা করেন। প্রতিউত্তরে তাকে বলা হয়—

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

তুমি ভূমিতে পদাঘাত করো। এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।[১]

[১] সূরা সাদ, আয়াত : ৪২

www.QuranerAlo.net

রোগের প্রতিষেধক তার নাগালেই ছিল। তিনি হয়তো এটা ব্যবহারও করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাকে তখনই সুস্থ করতে চাননি। ফলে এই প্রতিষেধক কোনো কাজেও আসেনি। এরপর যখন আল্লাহর ইচ্ছে হয়েছে এবং তিনি প্রতিষেধককে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন তখন ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

ওয়াশিংটন, প্যারিস কিংবা চীনের উদ্দেশ্যে আপনার টিকেট বুক করার দরকার নেই। আপনার ঔষধ আপনার নাগালেই আছে। তার সন্ধান পাওয়ার জন্য আপনি নিজেকে সন্তুষ্টির শহরে পরিভ্রমণের জন্য প্রস্তুত করুন। তাওবা ও ইস্তেগফারের অশরীরী টিকেট খরিদ করুন।

আপনার ঔষধ আপনার নাগালেই আছে; আপনি হয়তো সেটা জানেন না। আপনার অসুখও হয়তো আপনার দোষেই হয়েছে; কিন্তু আপনি সবর করছেন না।

আপনি যদি আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেন, আল্লাহও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। মনে রাখবেন, রোগ হলো আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় আপনি যদি আল্লাহকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আপনি তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করবেন।

অনেকেই প্রশ্ন করে—'রোগাক্রান্ত হয়েও কীভাবে আমি সন্তুষ্ট হবো? রোগাক্রান্ত হলে তো সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই মানুষ ব্যথা-বেদনা অনুভব করে। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। তো এমতাবস্থায় আমি কীভাবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবো?'

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

'এর মাঝে আপাত কোনো বিরোধ নেই যে, বান্দা রোগাক্রান্ত অবস্থায় একই সাথে সন্তুষ্টও থাকবে, আবার ব্যথার কারণে রোগটাকে ঘৃণাও করবে। এটা অনেকটা তিক্ত ঔষধ সেবনের মতো। কারণ, আরোগ্য লাভ হয় বলে ঔষধের তিক্ততার প্রতি রোগী সন্তুষ্ট থাকে, আবার তার তিক্ততাও স্বীকার করে।'

সুতরাং, আপনার নবী আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা অন্তরের গভীর থেকে উচ্চারণ করুন—

www.QuranerAlo.net

Contents

"

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

*আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।*[১]

হৃদয়ের সুরভি মিশিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করুন। এর তাৎপর্য আপনার সর্বসত্তায় ধারণ করুন। বিশ্বাস ও সন্তুষ্টির প্রস্রবণে নিজেকে ধুয়ে-মুছে পরিশুদ্ধ করুন। আর জেনে রাখুন, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া মানে তারই প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। সুতরাং, আপনি তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হলে তিনিও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

আপনি আপনার হৃদয়কে সন্তুষ্টির নিঃশ্বাস ফেলতে বলুন। আত্মাকে সন্তুষ্টির অপার্থিব স্বাদ আস্বাদনে অভ্যস্ত করে তুলুন। দেখবেন—আপনার দেহে ঝলমলে সুস্বাস্থ্যের নিদর্শন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সর্বোপরি আপনি আপনার রোগকে নব জীবনের সূচনা বলে বিশ্বাস করুন। কারণ, এই রোগের কল্যাণেই আপনি 'আশ-শাফী'-নামের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন।

## পাপের নদীগুলো

আপনি তো জীবনে অনেকবার অসুস্থ হয়েছেন, তাই না? তো পূর্বের সেই 'অনেকবার' আপনাকে কে সুস্থ করেছেন? আল্লাহই তো, তাই না? তাহলে এবার কেন মনে হচ্ছে, 'এই রোগের ব্যাপারে তিনি অক্ষম?' আপনি বিশ্বাস করুন, তাঁর অক্ষমতার ব্যাপারে আপনার এই দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনাই আপনার জন্য শাস্তি অবধারিত করে ফেলে। আপনার এই ভুল-ধারণাই শাস্তিস্বরূপ আপনার রোগ বা রোগের কারণ হয়। সুতরাং, চিকিৎসা গ্রহণের পূর্বেই আপনার অন্তর থেকে দুর্ভাবনার এই ব্যাধিটা দূর করুন। তারপর 'আশ-শাফী'-এর কাছে শিফা প্রার্থনা করুন। দেখবেন, তিনি আপনাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুস্থ করে তুলেছেন।

---

[১] *জামি তিরমিযী : ২১০; সহীহ মুসলিম : ২৩৯৯*

www.QuranerAlo.net

পাশের বাসায় বা হাসপাতালে যে-সকল রোগীকে রোগ-শয্যায় কাতরাতে দেখছেন, তারা কিন্তু আরোগ্যদাতা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্থতার অনুমতির অপেক্ষায় আছে। রোগীদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস এবং চিৎকার-আর্তনাদ সম্পর্কে তিনি জানেন। এমনকি তাদের হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যথাও তাঁর অজানা নয়। কিন্তু তিনি নিছক তাঁর জ্ঞান ও অবগতির ভিত্তিতে আপনাকে সুস্থতা দেন না; বরং আরোগ্য দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে বিশেষ একটি পরিমাপক আছে। আপনার স্মরণ ও প্রার্থনা যখন এই পরিমাপকে উত্তীর্ণ হয় এবং আপনার আর্তনাদে পাপের নদীগুলো ভেসে যায় কেবল তখনই তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করেন।

» তিনিই আপনাকে সুস্থ করেন—কারণ, তিনি অতি দয়ালু।

» তিনিই আপনাকে সুস্থ করেন—কারণ, তিনি মহাজ্ঞানী।

» তিনিই আপনাকে সুস্থ করেন—কারণ, তিনি সহনশীল।

» তিনিই আপনাকে সুস্থ করেন—কারণ, তিনি ক্ষমতাবান।

» তিনিই আপনাকে সুস্থ করেন—কারণ, তিনি 'শাফী'।

কাজেই তিনি যদি আপনার সাথে থাকেন তাহলে অবচেতনেই আপনার স্মৃতি থেকে ডাক্তারদের নাম ও ফোন নাম্বার মুছে যাবে। হাসপাতালগুলোর ঠিকানা আপনি ভুলে যাবেন। ডাক্তারের সাথে এ্যাপোয়েন্টমেন্ট আপনি বাতিল করে দেবেন।

এরপর আপনি কী করবেন? এরপর আপনার ঘরে একটা নতুন হাসপাতাল গড়ে তুলুন। সে হাসপাতালের নাম হোক 'জায়নামায'। সিজদার জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ রাখুন। পরিবারের যে-কারও সুস্থতার জন্য নিয়মিত সেখানে উপস্থিত হোন। এই ঘরোয়া চিকিৎসার জন্য সময় ব্যয় করুন এবং সর্বক্ষণ জপতে থাকুন—'আশ-শাফী'।

হে আল্লাহ, হে আরোগ্যদাতা, প্রতিটি দুর্বল আত্মা ও রুগ্ন দেহের জন্য আপনি সুস্থতার ফায়সালা করুন। আপনি ছাড়া কে আমাদেরকে সুস্থতা দান করবে?

www.QuranerAlo.net

# আল-ওয়াকীল : اَلْوَكِيْلُ

## কর্মবিধায়ক

আপনি কি নিজের দুর্বলতা অনুভব করেন? বিশাল বিশ্বচরাচরে নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করেন? ব্যস্ততম জীবনের স্রোত ধারায় নিজেকে পাখির ভাসমান পালকের ন্যায় মূল্যহীন জ্ঞান করেন?

আপনার কি মনে হয়, আপনি একটা দুর্বল পাখি—যে-পাখির ডানাগুলো কেটে ফেলা হয়েছে? আপনার কি মনে হয়, চলার জন্য ডানাহীন পাখির মতো আপনারও সাহায্যের প্রয়োজন? আপনার কি এমন কিছু আছে—যেগুলোর ব্যাপারে আপনি ভয় করছেন? আপনি কি চাচ্ছেন এমন কারও কাছে এগুলো সংরক্ষণের ভার দিতে—যিনি এগুলো হারাবেন না? হোক তা সন্তান, সম্পদ, স্বাস্থ্য বা জীবন—তাহলে আল্লাহর মহান নাম 'আল-ওয়াকীল'-এর আলোয় আলোকিত হোন। এই মহান নামের সাথে নতুন করে পরিচিত হোন। এ নামের অর্থের সমুদ্রে সন্তরণ করুন। নিজের দুর্বলতা, দুশ্চিন্তা ও একাকিত্ব থেকে মুক্তি প্রার্থনা করুন। 'আল-ওয়াকীল'-এর ছায়ায় আশ্রয় নেন। তিনি আপনাকে আশ্রয় দেবেন। আপনার যাবতীয় ভার গ্রহণ করবেন।

### তাঁকে পরম আস্থাভাজন হিসেবে মেনে নেন

পরম নির্ভরযোগ্য কেবল তিনিই। সুতরাং, তাঁর ওপর আপনার সকল নির্ভরতা সঁপে দেন। আশ্রয়ের প্রয়োজনে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। আপনার সকল

www.QuranerAlo.net

আশা-ভরসার কেন্দ্রে তাঁকেই সংস্থাপন করুন। আর জেনে রাখুন, কোনো কাজে যদি আপনি আল্লাহর ওপর কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নির্ভর করতে পারেন তবে সে-কাজের কথা আপনার ভুলে গেলেও চলবে। কারণ, যাঁর ওপর আপনি নির্ভর করেছেন তিনি 'ওয়াকীল'—সকল কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। আসমান-জমিনের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক। তিনি সবাইকে রক্ষা করেন এবং আশ্রয় দেন। তাঁর কখনও আশ্রয় বা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি আপন সত্তার মহত্ত্ব ঘোষণা করে বলেন—

رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝٩

*তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব; তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। অতএব, তাঁকেই আপনি গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।*[১]

পূর্ব-পশ্চিমের রব নিজেই তাঁকে আপনার কর্মবিধায়ক ও আস্থাভাজন করে নিতে বলেছেন। এর থেকে স্বস্তি, মর্যাদা ও তাওফীকের বিষয় আর কী হতে পারে?

তিনি চান, আপনি শুধু এ কথাটা অন্তর থেকে বলুন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমার তত্ত্বাবধায়ক।'

পৃথিবীর বুকে এমন কোনো ধনকুবের আছে কি—যে আপনাকে কেবল তার সাহায্যেই চলতে বলবে? শুধু তার ওপরই নির্ভর করতে বলবে? শুধু তার কাছেই আশ্রয় নিতে বলবে? না, এমন কোনো উদার ধনকুবেরের অস্তিত্বই পৃথিবীতে নেই। কারণ, আপনাকে সব বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার, আপনার জন্য যথেষ্ট হওয়ার কিংবা আপনাকে সব কাজেই সহযোগিতা করতে পারার ক্ষমতা কোনো মানুষেরই নেই। একমাত্র আল্লাহই এমনটা বলেন, করেন এবং করার ক্ষমতা রাখেন।

আল্লাহর ওপর নির্ভরতা অন্তরের দৃঢ়তার অনন্য নিদর্শন। এ নির্ভরতা আপনাকে বিশাল ছাতার নিচে জায়গা করে দেবে। এ ছাতা আপনাকে দুশ্চিন্তার খরতাপ, বিপদের ঝঞ্ঝাবায়ু এবং পার্থিব দুশ্চিন্তার লু-হাওয়া থেকে রক্ষা করবে। আর সবসময় মনে রাখবেন, যে এই ছাতা গ্রহণ করতে পারে না, বা এই ছাতার নিচে আশ্রয় নিতে পারে না—সেই কেবল বঞ্চিত ও হতভাগ্য।

---

[১] সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত : ০৯

www.QuranerAlo.net

মহান আল্লাহ ও মহিমান্বিত রব আপনাকে আদেশ দিয়েছেন—তাঁকে পরম নির্ভরযোগ্য হিসেবে মেনে নিতে এবং সকল প্রয়োজন তাঁর দরজায় উপস্থাপন করতে। কারণ, তিনিই আপনার প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করেন।

তিনি আপনাকে বলেছেন, তাঁর কাছেই আশ্রয় নিতে—যেন অবিশ্বাসের তির আপনাকে বিদ্ধ না করে। তিনি আপনাকে আদেশ করেছেন, তাঁর ওপরই সকল বিষয় ন্যস্ত করতে—যেন সব কাজ সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। প্রশ্ন হলো, এরপরও আপনি কীসের অপেক্ষা করছেন? কী কারণে আপনি নিজেকে এ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করছেন?

মহান আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা বাড়ানোর জন্য অন্তত একবার পড়ুন—

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾

*আর আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর ওপর—যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান এবং (দেখেন) সিজদাকারীদের মাঝে আপনার ওঠা-বসা।*[১]

আপনি এখনও কেন আপনার মহান রবের প্রতি আস্থা স্থাপন করছেন না? কী সেই মহান বিষয়, মারাত্মক বিপদ বা কঠিন দুর্ভাবনা—যা এই মর্যাদাবান রবের জন্যও কঠিন বলে ভাবছেন? আল্লাহই তো সকল মর্যাদার অধিকারী। সবকিছুর ওপর সমান ক্ষমতাবান। আপনি চারদিকে যে-মর্যাদা ও প্রতিপত্তির কথা শুনতে পান—তার রব তো একমাত্র আল্লাহই। তাহলে সকল মাহাত্ম্য, বড়ত্ব ও মর্যাদার অধিকারী রবের সামনে আপনার বিপদ কীভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে?

## বাৎসরিক পরিকল্পনা

আল্লাহর ওপর নির্ভর করার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হলো তাঁর ইবাদত। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ-নির্ভরতার তাৎপর্য এই যে, আপনি অন্যদের থেকে সকল আস্থা ও নির্ভরতা ঝেড়ে ফেলে ইবাদতের শুরুতে আন্তরিকভাবে বলবেন—

[১] সূরা শুআরা, আয়াত : ২১৭-২১৯

www.QuranerAlo.net

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।[১]

অতএব, আপনি মহান আল্লাহর ইবাদত করার লক্ষ্যে তাঁর কাছে সাহায্য চাইবেন, তাঁর ওপর ভরসা করবেন এবং শুধু তাঁরই কাছে শক্তি কামনা করবেন। কারণ, তিনি আপনাকে এসবের আদেশ করেছেন এবং আদেশ পালনের পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর ক্ষেত্রে এটা কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, তিনি আপনাকে তাঁর ইবাদত করতে আদেশ করবেন এবং তাঁর ওপর নির্ভর করতে বলবেন, অতঃপর যখন আপনি তাঁর ওপর নির্ভর করবেন তখন তিনি আপনার সঙ্গ ও সাহায্য ত্যাগ করে আপনাকে অপদস্থ করবেন। আপনার যুক্তির বিচারে কি এটাও সম্ভব যে, কেউ হৃদয় উজাড় করে আপনাকে ভালোবাসবে এবং আপনার কাছে সাহায্য চাইবে আর আপনি তাকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবেন? আপনার বিচারেই যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের উৎস—মহান আল্লাহর বিচারে এটা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে?

অবশ্য আপনি যদি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সাহায্য পেতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিখিয়ে দেওয়া এ বাণীটি বেশি বেশি পড়তে হবে—

“

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ, আপনার জিকির, আপনার কৃতজ্ঞতা এবং আপনার উত্তম ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করুন।[২]

আমি কি শুধু ‘বেশি বেশি’ পড়তে বললাম? তাহলে স্যরি বলছি; শুধু ‘বেশি বেশি’ পড়লেই হবে না; বরং এই দুআটিকে দৈনিক রুটিন, বাৎসরিক পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, আল্লাহ যদি আপনাকে সাহায্য না করেন, তাহলে গোটা বিশ্বের কোনো শক্তিই আপনাকে সাহায্য করতে

[১] সূরা ফাতিহা, আয়াত :০৫
[২] *সুনানু আবী দাউদ* : ১৫২২

www.QuranerAlo.net

পারবে না। দুঃসময় ও দুর্দিনে কেউ-ই আপনার পাশে দাঁড়াতে পারবে না। তখন আপনি দুনিয়া-আখিরাত—উভয়ই হারাবেন।

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদা আমি সবচেয়ে উপকারী দুআ খুঁজতে থাকি। তখন আমার মনে হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দুআ। আর সেই দুআটি হচ্ছে—সূরা ফাতিহার—'ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন।'

তিনি আরও বলেন, 'আত্মার দুটি মারাত্মক ব্যাধি রয়েছে। মানুষ নিজেকে এই ব্যাধি দুটি থেকে মুক্ত করতে না পারলে নিশ্চিতরূপে ধ্বংসে নিপতিত হয়। ব্যাধি দুটি হলো লৌকিকতা ও অহংকার। লৌকিকতার প্রতিষেধক হলো إِيَّاكَ نَعْبُدُ 'ইয়্যাকা নাবুদু' আর অহংকারের প্রতিষেধক হলো إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 'ইয়্যাকা নাসতাঈন।'

একবার কি ভেবে দেখেছেন, আপনি যে, এইমাত্র সালাত আদায় করে 'তিনিই আমার রব' বইটি হাতে নিয়েছেন, মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য না করলে কিন্তু আপনি কিছুতেই তা করতে পারতেন না।

## তাঁর জন্য বিনয়ী হোন

তিনি দয়ালু। তাঁর দরজায় আপনার প্রয়োজনের ঝুলিটা বাড়িয়ে ধরুন। শুধু আপনার হৃদয়টা তাঁর জন্য বিনয়ী করে দেন। তাঁর কাছে দুআ না করলেও অন্তত বিনয়ী হোন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার থেকে এই বিনয়ী ভাবটাই চান। আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, এরপর থেকে তিনি আপনার সব প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। আপনার অসুস্থতা দূর করে দেবেন। আপনার চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস এনে দেবেন।

আল্লাহর কাছে আস্থার সঙ্গে চাইলে আপনার স্বপ্নগুলো সত্য হবে; কল্পনাগুলো বাস্তবে পরিণত হবে; উচ্চাভিলাষগুলো পরিমিত বলে বিবেচিত হবে এবং আগ্রহগুলো আপনাকে প্রদীপ্ত করবে। কারণ, ইরশাদ হয়েছে—

www.QuranerAlo.net

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۝

*আর আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর ওপর—যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান এবং (দেখেন) সিজদাকারীদের মাঝে আপনার ওঠা-বসা।*[১]

যাঁর জন্য আপনি সালাতে দাঁড়ালেন, যাঁর জন্য মাটিতে কপাল ঠেকালেন, যাঁর জন্য মাথা নোয়ালেন, তাঁর কাছেই তো আপনি নিজের প্রয়োজনের কথা জানাবেন। তাঁকেই তো আপনার সুস্থতার ভার দেবেন। তিনিই তো হবেন আপনার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তিনিই তো আপনার স্বপ্নপূরণে সহায়ক। সুতরাং, তাঁর রজ্জুকে আপনি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। অন্য কেউ বিশ্বাস ঘাতকতা করলেও তিনি আপনার প্রকৃত নির্ভরতার স্থান।

একটি ঘটনা শুনুন। একবার এক ছেলে বাইরের দেশে পড়াশোনা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ছেলেটির মা অত্যন্ত ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণা। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, অধিকাংশ ছেলেমেয়েই বাইরের দেশে পড়তে গিয়ে প্রগতিশীলতার নামে দ্বীন-ধর্ম বিসর্জন দেয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পরিস্থিতির শিকার হয়ে তাকে ছেলের সিদ্ধান্তে সম্মত হতে হয়। তবে তিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ চাইলে যে-কোনো পরিস্থিতিতে তার ছেলেকে রক্ষা করতে পারেন। তাই ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে তিনি সালাতে সবসময় তার জন্য দুআ করেন। একসময় ছেলে পড়াশোনা শেষ করে যথারীতি দেশে ফিরে আসে। মা সবিস্ময়ে লক্ষ করেন যে, ছেলের মধ্যে যথেষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সে মসজিদমুখী হয়ে গেছে। বেশি বেশি সালাত আদায় করছে, ভালো কাজের আদেশ করছে। মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করছে। আগে সে যা অর্জন করেনি তা সে এবার অর্জন করতে শুরু করেছে। আগে যা অর্জন করা তার জন্য কষ্টসাধ্য ছিল এখন তা সে সহজেই অর্জন করতে পারছে।

আমরা কীভাবে ভাবতে পারি যে, পরম নির্ভরযোগ্য আল্লাহ তাআলা এমন মায়ের ছেলেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারেন—যে-মা সবসময় বিনয়ের সাথে চাইতেন—'হে আল্লাহ, আমার সন্তানকে রক্ষা করুন। আমি তো কেবল আপনারই ওপর নির্ভর করি। সুতরাং, ছেলের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।'

---

[১] সূরা শুআরা, আয়াত : ২১৭-২১৯

www.QuranerAlo.net

## হাস্যোজ্জ্বল অশ্রু

যদি দুনিয়ার কোনো শাসক আপনাকে বলে, ‘আমার ওপর নির্ভর করুন, আমি আপনাকে প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেবো কিংবা আপনাকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে নিয়োগ দেবো তাহলে প্রাপ্য অধিকার পাওয়ার ব্যাপারে কি আপনার কোনো সন্দেহ থাকবে? থাকবে না। কারণ, আপনি জানেন, ওই শাসকের নগণ্য সহকারীর কলমের একটা আঁচড়েই আপনি আপনার অধিকার বুঝে পাবেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পাবেন। এবার একটু ভাবুন, স্বয়ং শাসকই যদি আপনার এই কাজটা করে দেন তাহলে কেমন হবে? ওই শাসকই যদি হন রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ তাহলে কেমন হবে? একবার তাহলে নিচের আয়াতটি পড়ুন—

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ۝٥٨

আর আপনি নির্ভর করুন ওই জীবন্ত সত্তার ওপর—যিনি চিরঞ্জীব।[১]

এই নির্দেশমূলক ঘোষণা শোনার পর নিশ্চয় আপনার মনে আর কোনো ভয় নেই। প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ, আপনি যদি প্রকৃত অর্থেই রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করে থাকেন তাহলে বুঝে গেছেন যে, স্বয়ং তিনিই আপনার সকল সমস্যা সমাধান করে দেবেন। আপনার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট মুছে দেবেন এবং আপনার স্বপ্নগুলো সত্যি করে দেবেন। তখন আপনার অশ্রুর প্রতিটি বিন্দুতে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠবে।

আপনি মারা যেতে পারেন; কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অমর—চিরঞ্জীব। অতএব, আপনি যদি তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারেন তবে আপনার মৃত্যুর পর তিনিই আপনার সন্তানদেরকে দেখে রাখবেন। শেষ বয়সে এসে তাদের জীবিকা ও নিরাপত্তার জন্য আপনাকে অধীর হতে হবে না। তিনিই সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হবেন। তাদেরকে সঙ্গ দেবেন। সাহায্য করবেন। তাদের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবেন। আপনার জীবদ্দশায় তারা যে-অবস্থায় ছিল, তার থেকে ভালো অবস্থা ফিরিয়ে দেবেন। কেননা, তিনি মহান, মহানুভব ও চিরঞ্জীব।

---

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৫৮

www.QuranerAlo.net

## জীবনের অক্সিজেন

কেউ যদি আপনার ওপর অত্যাচার না-ও করে—তবু আল্লাহর ওপর নির্ভর করুন। নির্ভরতা শুধু অত্যাচারীর অত্যাচার থেকেই বাঁচায়; শুধু নির্ধারিত কাজেই সাহায্য করে—এমন নয়; বরং নির্ভরতা আপনার জীবনে অক্সিজেনের মতো। আপনি কি অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারবেন?

সুস্থ অবস্থায়ও আল্লাহর ওপর নির্ভর করুন। আপনার হৃৎস্পন্দন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া, শরীরে রক্তের প্রবাহ, খাদ্যের পরিভ্রমণ—এসবই ছেড়ে দেন আল্লাহর হাতে।

তিনি যদি আপনার চোখের পাতা বন্ধ করার অনুমতি না দিতেন তাহলে তো চোখ দুটো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। তিনি যদি আপনার জিহ্বাকে স্বাদ আস্বাদনের সক্ষমতা না দিতেন তাহলে আপনার কাছে এ জীবনটা অর্থহীন মনে হতো। তিনি যদি আপনার ত্বককে অনুভব করার শক্তি না দিতেন তাহলে আপনার অবচেতনেই তা ধারালো কিছুর আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

সন্তানদের ভালো হওয়ার ব্যাপারেও কেবলই আল্লাহর ওপর নির্ভর করুন। কারণ এমন ছেলেমেয়েকে দেখেছি, যারা ধর্মীয় আবহে বড় হয়েও পরবর্তীতে নাস্তিক হয়ে গেছে।[১] অনেক ছেলেমেয়ের হাতে তাদের বাবা-মা অজস্র অর্থ ঢেলেছেন, অসামান্য যত্ন নিয়েছেন, কিন্তু এরপরও তারা নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকে আবার বড় ভাইবোনদের সীমাহীন যত্ন-আত্তি সত্ত্বেও বিচ্যুত হয়ে গেছে। এমন ঘটনা অতীতে যেমন ঘটেছে তেমনি বর্তমানেও ঘটছে; ভবিষ্যতেও ঘটবে।

কাজেই, হৃদয়ের গভীরে এই বিশ্বাস পোষণ করুন যে, আপনার ছেলের অন্তরে হিদায়াত গ্রহণের জন্য কতটুকু জায়গা খালি আছে—সেটা কেবল আল্লাহই জানেন। সুতরাং, তাঁরই ওপর নির্ভর করুন এবং তাঁরই কাছে সকাতর প্রার্থনা করে বলুন—'হে আল্লাহ! আপনি আমার রব; আমার সন্তানেরও রব। সুতরাং, আপনি তার অন্তরটা ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করুন। তার হৃদয়টা হিদায়াতের নূরে নূরান্বিত করুন। আপনাকে চেনার শক্তি দেন। আমাকে তার প্রতিপালনে উত্তম ও কার্যকর সহায়তা দেন। হে আমার রব, আপনি যদি সাহায্য না করেন তাহলে আমি তো তাকে সালাত আদায়ের আদেশটাও ভালোভাবে দিতে পারব না। আপনি যদি

---

[১] আল্লাহ আমাদেরকে এমন ভয়ানক পরিণতি থেকে রক্ষা করুন।

www.QuranerAlo.net

সাহায্য না করেন, তাহলে সেও পারবে না আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করতে। সুতরাং, আমাদেরকে সাহায্য করুন—আপনার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও উত্তম ইবাদতের ব্যাপারে।'

## আল্লাহ বিহীন জীবনটাই জাহান্নাম

আপনার জীবনের সফলতা অর্জনে একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করুন। তিনি ছাড়া আপনার জীবনটা জাহান্নামে পরিণত হবে।

অনেকেই স্ত্রীর মন জয় করে সুখী দাম্পত্য রচনার টিপস দিয়ে বলে থাকেন, 'স্ত্রীর সামনে তার বেশি বেশি প্রশংসা করবে। তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসবে। তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হালাল বিনোদনে পর্যাপ্ত সময় দেবে—তবেই স্ত্রীর অফুরন্ত ভালোবাসা পাবে। তোমাদের সংসারটা সুখের আলোয় পরিণত হবে।'

আমি বলি কি, বিজ্ঞজনদের এই বিজ্ঞবচন যথাস্থানে ঠিক আছে। তবে যদি আপনি বাস্তবিক অর্থেই দুনিয়া ও আখিরাতে স্থায়ী সুখ পেতে চান তবে অবশ্যই আপনাকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, 'হে আল্লাহ, আপনি আমার স্ত্রীকে আমার উপযোগী করে দেন। আমার প্রতিটি হাসি, কৌতুক ও বিনোদনকে সাওয়াবের কাজ হিসেবে বিবেচনা করুন। হে আল্লাহ, তার অন্তরটা আপনার হাতে; আমার হাতে নয়। সুতরাং, আমাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করুন। দুজনের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সৃষ্টি করুন এবং আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য আত্মার প্রশান্তি ও চোখের শীতলতা উপকরণ বানিয়ে দেন।'

এতটুকু প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করতে পারলেই মহান আল্লাহ আপনাকে সুখময় জীবনের ঠিকানায় পৌঁছে দেবেন। কারণ, তিনি শুধু আপনার থেকে এতটুকুই চান যে, আপনি তার সামনে বিনম্রভাবে আপনার দুর্বলতা প্রকাশ করবেন। আপনার শক্তি-সামর্থ্যের স্বল্পতা স্বীকার করবেন। সেই সঙ্গে তাঁর সক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেবেন। এটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে দেখবেন, অবস্থার ক্রম পরিবর্তন হচ্ছে।

আপনি ভাবতে পারেন, আপনার কোনো স্বপ্ন, প্রয়োজন বা চাহিদা নেই এবং সেই সূত্রে কোনো দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনাও নেই। কিন্তু এরপরও আপনাকে মহান আল্লাহর ওপরই নির্ভর করতে হবে। কারণ, সবার কাছে প্রয়োজনের চেয়ে ভালোবাসা বড়

www.QuranerAlo.net

এবং ইহকাল ও পরকালে সুখী হতে হলে আপনাকে অবশ্যই তার ভালোবাসা পেতে হবে। আপনি কি চান না, তিনি আপনাকে ভালোবাসবেন?

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।*[১]

কারও মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণ বিনয় ও মোহনুভূতি থেকে থাকে তাহলে আল্লাহর এই ভালোবাসার ঘোষণায় তার হৃদয়ের গভীরে অনির্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাবে। ভক্তি ও সমীহের ভারে তার মাথাটা নুয়ে পড়বে। মনের অলিন্দে অনির্বাণ আল্লাহর প্রতি গভীর অনুরাগ জেগে উঠবে। কারণ, এইমাত্র যাঁকে ভালোবেসেছেন তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং, আপনার প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা এবং তাঁর ওপর আপনার এই নির্ভরতাই আপনাকে সুখী ও নির্ভার করার জন্য যথেষ্ট।

## আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট

ন্যায় ও সততার ওপর অবিচল থাকতে গেলে কিছু মানুষ এসে আপনাকে পেছনে হটার পরামর্শ দেবে। সামাজিক বাস্তবতার কিছু চিত্র তুলে ধরে আপনার দৃঢ় বিশ্বাসটাকে নাড়িয়ে দেবে। আপনার অনুভূতি নিয়ে খেলা করবে এবং বলবে, আপনার বর্তমান অবস্থান ও মূল্যবোধ বিসর্জন না দিলে বিপদের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় টলে গেলে চলবে না। বরং ঈমানের 'আবেহায়াতে' হৃদয়টাকে বিধৌত করতে হবে এবং চূড়ান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে হবে, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তাঁর ওপরই আমার পরম নির্ভরতা।' এ কথা বলার সাথে সাথে আপনি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ পেয়ে যাবেন। আপনার আর কোনো ক্ষতি হবে না। একবার এই আয়াতটা মনোযোগ দিয়ে পড়েই দেখুন—

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯

www.QuranerAlo.net

এদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জড়ো হয়েছে; কাজেই তোমরা তাদের ভয় করো; কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।[১]

আল্লাহর ওপর সঠিক মানের নির্ভরতা প্রদর্শন করতে পারলে আপনি কিছুতেই কোনো ক্ষতির শিকার হবেন না। উপরন্তু যে-বিপদ থেকে নিষ্কৃতির আদৌ কোনো উপায় নেই—বলে ধরে নিয়েছিলেন, সে বিপদও আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আপনার ত্বকে সামান্য পরিমাণ ক্ষতও তৈরি হবে না এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার বিন্দুমাত্র অনুশোচনাও প্রকাশ করতে হবে না। বিশ্বাস হলো না? তবে একবার পড়ুন—

وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۝

আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই তো যথেষ্ট।[২]

আপনি যদি আল্লাহর ওপর নির্ভর করেন তাহলে এটা মনে করবেন না যে, নির্ভরযোগ্য কাউকে না পেয়ে আপনি তাঁর কাছে এসেছেন। বরং এটা ভাববেন যে, সৃষ্টজীবের নির্ভরতার একমাত্র হকদার মহান আল্লাহ। আপনি আপনার নির্ভরতার মাধ্যমে কেবল হকদারকে তার হক বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অনেকেই বলে থাকেন, ‘দুআ ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।’

আশ্চর্য! আপনার কাছে এর চেয়ে শক্তিশালী আর কী আছে? বান্দার কাছে এর চেয়ে শক্তিশালী আর কী থাকতে পারে?

দুআ-ই তো নির্ভরতার প্রধান সোপান। দুআ মুখের কথায় পরিণত হওয়ার আগে অন্তরের এক দৃঢ় বিশ্বাস ধারণ করে থাকে। সেই বিশ্বাসটি হলো—‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছুই করতে পারেন।’ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটাই নির্ভরতার সারকথা।

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৩-১৭৪
[২] সূরা আহযাব, আয়াত : ০৩

www.QuranerAlo.net

যে বলে, 'অমুকের তো আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় নেই।' তাকে বলে দেন, 'আল্লাহই তো একমাত্র কর্মবিধায়ক। সুতরাং, সে যদি আল্লাহকেই পেয়ে যায়, তবে তার কোনো অভাব থাকতে পারে না। কারণ, আল্লাহই রাজাধিরাজ—বিশ্বচরাচরের একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্তা।

জনৈক কবি বলেন—

*'তোমরা দুনিয়ার সবকিছু নিয়ে নাও। আমার আত্মাটা শুধু স্বাধীন ছেড়ে দাও। এতে তোমরা আমাকে নিঃস্ব মনে করলেও আমিই তোমাদের মাঝে সবচেয়ে ধনী।'*

## যৌক্তিক কারণ

আচ্ছা, আপনি কি জানেন, শুধু আল্লাহর ওপর নির্ভরতাই যথেষ্ট কেন? এখানে একটা যৌক্তিক কারণও আছে। সেটা হলো, আল্লাহ হলেন জমিন ও আসমানসমূহের মালিক—

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾

আর আসমানসমূহ ও জমিনে যা-কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর। আর আল্লাহই কর্মবিধায়করূপেযথেষ্ট।[১]

আপনি যাকে ভয় পান, সে কি জমিনের বাসিন্দা না? যদি বলেন, 'হ্যাঁ', তাহলে সে তো আল্লাহরই মালিকানায়। আল্লাহই তার পরিচালক।

যে-রোগ আপনাকে দুর্বল করে ফেলছে; কিন্তু আপনি কিছুতেই আরোগ্যলাভের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, তা কি জমিনের না? তাহলে সেটাও তো আল্লাহরই মালিকানাধীন। তিনি চাইলেই এই রোগকে আপনার দেহ ত্যাগের আদেশ দিতে পারেন।

আপনার যত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, ক্লান্তি, ব্যস্ততা—সবই কি জমিনের ভেতরে নয়? তাহলে এই জমিনটা যাঁর—এই জমিনের সবকিছু যাঁর, তাঁর ওপর ভরসা রাখুন। তাঁর একটিমাত্র আদেশে আপনার সকল দুঃখ-দুর্দশা- দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা নিমিষেই মিলিয়ে যেতে পারে।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১৩২

www.QuranerAlo.net

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেহেতু সবকিছুর স্রষ্টা তাই তিনি যা ইচ্ছা, করতে পারেন। এজন্য সকল বিষয়ে আমরা শুধু তাঁরই ওপর ভরসা রাখব—

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক[১]

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকীল' অর্থাৎ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক'—এই ঘোষণার তাৎপর্য এই যে, তিনি ছাড়া আমাদের আর কোনো ইলাহ নেই এবং তিনিই আমাদের আশা-ভরসার একমাত্র কেন্দ্র। আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে মহান এবং তাঁর চেয়ে মর্যাদাবান আর কেউ নেই।

## সাবধান হোন

নির্ভরতার জায়গায় তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রাখার ব্যাপারে সাবধান হোন। সাবধান থাকুন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও কাছে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারেও। অন্যথায় আপনি দুর্বল হয়ে পড়বেন। দুর্ভাবনা আপনাকে পর্যুদস্ত করবে। দুনিয়ার দুশ্চিন্তা আপনাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাবধান করে বলেন—

اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝

তোমরা আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে কর্মবিধায়ক হিসেবে গ্রহণ কোরো না![২]

তিনি চিরঞ্জীব—মহা শক্তিধর। তিনি ত্রাণকর্তা—করুণার আধার। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারও ওপর নির্ভর করা এবং তাঁকে পাশ কাটিয়ে অন্য কারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম। কেননা অন্য কেউ আপনার আস্থা রক্ষা করতে পারবে না; আপনাকে কাঙ্ক্ষিত মানের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিতে পারবে না।

তিনি সর্বশ্রোতা। মহাজ্ঞানী—গোপনে ও প্রকাশ্যে সংঘটিত সবকিছু শুনতে পান। গভীর অমানিশায় সংঘটিত সবকিছু দেখতে পান। অতএব, কেবল তাঁরই ওপর

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ৬২
[২] সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ০২

www.QuranerAlo.net

নির্ভর করুন। তাঁকে বাদ দিয়ে আপনি কীভাবে অন্য কারও ওপর নির্ভর করতে পারেন—অথচ তিনি ছাড়া আর কেউ গোপনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো প্রকার অবগতি রাখে না?

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

আর নির্ভর করো আল্লাহর ওপর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।[১]

যে-অত্যাচারী আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে সে তো আপনার রক্ষাকারী রবেরই সৃষ্টি। তাই সৃষ্টির অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্রষ্টার ওপর নির্ভর করুন। তিনিই আপনাকে রক্ষা করবেন এবং নিরাপত্তা দেবেন। সুতরাং, পরিপূর্ণ সাহস নিয়ে ঘোষণা করুন—

إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ ﴿٥٦﴾

আমি তো নির্ভর করি আমার ও তোমাদের রব—আল্লাহর ওপর। এমন কোনো জীব-জন্তু নেই—যা তাঁর পূর্ণ অধীন নয়।[২]

শয়তান তার বাহিনী ও শক্তি নিয়ে মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়, ভয় দেখায়। কিন্তু সে কিছুতেই আল্লাহর ওপর নির্ভরকারী বান্দার কাছে পৌঁছাতে পারে না—

إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং তাদের রবের ওপরই নির্ভর করে, তাদের ওপর তার[৩] কোনো আধিপত্য নেই।[৪]

আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত শয়তানই যদি আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল বান্দাদের কাছে পৌঁছাতে না পারে তাহলে অফিসের বস, খারাপ প্রতিবেশী,

[১] সূরা আনফাল, আয়াত : ৬১
[২] সূরা হূদ, আয়াত : ৫৬
[৩] শয়তানের
[৪] সূরা নাহল, আয়াত : ৯৯

www.QuranerAlo.net

ক্ষমতাধর মন্ত্রী কিংবা রাজনৈতিক নেতা কীভাবে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে? স্মরণ করুন—

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ

যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[১]

মোট কথা, যদি তাঁকে আপনি সকল কাজের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেন, তাঁর ওপরই নির্ভর করেন এবং আপনার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার ভরসা রাখেন তাহলে অন্য কাউকে আপনার কখনও প্রয়োজনই হবে না। তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আপনাকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।

আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তা যদি আপনাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে না রাখে তাহলে রোগ-শোক, ক্লান্তি-শ্রান্তি এবং ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল আপনাকে জাপটে ধরবে। শয়তানের অনুচর এবং নসফের কেউটে সাপগুলো আপনাকে ছোবল বসাবে। আপনি তখন ধ্বংসের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবেন।

প্রিয় ভাই! আমি আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি না। এটাই বাস্তবতা।

সুতরাং, এখনই বলুন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার ওপর ভরসা করলাম।'

আপনি কি কথাটা অন্তর থেকে বললেন? এবার তবে মুচকি হাসুন। দেখবেন, সব কেউটে সাপ উধাও হয়ে গেছে।

## কিছু জিনিস আপনার জন্য হুমকি

আপনি যখন সকালে বাসা থেকে বের হন তখন ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন, প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, খানাখন্দে হোঁচট খেয়ে পড়তে পারেন, ইতর মানুষের গালি ও হিংসার শিকার হতে পারেন, কুটিল সহকর্মীর দুরভিসন্ধি এবং ধূর্ত বিক্রেতার প্রতারণায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তাই বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আপনার প্রিয় নবীর শিখিয়ে দেওয়া দুআটি আপনি

[১] সূরা তালাক, আয়াত : ০৩

www.QuranerAlo.net

অবশ্যই পড়বেন—

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

*আল্লাহর নামে যাত্রা শুরু করছি। আল্লাহর ওপরই নির্ভর করছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—পথভ্রষ্ট করা এবং পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে, পদস্খলন ঘটানো ও পদস্খলনের শিকার হওয়া থেকে, অত্যাচার করা এবং অত্যাচারিত হওয়া থেকে। মূর্খসুলভ আচরণ করা এবং মূর্খসুলভ আচরণের শিকার হওয়া থেকে।*[১]

দুআ পড়া শেষ? এবার তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুন। দেখবেন সব ভয় কেটে গেছে।

ঘুমিয়ে পড়তে চাইলে বিছানায় পিঠ এলিয়ে দেওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করুন। আপনার দায়িত্ব তাঁর হাতেই ছেড়ে দেন। তাঁরই কাছে আশা রাখুন এবং তাঁকেই ভয় করুন।

আপনার রব আপনাকে তাঁর ওপর ভরসা করতে এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করতে আদেশ করেছেন। সুতরাং, আপনি তাঁর ওপর ভরসা করুন। তাঁকে স্মরণ করুন। কারণ, তাঁকে আপনার প্রয়োজন। সুতরাং, তাঁর আদেশের এই সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না। এই উপহার ফিরিয়ে দেবেন না। এর অধিকারী হওয়া থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না।

হে আল্লাহ, আপনার প্রতি আমাদের নির্ভরতা বাড়িয়ে দেন। আপনার কাছে আশ্রয়গ্রহণকারী হিসেবে কবুল করুন। আপনার প্রতি সুদৃঢ় ঈমান দ্বারা আমাদেরকে আচ্ছাদিত করুন এবং ঈমানের কষ্টিপাথরে ঘষে জাগতিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করুন। শুধু আপনার সম্পর্কটিই টিকিয়ে রাখুন।

[১] সুনান্ আবী দাউদ : ৫০৯৬

www.QuranerAlo.net

# আশ-শাকূর : الشَّكُورُ

## গুণগ্রাহী

খুব সম্ভব আপনার জীবনেও এমনটা ঘটেছে যে, আপনি কারও উপকার করেছেন; কিন্তু কিছুদিন পরে সে আপনার উপকারের কথা ভুলে গেছে; আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। অধিকন্তু এখন সে আপনাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্য পথ ধরে।

নিঃসন্দেহে এটা মানব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। তবে এটাই সত্য। কারণ, পৃথিবীতে অকৃতজ্ঞ মানুষের সংখ্যাই বেশি। তাদের জীবনের ডায়েরিতে 'ধন্যবাদ' শব্দটি নেই। এজন্য তারা অনুগ্রহকারীকে যথাযথভাবে বলতে পারে না—'আল্লাহ যেন আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেন।'

একটু মুচকি হাসি তাদের কাছে অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের মতোই দুষ্প্রাপ্য। বাদ দেন তাদেরকে। তাদের মতো অকৃতজ্ঞ ও অসামাজিক লোকেদেরকে তিরস্কার করে গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তারা যে-নিকৃষ্ট জীবন-যাপন করছে, সেটা নিয়ে ভাবারও কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি গুণগ্রাহী আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন। তারা আপনার অন্তরে যে-ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছে—তা পুনর্নির্মাণ করার জন্য আপনার রবের সান্নিধ্য গ্রহণ করুন। তাঁর স্মরণে সময় কাটান। তাঁর 'আশ-শাকূর' নামটি নিয়ে ভাবুন। জীবনের বিবর্ণ পাতাগুলোকে এই মহান নামের ছোঁয়ায় সজীব করে তুলুন।

www.QuranerAlo.net

আপনি যদি এতটুকু করতে পারেন তাহলে তিনি আপনাকে প্রভূত কল্যাণ দান করবেন। এত বেশি দান করবেন যে, আপনি বিস্মিত হতে বাধ্য হবেন। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে এত বেশি প্রতিদান দেন যে, যে প্রতিদানের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না—আসমান-জমিনের ব্যাপ্তির সঙ্গেও তাঁর দানের তুলনা চলে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে সৎকাজের আদেশ দিয়েছেন। সৎকাজ সম্পাদনের বিশেষ যোগ্যতা ও উপযোগিতাও দিয়েছেন। সুতরাং, এখন যদি আপনি দুনিয়ার তাবৎ সৎকাজও করেন তাহলে এর প্রকৃত কৃতিত্ব ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহরই প্রাপ্য। কেননা তিনিই আপনাকে সৎকাজের পথ দেখিয়েছেন। উপায়-উপকরণগুলো সহজ ও সহজলভ্য করে দিয়েছেন। আপনার সার্বিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছেন। সুতরাং, এর চেয়ে অধিক বদান্যতা আর কীভাবে দেখানো যেতে পারে? এর চেয়ে বেশি দানশীলতা আর কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

কীভাবে তিনি আপনাকে এতটা দান করতে পারেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আপনার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাবে; তবু কোনো সদুত্তর খুঁজে পাবেন না। শেষ বেলায় এসে আপনি বলতে বাধ্য হবেন যে, তাঁর সত্তা যেমন দিব্যচোখে পরখ করা যায় না, তেমনই তাঁর নাম ও গুণাবলির প্রকৃত অর্থ-চিত্রও মন-মস্তিষ্কে ধারণ করা যায় না। তবে আমরা এই নাম নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হতে পারি। শেকড় আঁকড়ে ধরে এর তাৎপর্য ও মহিমা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি। সর্বোপরি এই নামের প্রশান্তিদায়ক ছায়ায় নিজেদের জীবন শান্তিময় করতে পারি।

আল্লাহর গুণগ্রাহিতার চিত্র হলো—

» তিনি বান্দার গুনাহ মাফ করেন। তার দোষ গোপন রাখেন।

» সাওয়াব বাড়িয়ে দেন।

» সচ্ছলতা ও সন্তান দান করেন।

» সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

» জীবনকে সুখময় করেন।

www.QuranerAlo.net

» আপনাকে সুনাম-সুখ্যাতি দান করেন।

» দুআ কবুল করেন। আপনাকে তাঁর নৈকট্য দান করেন। তাঁর সান্নিধ্যে একাকী সময় কাটানোর সুযোগ দেন।

» অন্যরা যে-সব রোগে মারা যায়, তিনি আপনাকে সে-সব রোগ থেকে নিরাপদ রাখেন।

» সামান্য যে-সব বিপদে অন্যরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে, তাঁর চেয়েও বড় বড় বিপদে আপনাকে স্থির রাখেন এবং নির্ধারতি সময়ে বিপদমুক্ত করেন।

» অন্যরা যখন পথভ্রষ্টতার শিকার হয় তিনি তখন আপনাকে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

» তিনি আপনাকে হিদায়াতের ওপর স্থির রাখেন। অথচ আপনার চেয়েও জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বেদ্বীন হয়ে যায়।

## অংকের হিসাব

পড়ুন এবং কল্পনা করুন—

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ

*যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, প্রত্যেক শীষে থাকে একশ শস্যদানা।*[১]

এখানেই কি শেষ? একদম না—

وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ

*আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে, বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।*[২]

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬১
[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬১

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ কতই না মহান। নেক আমলের একটি বীজ তাঁর অনুগ্রহ, বদান্যতা ও সুবিবেচনায় সাতশটি সাওয়াবের শস্যদানায় পরিণত হয়।

কীভাবে 'এক' সাতশ হয়ে যেতে পারে?

একটি ভালো কাজ করলে একটি সাওয়াবই তো পাওয়ার কথা; কিন্তু আল্লাহ আপনাকে নিজ গুণে সাতশ গুণ বাড়িয়ে দেন। তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে আরও বাড়িয়ে দেন। আল্লাহর বদান্যতার কাছে সব হিসাবই বৃথা। কারণ, এ এমন এক বদান্যতা যা কোনো হিসাব মানে না। রবের দান এমনই হয়ে থাকে।

আল্লাহ কতই না মহান। তিনি আপনাকে দানের আতিশয্যে বিমুগ্ধ করেন। সম্মানের বাতাবরণে বিস্ময়াভিভূত করেন। কে এমন আছে, যাকে এই মহান আল্লাহ কিছুই দেননি? দানের আতিশয্যে বিস্ময়ে বিমূঢ় করেননি?

বস্তুত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা তাঁর অগণন দান ও দয়ায় ধন্য হতে থাকি।

## আর স্মরণ করুন...

মহান আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসূলগণ সর্বপ্রকার নেক আমল করেছেন। সর্বত্র সত্যের বাণী প্রচার করেছেন। বিনিময়ে তিনি তাদেরকে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছেন। তাদেরকে মানবতার আদর্শরূপে উপস্থাপন করেছেন। তাদের জীবনের ঘটনা ও শিক্ষাগুলোকে ঐশীগ্রন্থে স্থান দিয়ে তাদেরকে অমরত্ব দান করেছেন। তাদের মান-মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। কাউকে তাদের মর্যাদাহানির অবকাশ দেননি। এমনকি তাদের ব্যাপারে বিরূপ ধারণা পোষণেরও বৈধতা রাখেননি। এছাড়া আরও অনেক মূল্যবান প্রতিদানে তাদেরকে ভূষিত করেছেন।

নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে নবী-রাসূলগণকে এবং আল্লাহর মনোনীত বান্দাদেরকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখার প্রচেষ্টা এবং তার কার্যকারণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি ধারণা পাওয়া যায়—

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইবরাহীমকে; তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, নবী।[১]

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৪১

www.QuranerAlo.net

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًا ۝٥١

আর স্মরণ করুন এ কিতাবে মূসাকে; অবশ্যই তিনি ছিলেন সবিশেষ মনোনীত।[১]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝٥٦

আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইদরীসকে। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ—নবী।[২]

এছাড়াও সূরা সাদ—এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আইয়ুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন—

وَجَدْنَاهُ صَابِرًا

আমি তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীলরূপে।

এবার আয়াতটির পরবর্তী অংশ পড়ুন—

نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ

বান্দা হিসেবে তিনি কতই না উত্তম।

একটু ভাবুন তো, রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে বলছেন—'বান্দা হিসেবে তিনি কতই না উত্তম'— এর চেয়ে বড় সম্মাননা আর কী হতে পারে? কৃতার্থতার এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কী হতে পারে?

সবশেষে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আল্লাহর গুণগ্রাহিতার নমুনা দেখুন। কীভাবে তিনি তার জন্য রহমত বণ্টন করে বলেছেন—

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫১
[২] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৬

www.QuranerAlo.net

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴿٣٢﴾

তারা কি আপনার রবের রহমত বণ্টন করে নিতে চায়?[১]

আল্লাহ তাকে নিজের বার্তাবাহক নিযুক্ত করেও বিশেষায়িত করেছেন—

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿١٢٤﴾

আল্লাহই অধিক জ্ঞাত তিনি কোথায় তাঁর বার্তা সংস্থাপন করবেন।[২]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী—

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿٦٧﴾

আর আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ঠ হতে রক্ষা করেন।[৩]

তার চরিত্রকে করেছেন উত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٠٤﴾

আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।[৪]

শুধু তাই নয়; আযান ও কালিমাতুশ শাহদাতে মহান আল্লাহ তাঁর নামের সঙ্গে প্রিয় নবীর নাম যুক্ত করে তাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন।

প্রিয় নবীর সান্নিধ্যে থেকে তার প্রিয় সাহাবীগণও তার চারিত্রিক গুণাবলি ধারণ করেছিলেন। ইসলামের জন্য নিজেদের জান-মাল সঁপে দিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও তাদের সঙ্গে অসামান্য কৃতার্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

---

[১] সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৩২
[২] সূরা আনআম, আয়াত : ১২৪
[৩] সূরা মায়েদা, আয়াত : ৬৭
[৪] সূরা কালাম, আয়াত : ০৪

www.QuranerAlo.net

তাদেরকে অনন্য প্রতিদানে বিভূষিত করেছেন। তাদের ব্যাপারে সমালোচনা বা বিরূপ ধারণা করাকে মুনাফিকীর লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের সাওয়াব বৃদ্ধি করেছেন। তাদের সবাইকে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সর্বোপরি তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছেন—

لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ۝١٨

*আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাইআত নিচ্ছিল।*[১]

আরও বলেছেন—

وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۝١٠

*আর প্রত্যেককেই আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন।*[২]

অধিকন্তু সাধারণভাবে সকল সাহাবীর এবং বিশেষভাবে অনেক সাহাবীর ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে উপর্যুপরি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। স্থান-সংকুলানের অভাবে হাদীসগুলো এখানে উদ্ধৃত করছি না। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ সবই তাদের বিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে আল্লাহর গুণগ্রাহিতা ও প্রতিদান প্রদানের নমুনা।

## শস্যদানা পরিমাণ

মহান আল্লাহ তাঁর শান, মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অনুযায়ী মানুষকে তাদের নেক আমল ও সদাচারের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তাঁর প্রতিদান অন্যদের স্বাভাবিক প্রতিদানের মতো নয়। তিনি হলেন 'আশ-শাকূর'—অতীব গুণগ্রাহী। তাঁর এক প্রতিদান অন্য সকলের সমস্ত কৃতজ্ঞতা ও প্রতিদানের তুলনায় অনেক বেশি। আপনি একটা আমল করলে তিনি বারবার আপনাকে এর প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আপনার কাজ একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ হলে সেটা ছোট-বড় যেমনই হোক—তিনি সব কাজের প্রতিদান

[১] সূরা ফাতহ, আয়াত : ১৮
[২] সূরা হাদীদ, আয়াত : ১০

www.QuranerAlo.net

দেবেন। তিনি শুধু বড় আমলের পুরস্কার দেন না; বরং কোনো আমল শস্যদানা পরিমাণ হলেও তিনি সেটাকে বড় করে তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝

*যে-ব্যক্তি শস্যদানা পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।*[১]

তিনি এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে একজন নারীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। একটি কুকুরকে পানি পান করানোর প্রতিদান হিসেবে এক পতিতাকে জান্নাত দিয়েছেন। এক পাপাচারী সারা জীবন পাপ করার পর মৃত্যুর সময় আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ছেলেদেরকে ওসিয়ত করে বলেছিল, মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে পুড়িয়ে ফেলো। এতে হয়তো আল্লাহর শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাবো। তার এই ভয়ের কারণে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তার জন্য জান্নাতের ফায়সালা করেছেন। আরেকজনের মাত্র একটা সাওয়াব ছিল; সেটা ছিল তার এক ভাইয়ের প্রতি সাদাকা। আল্লাহ তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। আরেকজন তো একশত মানুষ হত্যা করেছিল। তারপরও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে জান্নাত দিয়েছেন। কারণ, সে আল্লাহর দিকে হিজরত করেছিল।

আল্লাহর গুণগ্রাহিতার আরেকটি দিক হলো, তিনি সাদাকাকারীর সাওয়াব দ্রুত দিয়ে দেন। তাদেরকে অঢেল বরকত ঢেলে দেন। তাঁর দুয়া ও অনুগ্রহ দিয়ে আচ্ছাদিত করে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا يَقْبَلُهَا اللَّهُ مِنْهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ

*বান্দা যখন তার হালাল উপার্জন থেকে সামান্য কিছু দান করে, আল্লাহ সেই দান ডান হাতে কবুল করেন। অতঃপর সেটাকে ঠিক সেভাবে প্রতিপালন করেন যেভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাকে।*[২]

এবার এ সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনুন। প্রায় দশ বছর আগে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী এক ভদ্রলোকের সাথে বিখ্যাত একটি সুপার মার্কেটের সামনে দেখা হয়। ভদ্রলোক সুপার মার্কেটের মালিকের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মার্কেটের মালিক

[১] সূরা যিলযাল, আয়াত : ০৭
[২] *সহীহ বুখারী* : ১৪১০; *সহীহ মুসলিম* : ১০১৪

www.QuranerAlo.net

প্রথমে সামান্য একজন চাকুরিজীবী ছিলেন। তার স্ত্রীও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতেন। তারা উভয়ে একটি বাড়ি বানানোর উদ্দেশ্যে সঞ্চয় শুরু করেন। সঞ্চয় শেষ হওয়ার পর একদিন ভদ্রলোক মসজিদে যান। জনৈক দাঈ তখন মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে বলছিলেন—

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

*যে-ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটা মসজিদ নির্মাণ করে—হোক তা পাখির বাসার সমান—আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটা বাড়ি নির্মাণ করেন।*[১]

কথাটা ভদ্রলোকের খুবই মনে ধরে। তিনি রাতে বাসায় এসে স্ত্রীর সাথে এই ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করেন এবং বলেন, এতদিনের জমানো অর্থের সবটাই তিনি মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করতে চান। তার স্ত্রীও এতে সানন্দে রাজি হয়ে যান এবং উভয়ের সমস্ত অর্থ মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করেন।

একবার ভেবে দেখুন, আপনি একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বছরের পর বছর ধরে যে-টাকা জমা করেছেন, এক রাতেই তা অন্যের মালিকানাধীন একটি প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ?

লোকটি আমাকে আরও বলেন, মসজিদ নির্মাণের পর তারা আবারও টাকা জমানো শুরু করেন। স্বামীর মাথায় তখন ব্যাবসার চিন্তাটাও আসে। তিনি একটি ছোটখাট প্রসাধনীর দোকান খুলে বসেন। চারিদিক থেকে তার কাছে ক্রেতাদের ওর্ডার আসতে থাকে। অল্প দিনেই তার অর্থ-বিত্ত বেড়ে যায়। গ্রাহক ও ভোক্তাদের ওর্ডার ও আনাগোনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি দোকানের পরিধি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন। এতেও যখন তাদের চাহিদা পূরণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে তখন তিনি শহর ও শহরতলিতে একাধিক শাখা খুলে বসেন।

ভদ্রলোক জানান, এখন পূর্বাঞ্চলে তার তেরোটার মতো শাখা রয়েছে। এটা দশ বছর আগের ঘটনা। গুণগ্রাহী আল্লাহ কতই না মহামহিম। তাঁর সাথে যে ব্যাবসা করে তাকে তিনি ব্যাবসায় ক্ষতিগ্রস্ত করেন না।

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৭৩৮

www.QuranerAlo.net

একবার আরেক ভদ্রলোকের সাথে আমার দেখা হয়। এই মুহূর্তে তার পূর্ণ নাম মনে করতে পারছি না। তবে তার নামের শেষে আর-রাহীলী ছিল। আমি মজা করে তাকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কি তবে জেদ্দা শহরের বিখ্যাত 'আর-রাহীলী' সিএনজি স্টেশনের মালিক?'

তিনি হেসে বলেন, 'না, আমি সেরকম কেউ নই। তবে আপনি যার কথা বলেছেন সে আমারই এক নিকটাত্মীয়।'

তারপর আমাকে সেই সিএনজি স্টেশনের মালিকের ঘটনা শোনান। আর-রাহীলী প্রথম জীবনে দরিদ্রদেরকে অনেক বেশি দান-সাদাকা করতেন। ইয়াতীমদের দেখাশোনা করতেন। আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নিতেন। এ কারণেই আল্লাহ তার জন্য সবকিছু সহজ করে দেন। অল্প দিনেই তিনি বেশ কয়েকটি সিএনজি স্টেশনের মালিক ও একজন সফল ব্যাবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। 'আশ-শাকূর'—আল্লাহর শোকর ও দান এমনই হয়ে থাকে।

## 'তুমি ব্যয় কর, আমিও তোমার জন্য ব্যয় করব।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ

*সাদাকা করলে অর্থ সামান্যও কমে না।*[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীটি আমাদেরকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে হবে। সেই সঙ্গে হাদীসে কুদসিতে বর্ণিত মহান রবের এই কথাটিও মনে রাখতে হবে—

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৩৯৫

www.QuranerAlo.net

“

ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

*হে আদম সন্তান, তুমি ব্যয় করো, আমি তোমার জন্য ব্যয় করব।*[১]

আপনি যদি কোনো গরীবের হাতে একটা টাকাও তুলে দেন তাহলে নিশ্চিত থাকুন, আল্লাহ আপনাকে এর সমান অর্থ দান করবেন কিংবা এর চেয়েও বেশি মূল্যের স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য, সন্তুষ্টি ও নিরাপত্তা দান করবেন। বিষয়টি বোঝার জন্য একটি ঘটনা উদ্ধৃত করি—

একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিতান্ত গরীব এক ছাত্র জুমআর সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে দেখতে পায়, জনৈক ভদ্রলোক একটা দানবাক্স নিয়ে মানুষকে দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করছে এবং উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বলছে—'বান্দা, তুমি ব্যয় করো, আমি তোমার জন্য ব্যয় করব।' ছাত্রটা তার এই কথায় খুবই প্রভাবিত হয়। পকেট হাতড়ে সাকুল্যে পাঁচ টাকা পায় এবং পুরোটাই দানবাক্সে দিয়ে দেয়। তার হৃদয়ে এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 'সে সীমাহীন দারিদ্র্য সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছে। সুতরাং, আল্লাহও তার জন্য ব্যয় করবেন।' অল্প সময়ের ব্যবধানেই তার এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানায় যে, মাত্রই কিছু পয়সা তার হস্তগত হয়েছে। সবগুলো পয়সা তার এই মুহূর্তে দরকার নেই। তাই সে দুই হাজার টাকা তাকে দিতে চাচ্ছে। ছাত্রটি তখন স্পষ্টতই বুঝতে পারে যে, তার পাঁচ টাকার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য দুই হাজার টাকা ব্যয় করছেন।

অনেকদিন আগে একটা ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম, জনৈক মহিলা লিখেছেন, এক সকালে তার ঘরের দরজায় এক ভিক্ষুক কড়া নাড়ে। মহিলা তার ব্যাগ থেকে একশ টাকার শেষ নোটটা বের করে ভিক্ষুককে দিয়ে দেন এবং মনে মনে বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে দশগুণ বাড়িয়ে দেন।'

ভিক্ষুক বিদায় হওয়ার পর মহিলা যথারীতি ঘরের কাজে মন দেন। রান্নাঘরে গিয়ে স্বামীর জন্য নাশতা তৈরি করেন। স্বামী ঘুম থেকে উঠে নাশতা খেতে বসে। একটু পরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'গত রাতে তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে। তুমি ঘুমিয়ে

[১] *সহীহ বুখারী : ৫৩৫২*

www.QuranerAlo.net

পড়ায় তোমাকে আর ডাকিনি। বালিশের পাশে রাখা আছে। একটু দেখে এসো।' স্ত্রী চিঠি দেখতে চলে যান। খামটা খুলেই তিনি চমকে ওঠেন। এক হাজার টাকার একটা ব্যাংক-চেক। এক পাশে ছোট্ট করে লেখা, গত সপ্তাহে পত্রিকার সম্পাদক বরাবর যে-প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন সেটা মনোনীত হয়েছে। এটা তারই পুরস্কার।

## ভালো কাজ করুন...

আপনার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চাওয়া-পাওয়া যেন দুনিয়া কেন্দ্রিক না হয়। কারণ, আল্লাহ আপনাকে প্রয়োজনের সবটুকু দুনিয়ায় দিয়েই শেষ করতে চান না। বরং তিনি আপনার আখিরাতের জন্যও কিছু তুলে রাখেন। কারণ, দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতেই আপনার বেশি প্রয়োজন হবে। তাই এখন থেকে মহান আল্লাহ আপনার জন্য আপনারই অজ্ঞাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় তুলে রাখছেন এবং সেদিকে লক্ষ করেই দুনিয়ার কিছু প্রয়োজন অপূর্ণ রাখছেন।

সন্তান যখন মা-বাবার প্রতি সদাচার করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের বৈধ আদেশ-উপদেশ মেনে চলে তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর প্রতিদানের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। মা-বাবার আনুগত্য ও সদাচার তাদের জীবনে সফলতা বয়ে আনে। আপনি পৃথিবীর সফল ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ করুন। দেখবেন, মা-বাবার আনুগত্য এবং সদাচারই তাদের সফলতার পেছনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন—

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴿٧٧﴾

*তোমরা ভালো কাজ করো।*[১]

এই ভালো কাজ যত ছোটই হোক না কেন, গুণগ্রাহী আল্লাহ এর প্রতিদান দেবেনই।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

*যে-ব্যক্তি শস্যদানা পরিমাণ সৎকাজ করবে সে সেটা দেখতে পাবে।*[২]

[১] সূরা হাজ্জ, আয়াত : ৭৭
[২] সূরা যিলযাল, আয়াত : ০৭

www.QuranerAlo.net

সুতরাং, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার সদাচার ও সৎকাজ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন—মহান আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই তার প্রতিদান দেবেন। যে-শস্যদানাটি খালি চোখে দেখা-ই যায় না—আপনি যদি তার সমপরিমাণ সৎকাজও করেন—তবুও হাশরের দিন সেটাকে আপনার জন্য অপেক্ষমাণ দেখতে পাবেন। এই দিনের ভয়াবহতা দেখে যখন সমস্ত সৃষ্টি দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়বে এবং শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে তখন এই অণুপরিমাণ পুণ্যই আপনাকে অবিচল রাখবে। আপনার হৃদয়ের গভীরে আনন্দের হিমেল হাওয়া বইয়ে দেবে।

ট্রাফিক সিগনাল পার হওয়ার সময় বিপরীত রাস্তার লোকজনকে বিরক্ত না করে গাড়ির লাইটটা বন্ধ করে রাখুন। ট্রাফিক ও পথচারীরা হয়তো আপনার উদ্দেশ্য জানবে না, তাই আপনার কাজের দিকে হয়তো তেমন খেয়ালও করবে না; তাই বলে আপনার গুণগ্রাহী আল্লাহও যে এটা দেখবেন না এবং আপনাকে এর প্রতিদান দেবেন না—তা কিন্তু ভাববেন না। বরং অবশ্যই তিনি আপনাকে দেখবেন এবং আপনাকে এর পুরস্কার দেবেন। এই যে আপনি গাড়ি নিয়ে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন—এটা কি খুব ছোট পুরস্কার!

আর মনে রাখবেন, সৎকর্মের পরিধি অনেক বিস্তৃত। কারও ঘুমে ব্যাঘাত ঘটার ভয়ে আস্তে দরজা খোলা, বৃদ্ধলোকের সুবিধার জন্য মসজিদের প্রবেশ-দ্বার টেনে ধরা, রাস্তা পারাপারের সময় বিড়ালের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা, অবোধ শিশুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসা, ঘরের রুম বা অফিস-কক্ষ পরিপাটি রাখা, মৃতদের জন্য দুআ করা, পানির ট্যাপ ভালোমতো বন্ধ করা, রাস্তায় পড়ে থাকা গাছের ডাল বা কলার খোসা সরানো—এবং এজাতীয় অন্যান্য ছোট ছোট কাজও গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। 'আশ-শাকুর' আল্লাহ আপনাকে এগুলোর বিনিময়ে মহা পুরস্কার ও প্রভূত কল্যাণ দান করবেন। বিভিন্ন বিপদাপদ হতে রক্ষা করবেন। কারণ, এরূপ ভালো কাজ করতে আল্লাহই আপনাকে আদেশ করেছেন—

وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ ﴿٧٧﴾

তোমরা ভালো কাজ করো।[১]

[১] সূরা হাজ্জ, আয়াত : ৭৭

www.QuraneAlo.net

## চুপ করুন

আপনার জন্য সর্বোত্তম কাজ হলো প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করা। তিলাওয়াতের সময় মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। সেই সঙ্গে মনে মনে এই সংকল্প করা যে, আজকে যে-ভালো বিষয়টি জানতে পেরেছেন সেটা কার্যে পরিণত করার পূর্বেই যেন আজকের দিনটি শেষ না হয়ে যায়। এটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, আপনি সর্বোত্তম কাজটিই করেছেন। কারণ, আপনার এই কাজটি কুরআনের অবতরণের মৌলিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে আপনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নিজেকে মহান আল্লাহর হাতে সমর্পণ করা। প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণে আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়ে তোলা। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে মহান আল্লাহর ইবাদত করা। ইসলামের উন্নত নীতি অনুসারে মানুষের সঙ্গে লেনদেন করা। কথা, আচরণ ও অনুভবে ইসলামের আদর্শ তুলে ধরা। এরপর নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করা।

একবার ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'যে-ব্যক্তি ইসলাম ও সুন্নাহর ওপর মৃত্যুবরণ করে সে কি কল্যাণের ওপর মৃত্যুবরণ করে?' তিনি প্রশ্নকর্তাকে বলেন, 'চুপ করুন, সে তো পূর্ণাঙ্গ কল্যাণের ওপরই মৃত্যুবরণ করে।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ

*আর তোমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর যা ব্যয় করবে তাই আল্লাহর কাছে পাবে।*[১]

আপনি একটা ভালো কাজ করলে গুণগ্রাহী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই ভালো কাজটা সংরক্ষণ করে রাখবেন। ধীরে ধীরে সেটাকে বৃহৎ কলেবরে গড়ে তুলবেন। কিয়ামতের দিন আপনি দেখবেন যে, আপনার অণুপরিমাণ ভালো কাজটি বিশাল পাহাড়ের আকার ধারণ করে আপনাকে নিরাপদ ছায়া দিচ্ছে।

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১১০

www.QuranerAlo.net

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো যা-কিছু অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে—উৎকৃষ্টতর ও মহাপুরস্কার হিসেবে।[১]

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ

আর তারা যে-ভালো কাজই করুক—তা অস্বীকার করা হবে না।[২]

একটি হাদীসে[৩] আছে—

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ

*ভালো কাজ খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচায়।*[৪]

এটা মহান রবেরই গুণগ্রাহিতার একটি অংশ। আপনার ভালো কাজকে তিনি ফেলে দেবেন না; বরং এই ভালো কাজটিকে আপনার খারাপ মৃত্যু রোধ করার অব্যর্থ মাধ্যম হিসেবে স্থির করবেন।

সর্বোপরি 'মহান আল্লাহ গুণগ্রাহী এবং সকল কল্যাণের উৎস'—এই অনুভূতি ও চেতনা কারও মধ্যে জাগ্রত হলে মহান আল্লাহর ওপর তার আস্থা ও নির্ভরতা বৃদ্ধি পায় এবং জীবনের ভালো-মন্দ সকল বিষয়ে তার প্রতি সুধারণা জন্মায়।

## কোথায় যাবো?

এক বেদুইনকে বলা হলো, 'তুমি তো মৃত্যুবরণ করবে।'

সে বলল, 'তারপর কোথায় যাবো?'

---

[১] সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত : ২০
[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১৫
[৩] হাদীসটি সনদের বিচারে দুর্বল হলেও এর অর্থ অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।
[৪] তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর* : ৮০১৪- ৮/২৬১

www.QuranerAlo.net

Contents

'আল্লাহর কাছে।'

'তাহলে সমস্যা নেই। কারণ, যাঁর কাছে কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ পাবো না, তাঁর কাছে যেতে ভয় কীসের?'

আহ, কী অপার্থিব অনুভূতি। আল্লাহর ওপর কত বড় আশা এই বেদুইনের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে। এ ব্যাপারটা পবিত্র কুরআন দ্বারাও স্বীকৃত। মহান আল্লাহ বলেন—

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۞

তোমাদের যে-সব নিয়ামত আছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই।[১]

সবকিছুই। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, টাকা-পয়সা, আরাম-আয়েশ—যা-কিছু আপনাকে ঘিরে রেখেছে তার—সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۞

আপনার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বিশাল।[২]

আপনি সাকুল্যে ষাট-সত্তর বছর তাঁর ইবাদত করেন। এর মধ্যেও আবার অধিকাংশ সময়ই ঘুমিয়ে বা বৈধ কাজ করেই কাটিয়ে দেন। তারপরও তিনি আপনাকে এমন জান্নাত উপহার দেবেন—যার পরিধি আসমান-জমিন পরিব্যাপ্ত। আপনি এই জান্নাতে অনন্তকাল বসবাস করবেন।

কিছু না করতেই যিনি আপনাকে এত দিতে পারেন, সামান্য কিছু করলে তিনি ঠিক কতটা দিতে পারেন? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আপনি এভাবে একটি ধারণা পেতে পারেন যে, আল্লাহর যে-সকল বান্দা কখনই তাঁর কোনো ইবাদত করে না, তিনি তাদেরকেও আপন অনুগ্রহে ধন্য করেন। তাদের তুলনায় আপনি একটা ভালো কাজ হলেও তো করেছেন! সুতরাং, আপনার জন্য এমনটি ভাবা আদৌ সমীচীন হবে না যে, 'আশ-শাকূর' আল্লাহ আপনাকে কিছুই দান করবেন না কিংবা যারা মোটেই কোনো ভালোকাজ করে না তাদের সমান প্রতিদান দেবেন।

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ৫৩
[২] সূরা নিসা, আয়াত : ১১৩

www.QuranerAlo.net

Contents

## উদ্ধার

একদা তিন ব্যক্তি রাত্রি যাপনের জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। সকালে উঠে দেখতে পায়, একটা বড় পাথরখণ্ড গুহার মুখ রোধ করে রেখেছে। তারা কিছুতেই পাথরখণ্ডটি সরাতে পারছিল না। অনন্যোপায় হয়ে তারা নিজেদের সৎকর্মের কথা তুলে ধরে মহান আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয় করে মুক্তি প্রার্থনা করে। তাদের দুআ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি গুহামুখ থেকে সরে যায়। সৎকাজের প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করেন। তারা খোলা আকাশের নিচে সূর্যের আলোয় হাঁটতে শুরু করে।

ঈসা আলাইহিস সালাম-এর বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের নিকৃষ্ট লোকগুলো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাকে হত্যা করার জন্য অতর্কিতে তার ঘরে আক্রমণ করে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার করেন। একেবারে আসমানে তুলে নেন। এভাবে সব ধরনের দুশ্চিন্তা, বিপদ ও দুর্ভাবনা থেকে আল্লাহ তাকে মুক্তি দেন এবং ফেরেশতাদের সান্নিধ্যে বসবাসের অনন্য মর্যাদা দেন।

জেনে রাখুন, নিজেকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করা অত্যন্ত নিরাপদ একটি ব্যাবসা। কারণ, এই ব্যাবসার প্রথম পক্ষ আপনি আর দ্বিতীয় পক্ষ স্বয়ং আল্লাহ। কাজেই এ ব্যাবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। অধিকন্তু আপনি এই ব্যাবসায় সম্মত হলে মহান আল্লাহ আপনাকে সমস্ত বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করবেন। অতএব, নিজেকে এখনই আল্লাহর হাতে সোপর্দ করুন। প্রতিনিয়ত ভালো কাজ করতে থাকুন। তিনি আপনাকে রক্ষা করবেন। আপনার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন। যেভাবে একটি তাসবীহ-এর ওপর ভিত্তি করে তিনি ইউনুস আলাইহিস সালামকে রক্ষা করেছিলেন এবং তার অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন।

আপনি তো সেই সত্তার সাথে ব্যাবসা করছেন—যাঁর আছে বিপুল বদান্যতা, অশেষ মেহেরবানী ও অপরিসীম অনুগ্রহ। সুতরাং, এ ব্যাবসায় ক্ষতির কোনো ভয় নেই। কাজেই আপনি ব্যাবসা শুরু করে তাঁর সঙ্গজুড়ে থাকুন। তাঁর অনুগ্রহগুলো চিন্তা করুন। তিনি কখনই আপনাকে ত্যাগ করবেন না—এ ভরসাটুকু অন্তত রাখুন। আপনি আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ একটা সিজদা দিলেই তিনি আপনাকে এর উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন। অতএব, এখন থেকে শুধু তাঁর সাথে থাকবেন এবং তাঁর চাহিদামতোই চলবেন।

www.QuranerAlo.net

হে আল্লাহ, আমরা যেন আপনাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি এবং আপনার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি—আপনি আমাদেরকে সেই তাওফীক দেন। আমাদের সে-সকল কাজ করার সুযোগ দেন যা আপনার প্রতিদানের রাস্তা খুলে দেয়—হে গুণগ্রাহী মহান প্রশংসিত আল্লাহ।

www.QuranerAlo.net

# আল-জাব্বার : الْجَبَّارُ

## মহিমান্বিত

কখনও কি এমন হয়েছে যে, বিপদ-আপদ আপনাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরেছে? ভয় আপনার ওপর চেপে বসেছে? ঝড়-ঝাপটা আপনার ওপর আছড়ে পড়েছে? দারিদ্র্য আপনার জীবনে গতিপথ পাল্টে দিয়েছে? অসুস্থতা আপনার শরীরকে জীর্ণশীর্ণ করে দিয়েছে? দুর্বলতা আপনাকে ক্লিষ্ট করেছে? বিদ্রূপের দৃষ্টি আপনাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে?

যদি এমনই হয়ে থাকে তবে আপনার ভগ্ন হৃদয় ও দুর্বল আত্মার আশু চিকিৎসা প্রয়োজন। সুতরাং, এর উন্নত ও কার্যকর চিকিৎসার জন্য এখনই মহান আল্লাহর 'আল-জাব্বার' নামটির সাথে পরিচিত হোন। এ নামের মাহাত্ম্য আপনার হৃদয়ের ভাঙন দূর করবে। এ নামের ছোঁয়া আপনার ক্ষতগুলো প্রশমিত করবে এবং এ নামের কোমল পরশ আপনার অশান্ত হৃদয়ে শান্তির হিল্লোল বইয়ে দেবে।

### কেন আপনার ভগ্ন হৃদয়?

'আল-জাব্বার' নামের তাৎপর্য এই যে, যে-মহান সত্তা এই নামটি ধারণ করে আছেন তিনি তাঁর বান্দার দেহ ও মনের ভাঙন দূর করেন। এ কারণেই যখন কোনো বান্দা এই নামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে তখন সে লাভ করে সুখ-সুস্বাস্থ্যের পথ্য, ব্যথার ঔষধ ও দুশ্চিন্তার উপশম।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ জানেন যে, বান্দার দেহ ও মনে ভাঙন দেখা দেবেই। এই ভাঙন অনেক সময় তার চিন্তা, মনন ও জীবনযাত্রায়ও গভীর প্রভাব ফেলবে। তাই তিনি আপন দয়াগুণে এর প্রতিকার করেন। 'আল-জাব্বার' নামের অভিপ্রকাশ ঘটান এবং এর মাধ্যমে জানান দিতে চান যে, তিনি বান্দার দেহ ও মনের ক্ষত সম্পর্কে জানেন এবং একমাত্র তিনিই এর প্রতিকারের ক্ষমতা রাখেন—যেন বান্দা সুখে-দুঃখে তাঁরই দিকে ছুটে যায়; তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয়।

জীবনের এ ভাঙনগুলো বিভিন্ন রকমের—

» শরীরের হাড়গোড় ভেঙে যাওয়া, অপমানে অন্তর ফেটে যাওয়া, দারিদ্র্যে আত্মা নেতিয়ে পড়া, অসুস্থতায় শক্তি ফুরিয়ে যাওয়া, স্বপ্ন অর্জনের পথে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, মাথা হেলে পড়ে এমন বিপদের সম্মুখীন হওয়া—এ ধরনের বিপদ-আপদে আসমানের দরজা খুলে যায়। নেমে আসে করুণার ছায়া আর ভালোবাসার পরম স্পর্শ।

» এমন কত ইয়াতীম আছে—যাদের দিকে অহংকারী লোকদের দৃষ্টিপাত তাদেরকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলে। মহিমান্বিত আল্লাহ যদি তাদের প্রতি দয়াপরবশ না হতেন, তাহলে হয়তো তারা একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ত জীবনের আশা ছেড়ে দিত।

» এমন কত দুর্বল লোক আছে—যাদের জীবনযাত্রা সবলদের উৎপীড়নে স্থবির হয়ে পড়েছে। যদি মহিমান্বিত আল্লাহ না থাকতেন, তাহলে সারাটা জীবন তাদেরকে মাথাটা নিচু করেই রাখতে হতো।

» এমন কত দরিদ্র লোক আছে—যাদেরকে বিত্তশালীরা বাক্যবানে জর্জরিত করে রেখেছে। যদি মহিমান্বিত আল্লাহ না থাকতেন, তাহলে তাদেরকে সারাটা জীবন এসব কথার দুঃসহ যাতনা বয়ে বেড়াতে হতো।

তিনি বিপর্যস্ত ব্যক্তির প্রতিকার করেন। দুর্বলকে সাহায্য করেন। নিচু শ্রেণির লোককে ওপরে তুলে আনেন। পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিকে এগিয়ে আনেন। তাঁর রহমত অন্তরের ক্ষত দূর করে দেয়।

আমরা এমন অনেককে চিনি, যারা দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে বাবা-মা'র কাছ থেকে অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছে; বন্ধুদের ঠাট্টা-উপহাসের শিকার হয়েছে—তবু দিন শেষে 'আল-জাব্বার'-এর অপার অনুগ্রহে সফল হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

অনেকে ছোটবেলায় এনিমিয়া, যক্ষ্মা ও বুকব্যথায় ভুগেছে। কিন্তু বড় হয়ে ঠিকই তারা শক্ত, সমর্থ ও স্বাস্থ্যবান সুপুরুষে পরিণত হয়েছে।

কোথায় সেই বাধা-বিপত্তি? কোথায় সেই রোগ-শোক? মহান আল্লাহ সবকিছুর প্রতিকার দিয়ে দিয়েছেন। রোগ-শোক ও দুর্বলতাকে শক্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিণত করেছেন।

## আমার সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে দেন

দুই সিজদার মধ্যে আমাদেরকে পড়তে বলা হয়েছে——

"

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي

*হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, নিরাপত্তা দান করুন, রিযিক দেন এবং আমার সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে দেন।*[১]

'আমার সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে দেন'—এই সকাতর প্রার্থনার মধ্যে এই চিত্রই ফুটে ওঠে যে, আমরা দিনে কয়েকবার ভেঙে-চুরে যাই। তাই বারবার তাঁর কাছে ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের প্রার্থনা করতে হয়।

প্রায় আঠারো বছর আগের ঘটনা। আমার বোন পাশের ফ্ল্যাটেই থাকত। একদিন ফজরের সময় তাদের ফ্ল্যাট থেকে আর্তচিৎকার শোনা যায়। ছুটে গিয়ে দেখি, বোনের একমাত্র মেয়েটি এই মাত্র মারা গেছে। বোনটি আক্ষরিক অর্থেই যেন শোকে পাথর হয়ে গেছে। দুঃখ-বেদনায় একেবারে মুষড়ে পড়েছে। দুচোখ বেয়ে অশ্রুর ফোয়ারা নেমে এসেছে। তার এই ভগ্নদশা দেখে আমিও প্রায় মুষড়ে পড়ি। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, এই দুআটি বেশি বেশি পড়বে। আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিকল্প দান করবেন। ইন শা আল্লাহ।

"

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا

*হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আমার এ বিপদে বিনিময় দেন এবং আমাকে এর উত্তম বিকল্প দান করুন।*[২]

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৮৪
[২] *সহীহ মুসলিম* : ২০১১

www.QuranerAlo.net

আমার বোন তার ব্যথিত হৃদয় নিয়েই দুআটি উচ্চারণ করে। তার এই ভাঙা ভাঙা শব্দ ওই সত্তার কাছে পৌঁছে যায়—যিনি তাঁর বান্দাদের ভগ্ন হৃদয়ের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে দেন। তিনি আমার বোনটির ক্ষয়-ক্ষতিও পূরণ করে দেন। তাকে অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে দান করেন। সবাই তার আনুগত্য করে এবং তার প্রতি সদাচার করে।

মহান আল্লাহ এভাবেই বান্দাদের ক্ষতি পূরণ করেন। সুতরাং, যখন আপনার আত্মায় অশান্তি বিরাজ করে, আপনার স্বপ্নগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আপনার আত্মার দালানে ভাঙন ধরে—তখন আপনি বলুন—'ইয়া জাব্বার।'

## আমার জিহ্বার জড়তা দূর করুন

গত বছর আমার এক ছাত্রের সাথে দেখা হয়। তার জিহ্বায় কিছুটা জড়তা আছে। একটা কথা কয়েকবার না বললে বলতেই পারে না। তাকে কাছে ডেকে বললাম, 'তুমি যতবার সিজদায় যাবে ততবার এ দুআ পড়বে—

وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي ۝ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي ۝

আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করুন। তারা যেন আমার কথা বুঝতে পারে।[১]

এর একবছর পরে তার সাথে আবার দেখা। এবার তাকে বেশ সুভাষী মনে হলো। ততদিনে আমি অবশ্য আমার দেওয়া পরামর্শের কথা ভুলেই গেছি। তার কাছে এ পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলে সে বলল, 'ওই যে— وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي 'ওয়াহলুল উকদাতাম মিল লিসানী '-এর আমল।'

এই একটিমাত্র আমলের কল্যাণে মহিমান্বিত আল্লাহ তার জড়তা দূর করে দিয়েছেন।

তিনিই তো সেই 'জাব্বার'—মহিমান্বিত সত্তা, যিনি সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট দূর করেন। সমস্ত রোগ থেকে আরোগ্য দান করেন এবং সমস্ত বিপদাপদ বিদূরিত করেন।

বান্দার মনে দুঃখ-কষ্ট জমাট বাঁধে। তার মনে হয়, এ দুঃখ কখনও দূর হবে না। কিন্তু হঠাৎ করেই মহিমান্বিত আল্লাহ তার হৃদয়ের ক্ষতটা নিরাময় করে দেন। মনের

[১] সূরা ত-হা, আয়াত : ২৭-২৮

www.QuranerAlo.net

কষ্টগুলো মুছে দেন। কয়েক মাসের ব্যবধানে বান্দা তার সমস্ত ব্যথা-বেদনা ভুলে যায়। কারণ, 'আল-জাব্বার' শুধু ক্ষয়-ক্ষতি দূর করেই ক্ষান্ত হন না; বরং এর উত্তম বিকল্পও দান করেন। কাজেই বান্দার তখন মনে হয়, তার সবকিছুই আগের মতো আছে। বরং; আরও ভালো হয়েছে।

তিনিই একমাত্র সত্তা, যিনি দেহ, মন ও আত্মার সব ধরনের ভাঙন দূর করেন। হৃদয়ের সমস্ত ক্ষত দূর করে দেন। চোখের পানি মুছে ঠোঁটে হাসি তুলে দেন। কাজেই যখন আপনি দুশ্চিন্তার চাপে পিষ্ট হয়ে যাবেন কিংবা যখন বিপদাপদ আপনাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে তখন আপনি অস্থির হয়ে পড়বেন না। বরং সালাতের জন্য কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। দেখবেন, মুহূর্তেই আপনার সমস্ত দুঃখ-ব্যথা দূর হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।

## তিনি আপনার মুচকি হাসি পছন্দ করেন

সহসাই আপনি সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হয়েছেন। রোগ-শোক ও অভাব-অনটন আপনাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরেছে। আপনার সম্বল এখন পকেটের তলায় পড়ে থাকা একশ টাকার একটি নোট এবং গায়ে জড়ানো জীর্ণ একসেট জামা। আপনি জানেন, এই সীমিত টাকা ও জীর্ণ জামায় আপনার জীবন চলবে না। আবার অবস্থা দৃষ্টে মনেও হচ্ছে না, খুব শীঘ্রই এই অনটনের অবসান ঘটবে। এমতাবস্থায় আপনি নিরাশ না হয়ে 'আল-জাব্বার'-এর স্মরণাপন্ন হোন। একটুখানি ইস্তিগফার করুন। সালাতের পরে এবং রাতের একান্ত নিভৃতে তাঁর কাছে মিনতি করুন। দেখবেন, সপ্তাকাশের ওপর থেকে মহান 'জাব্বার' আপনার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। একরাতের ব্যবধানেই আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছেন। রোগ-শোক ও দুঃখ-দারিদ্র্য নিমিষেই দূর করে দিয়েছেন। আপনার মুখে তৃপ্তির অনাবিল হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ, তিনি আপনার হাসি খুবই পছন্দ করেন। আপনার একটুখানি হাসির জন্যই তিনি দুঃখের পরে সুখ এবং রোগের পরে আরোগ্য দান করেন।

তবে আপনি যদি চান, সবসময়ই আপনার সুখের আয়োজন চলতে থাকুক এবং আপনার মুখে একটুকরো হাসির আভা ছড়াক—তাহলে আপনি বিষণ্ণ কাউকে দেখলে তার মন ভালো করার চেষ্টা করুন। ভাবুন, তার ভাঙা মন চাঙা করার জন্য মহান আল্লাহই আপনাকে মনোনীত করেছেন। কোনো প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকলে

www.QuranerAlo.net

তার আহারের ব্যবস্থা করুন। শীতার্তদের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ করুন এবং ভাবুন, আপনার জীবন থেকে ক্ষুধা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিদূরীত করার জন্যই মহান আল্লাহ আপনাকে দিয়ে এই কাজগুলো করাচ্ছেন এবং এভাবে আপনার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার স্থায়ী একটি ব্যবস্থা করছেন।

## হুইল চেয়ার

এক বন্ধুর কাছ থেকে শোনা ঘটনা। এক বৃদ্ধা হারামের হাজীদের সমাগমের মাঝে হুইল চেয়ারে করে যাচ্ছিলেন। বয়সের ভারে তিনি একেবারেই ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন। শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে। আমার বন্ধুটি ওই বৃদ্ধার মাঝে তার মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। সে বৃদ্ধার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদে। এরপর পকেটে যা ছিল সব বের করে তাকে দিয়ে দেয়। ঘটনাটি শোনানোর পর বন্ধু আমাকে বলে, 'বৃদ্ধার হাতে টাকাগুলো তুলে দেওয়ার সময় আমার মনেই হয়নি যে, আমি তার প্রতি দয়া করছি বা মহান আল্লাহ আমাকে এর বিনিময়ে বিশেষ কোনো পুরস্কার দেবেন। বরং আমার মনে হয়েছে, মায়ের বিচ্ছেদে যে-বিষণ্ণতা আমাকে ঘিরে ধরেছে—আমি কেবল সেই বিষণ্ণতা দূর করছি। অথচ ওই মাসটা ঘুরতে না ঘুরতেই দেখি, অপ্রত্যাশিত একটি খাত থেকে আমার ব্যাংক একাউন্টে বিশাল পরিমাণ অর্থ এসে জমা হয়েছে।'

ঘটনাটি শুনে বন্ধুকে বলি, তুমি দুর্বলদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবে আর আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দেবেন না—এমনটা কিছুতেই হতে পারে না। কারণ, তিনি 'আশ-শাকূর', 'আল-জাব্বার'। অধিকন্তু জনৈক কবি বলেন—

*অন্যেরা যদি বিষ হয় তবে আপনি প্রতিষেধক হোন।*

*তারা যদি তিক্ত হয় তবে আপনি মিষ্ট হোন।*

আপনি হয়ে যান সেই জানালা—যা দিয়ে সুবাতাস ঘরে প্রবেশ করে এবং কঠিন জীবনের ধোঁয়াশায় অভ্যস্ত হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেয়। এক কথায়, আপনি ওপরের হাত হয়ে মানুষকে অকাতরে দান করুন। মহিমান্বিত আল্লাহর 'আল-জাব্বার'—গুণের কিছুটা ছায়া নিজের মধ্যে ধারণ করুন। ধনী-গরীবের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবার পাশে দাঁড়ান। আপনি কি ভাবছেন, এতবড় পদে থেকে কীভাবে আপনি দরিদ্র শ্রেণির পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন? তবে শুনুন, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.QuranerAlo.net

ওয়া সাল্লাম অসুস্থ ইহুদীদেরও খোঁজ-খবর নিতেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু 'আনহু এক অন্ধ মহিলার ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজ হাতে রান্না করে তাকে খাইয়ে দিতেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ সবার অজ্ঞাতে এতিম, অসহায় ও অনাথদের খাবার সরবরাহ করতেন। কাজেই তার মৃত্যুর পরের দিন দেখা যায় যে, শহরের অসংখ্য দরিদ্র পরিবার সকালে তাদের দরজার সামনে খাবার না পেয়ে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন তারা বুঝতে পারে, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহই তাদেরকে খাবার সরবরাহ করতেন।

এরচেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এক ভদ্রলোক ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ-কে খুবই অপছন্দ করত। সব জায়গায় তার কুৎসা রটনা করে বেড়াত। লোকটি মারা যাওয়ার পর ইবনু তাইমিয়ার শুভানুধ্যায়ীরা তার মৃত্যু সংবাদকে সুসংবাদ হিসেবে উপস্থাপন করে। এতে তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং তৎক্ষণাৎ মৃতের পরিবারের নিকট গিয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের বাবার মতো। তোমাদের কোনো প্রয়োজন হলে নিঃসংকোচে আমাকে জানাবে।'

মোট কথা, সালাফদের জীবন ও কর্ম নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য এবং হতাশা ও বিষণ্ণতা দূর করা তাদের জীবনের অন্যতম মিশন ছিল। আর আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন কেবল তাকেই এই মর্যাদাপূর্ণ কাজের সুযোগ দেন।

## তিরাশি

আমার এক বন্ধু মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে এক লোকের সাথে তার দেখা। লোকটা উমরাহ করতে এসেছে। লোকটা তার কাছে থানার ঠিকানা জানতে চায়। এর পরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বন্ধুটি বলে, আমি তখন খুবই ব্যস্ত। বিশেষ একটা কোর্সের ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে। পরের সপ্তাহেই এই কোর্সের ওপর সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। এতদসত্ত্বেও আমি তাকে গাড়িতে উঠাই—যাতে গন্তব্যের কাছাকাছি কোথাও তাকে ড্রপ করতে পারি। গাড়িতে ওঠার পর লোকটি বলে, 'আমি হারামে এসে মানিব্যাগ, মোবাইল, টিকিটসহ আত্ম-পরিচিতিমূলক সবকিছুই হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমি অজ্ঞাতনামা। খেতে পারছি না। কোথাও থাকার মতো জায়গা পাচ্ছি না। কারও সাথে যোগাযোগও করতে পারছি না। এখন আমি ভীষণ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। তিন দিন ধরে আমি পথে পথে ভিক্ষা করছি। রাতে রাস্তায় ঘুমাচ্ছি।' এতটুকু বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তাকে খুব বিধ্বস্ত মনে হয়।

www.QuranerAlo.net

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'আল্লাহ আপনাকে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো থেকে এজন্য বঞ্চিত করেননি যে, আপনি অন্যের কাছে হাত পাতবেন। নিজেকে ছোট করবেন। বরং তিনি এজন্য এটা করেছেন যে, আপনি তাঁর দিকে ফিরে আসবেন। সজল চোখে তাকে সিজদা করবেন। কাতর স্বরে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন। আর তিনি পরম ভালোবাসায় আপনাকে বরণ করবেন। আপনার সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন। এ কথা বলে আমি লোকটির হাতে ৮৩ রিয়াল ধরিয়ে দিই। আমার পকেটে তখন সর্বসাকুল্যে এ কয়টি রিয়ালই ছিল। রিয়ালগুলো পেয়ে লোকটির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আমি তাকে তার গন্তব্যের কাছাকাছি ড্রপ করে ক্লাসে চলে যাই।

এক সপ্তাহ পর আমার পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা এত কঠিন হয় যে, আশানুরূপ উত্তর লিখতেও পারি না। কাজেই ফলাফল যে খুব ভালো হবে না—সেটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাই এবং সেরকমই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখি। অথচ রেজাল্টের দিন দেখা যায় যে, ১০০ এর মধ্যে ৮৩ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি—ঠিক যে-পরিমাণ অর্থ সে-দিন লোকটিকে দিয়েছিলাম সে-পরিমাণ নম্বরই পেয়েছি।

হ্যাঁ, এমন অনেক কিছুর অস্তিত্ব আপনি যতই অস্বীকার করতে যাবেন ততই স্পষ্ট হয়ে আপনার কাছে ধরা দেবে। যখনই আপনি তা আর শুনতে চাইবেন না তখনই আরও জোরে-শোরে আপনার কানে সে-সবের নাম পৌঁছাবে। হ্যাঁ বন্ধু, তিনিই হলেন আমাদের রব। আল-জাব্বার। তিনিই আপন দয়াগুণে আমার বন্ধুটিকে ওমরা পালনকারীর দুঃখ মোচনে ব্যবহার করেছেন এবং এর মাধ্যমে তার সম্ভাব্য ব্যর্থতা ও হতাশা দূর করেছেন।

## ভৃত্যের কক্ষ

সবাই যখন রাজাদের দরজায় কড়া নাড়বে তখন আপনি রাজাধিরাজের দরজায় কড়া নাড়বেন। সবাই যখন কোনো প্রশাসকের দরজায় ধরনা দেবে তখন আপনি মহান আল্লাহর দরজায় ধরনা দেবেন। সবাই যখন এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে যাবে তখন আপনি রাত জেগে সালাত আদায় করবেন আর বলবেন, 'হে আল্লাহ...।' কারণ, তাঁর হাতেই মুক্তির চাবিকাঠি। তাঁর কাছেই সুস্থতার অমূল্য ভান্ডার—

www.QuranerAlo.net

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ

আর আমার কাছেই প্রতিটি বস্তুর ভান্ডার।[১]

সহজ কথায়, মহান আল্লাহর কাছেই সুখ, সৌভাগ্য এবং শান্তি ও নিরাপত্তার অফুরন্ত ভান্ডার। সুতরাং, যাঁর হাতে সবকিছুর ভান্ডার; সবকিছুর মালিকানা—তাঁকে ছেড়ে আপনি কি এমন কারও ইবাদত করবেন, যে নিজের ভালো-খারাপ কিছুই করতে পারে না; জীবন-মৃত্যুরও ফয়সালা দিতে পারে না?

কতই না হাস্যকর হবে, যদি কোনো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সক্ষাৎ করতে গিয়ে তার ভৃত্যের কক্ষে প্রবেশ করে এবং তাকেই সর্বেসর্বা মনে করে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করে!

আমরা তো এর চেয়েও হাস্যকর কাজ করছি। দুনিয়া-আখিরাতের রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর কাছে চাওয়া বাদ দিয়ে সুদূর ওয়াশিংটন বা ইংল্যান্ডের ডাক্তারদের পেছনে ছুটছি। কয়েক মাস কষ্ট করে, পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তারপর দেশে ফিরছি।

না, চিকিৎসা করা দোষের না। এটা শরীয়তসম্মত। কিন্তু চিকিৎসা করতে গিয়ে সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক গভীর হওয়া আর স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া—অবশ্যই দোষের।

## স্বপ্ন

কিছুদিন 'আল-জাব্বার' তথা মহিমান্বিত সত্তার ছায়ায় কাটান। আপনার শরীরের ক্ষতগুলোতে তাঁর নামের অর্থপরশ বুলিয়ে দেন। তাঁর নামকে বানিয়ে নেন আপনার আত্মার সকল ব্যথার উপশম। এ নামে আপনার ভেতরে ফুটিয়ে তুলুন আনন্দের ফুল। এ নাম নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে যান এবং ভেতরের সমস্ত নিঃসঙ্গতা দূর করে ফেলুন।

আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ থেকে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসেন। নির্বোধ মুশরিকরা প্রস্তরাঘাতে তার পবিত্র পা-দুটো ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ সপ্তাকাশের ওপর থেকে তাঁর হাবীবের কষ্ট

[১] সূরা হিজর, আয়াত : ২১

www.QuranerAlo.net

দেখেন। তার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যাতনা অনুভব করেন। তার দয়ার দরিয়ায় জোশ উঠে যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রিয় হাবীবের কষ্ট দূর করার জন্য জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এবং পাহাড়ের ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন।

পাহাড়ের ফেরেশতা এসে দেখেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কারনুস সা'আলিব'-এ বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। হুঁশ ফিরে এলে ফেরেশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, 'হে মুহাম্মাদ, আল্লাহ আমাকে আপনার নির্দেশ পালনের আদেশ করেছেন। আপনি চাইলে আমি দুই পাহাড়ের মাঝে বসবাসকারী তায়েফবাসীকে পিস্ট করে দিতে পারি।'[১] কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা চাননি; বরং তিনি আল্লাহর কাছে তায়েফবাসীদের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এবং তাদের প্রতি দয়ার্দ্রতার পরিচয় দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে যখন বিদ্রূপের চাবুক নূহ আলাইহিস সালামের হৃদয়ে আঘাত করেছিল তখন তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে নিরীহ গলায় তার রবের কাছে বলেছিলেন—

أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾

আমি পরাভূত। সুতরাং, (হে আমার রব) আমাকে সাহায্য করুন![২]

নূহ আলাইহিস সালামের এই প্রার্থনার সাথে সাথে আসমানের দরজা খুলে যায়। নেমে আসে মুষলধারে বৃষ্টি। আল্লাহ তাঁর নবীর জন্য পুরো একটি জাতিকা পানিতে ডুবিয়ে মারেন।

আল্লাহ ছাড়া আর কে আছেন—যিনি এভাবে অন্তরের ক্ষত উপশম করতে পারেন?

একশ্রেণির মানুষ আছে, যারা আপনাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। বন্ধুদের সামনে আপনাকে ছোট করে। তাদের এমন আক্রমণে 'আল-জাব্বার' যদি আপনার পাশে না থাকতেন এবং আপনাকে মানসিকভাবে শক্তি না জোগাতেন তবে আপনি মাটির সঙ্গে পিষে যেতেন।

---

[১] মূল ঘটনা *সহীহ বুখারীতে* (৩২৩১- ৪/১১৫) ও *সহীহ মুসলিমে* (১৭৯৫ - ৩/১৪২০) আছে।
[২] সূরা কামার, আয়াত : ১০

www.QuranerAlo.net

তারা আপনার দুচোখে ঢুকে আপনার স্বপ্নগুলো চুরি করতে চায়। আপনার অন্তরে প্রবেশ করে স্মৃতিগুলো মুছে ফেলতে চায়। তবে যখনই আপনার একটা স্বপ্ন নিভে যায় তখনই আল্লাহ আপনার জন্য আরেকটা স্বপ্ন সৃষ্টি করে দেন। যখনই আপনার হৃদয় থেকে একটা স্মৃতি মুছে যায় তখনই 'আল-জাব্বার' আরেকটা স্মৃতি আপনার মনে উদিত করেন।

## এক কাপ কফি

'আল-জাব্বার' তথা মহিমান্বিত আল্লাহ আমাদের চারপাশে অসংখ্য নিরাময়ক, প্রতিষেধক ও ঔষধী উপাদান মজুদ রেখেছেন। আমরা এগুলোর সামান্য কিছু জানি বটে; কিন্তু অধিকাংশই জানি না। তবে এর সবই আল্লাহ আপনার জন্য সৃষ্টি করেছেন—যেন আপনার মুখে হাসি ফোটে। আপনি সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারেন এবং সেই সুবাদে একাগ্র চিত্তে মহান আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হতে পারেন।

আমরা যখন রোগ নিরাময়কারী ঔষধ গ্রহণ করি, সুষম খাবার খাই এবং বিশুদ্ধ পানি পান করি তখন আমাদের দৈহিক ক্ষত ও অসুস্থতা দূর হয়ে যায়।

যখন অন্যের মুখে হাসি দেখি, নিপীড়িত কারও কাঁধে হাত রাখি তখন আমাদের আত্মা শান্তি পায়।

যখন এমন কারও দেখা পাই, যে আমাদেরকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে, আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং এক সাথে বসে এক কাপ কফি পান করে তখন খুবই আনন্দিত হই।

এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো দেখলে আমাদের ভেতরের ক্ষতগুলো মুছে যায়। যেমন—প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঝরনার প্রবাহ, ছানাকে মা-পাখির খাবার খাওয়ানোর দৃশ্য।

অনুরূপ সালাত আমাদের অন্তরে জেগে ওঠা হতাশার গহ্বরকে ঢেকে ফেলে। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' -হৃদয়ের গভীরে অপার্থিব স্বাদ সৃষ্টি করে। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' আমাদেরকে নিয়ে আরশের চতুষ্কোণ প্রদক্ষিণ করে।

শীতল জীবনে মায়ের দুআ এনে দেয় উষ্ণতার ছোঁয়া। বন্ধুকে দেখতে যাওয়া জীবনের কোলাহলের মাঝে এনে দেয় বিনোদনের আনন্দ। প্রতিবেশী যখন আপনার খোঁজখবর নেয় তখন আপনার ভেতরের মলিন সত্তা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অরেঞ্জ

www.QuranerAlo.net

জুস আপনার মুখে মুচকি হাসির উদ্রেক করে। এক টুকরো মিষ্টি আলাদা স্বাদ এনে দেয়। গরম পানির গোসল সব ক্লান্তি মুছে দেয়।

একারণেই আমাদের জীবন নিরামক উপাদানে পরিপূর্ণ। আমাদের রব আমাদেরকে সুখী করতে চান। আমাদেরকে মুচকি হাসাতে চান। আমরা যেন সুখী ও সুন্দর জীবনযাপন করি—এটাই তাঁর প্রধান চাওয়া।

## সিজদাবনত হোন

কোন জিনিস আপনাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে? গভীর রাতে যারা তাওবা করে, ক্রন্দন করে এবং পরম যত্নে কুরআন তিলাওয়াত করে তাদের দলে যোগ দিতে কীসে আপনাকে বারণ করছে?

আপনি কি জানেন, গর্ভস্থ বাচ্চার আকৃতি আল্লাহর জন্য সিজদারত ব্যক্তির আকৃতির মতোই। মায়ের পেটে আপনি যেমন সিজদারত ছিলেন, তেমনই সারাটা জীবন সিজদারত থাকুন। তবেই আল্লাহ আপনার রিযিকের জন্য যথেষ্ট হবেন। আপনার জন্য সবচেয়ে সংকীর্ণ জায়গাটাও প্রশস্ত করে দেবেন। আপনাকে আচ্ছাদিত করবেন তাঁর রহমতে।

আপনি মাথা উঁচু করে হাঁটলেও হৃদয়টাকে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত রাখুন। প্রতিটি হৃৎকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে বলুন— سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' —যদিও আপনার মুখে হাসি ফুটে থাকে।

আপনার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা যেন ফিসফিস করে বলে, 'হে ক্ষতসমূহের উপশমকারী আল্লাহ, আমার সব ভাঙন রোধ করে দেন।' তারপর অবাক হয়ে অলৌকিক কাণ্ড দেখুন—আপনার আত্মা আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের হৃদয়ের ক্ষত সেরে দেন। আমাদের দেহের ভাঙন রোধ করুন। আপনি তো সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন।

www.QuranerAlo.net

# আল-হাদী : الْهَادِي

## পথপ্রদর্শক

আপনি কি দিকভ্রান্ত? ভুল ও সঠিক নির্ণয়ে অক্ষম? আপনি কি দুজন নারীর বৈশিষ্ট্যের মাঝে তুলনা করে কাকে বিবাহ করবেন—সে সিদ্ধান্তে সংশয়গ্রস্ত? আপনার কি একই সাথে দুটি চাকরি জুটেছে—যে-চাকুরির কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ—তা নির্ণয় করতে পারছেন না? আপনি কি ধ্বংসের শেষ সীমানায় পৌঁছে হিদায়াতের অপেক্ষা করছেন? তাহলে মহান আল্লাহর 'আল-হাদী' নামের সংস্পর্শে নতুন এক অধ্যায় শুরু করুন। এই মহান নামের সঙ্গে পরিচিত হোন। তিনিই আপনার মাঝে জেগে ওঠা বিভ্রান্তিকে দমিয়ে দেবেন এবং আপনাকে পথ দেখিয়ে সিরাতুল মুসতাকীমে পৌঁছে দেবেন।

### উন্নতা

'হিদায়াত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো : পথ দেখানো বা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া। অন্ধকার ছেড়ে আলোর জগতে ফিরে আসা, মিথ্যার বেড়াজাল ছিন্ন করে সত্যের দিশা লাভ করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে পথ দেখান, পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দিয়ে সত্য পথের দিশা দেন; অন্ধকার গলি থেকে আলোর মূল সড়কের দিকে পরিচালিত করেন।

www.QuranerAlo.net

তিনি যেমন আপনাকে পথ দেখান, তেমনই আপনার প্রয়োজনীয় বস্তুকেও আপনার পথ দেখান। যে-সব জিনিস আপনার জীবনের জন্য অপরিহার্য—সেগুলো আপনার কাছে পৌঁছে দেন। আপনি পৃথিবীর যেখানেই বাস করেন না কেন, সেখানেই তিনি আপনার জন্য পৌঁছে দেন পানি, খাদ্যের জোগান এবং ফুসফুসের উপযোগী অক্সিজেন।

তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী হিদায়াত দেন। অন্ধকে পথ-চলার হিদায়াত দেন। বধিরকে কথা বোঝার হিদায়াত দেন। অক্ষমকে আপন গন্তব্যে পৌঁছার হিদায়াত দেন। শিশুকে ক্ষতিকর বস্তু থেকে নিরাপদে থাকার হিদায়াত দেন।

যেসব প্রাণী মূক—তাদের অন্তরে তিনি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বোধ ও চেতনা সৃষ্টি করে দেন। ফলে তারা নিজেদের জন্য উপকারী বস্তুগুলো বেছে নিতে এবং ক্ষতিকর বস্তুগুলো বর্জন করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ মরুভূমির উদ্ভ্রান্ত পথিককে পথ চিনিয়ে দেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে দেখিয়ে দেন তথ্যের মূল উৎস। বিজ্ঞানীকে দেখিয়ে দেন আবিষ্কারের পদ্ধতি। মুজতাহিদকে দেখিয়ে দেন মাসআলার দলীল-প্রমাণ। দ্বীনের দাঈকে দেখিয়ে দেন সর্বোত্তম পন্থা। আর বাবাকে দেখিয়ে দেন আপন সন্তানকে উপদেশ দেওয়ার সর্বোত্তম উপায়।

## কাকতালীয় নয়!

তিনি আপনাকে এমনভাবে পথ দেখান—যেটা আপনার কাছে কাকতালীয় মনে হয়। সালাতের সামান্য একটি আয়াত শুনিয়েও তিনি আপনাকে পথ দেখান। নিদ্রায় একটি স্বপ্নের মাধ্যমেও তিনি আপনাকে পথ দেখান। মর্মস্পর্শী উপদেশের মাধ্যমেও তিনি আপনাকে পথ দেখান। হয়তো-বা কোনো বইয়ের একটি লাইনে আপনার দৃষ্টি পড়ে, তার মাধ্যমেই তিনি আপনাকে হিদায়াত দেন। সামান্য একটু ভাবেন, তাতেই আল্লাহ আপনাকে সত্যের দিশা দেন। একঝলক অগভীর চিন্তায় তিনি আপনাকে মহাসত্যের সন্ধান দেন। কখনও আপনাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলেন যে, আপনি অবচেতনেই সঠিক পথের দিকে ছুটে যান—এভাবেই তিনি আপনাকে পথ দেখান। অবশ্য কখনও ভয়, ভালোবাসা ও মৃত্যুর মাধ্যমেও পথ দেখান।

তবে কুরআন শুনে পথ খুঁজে পাওয়াটাই মূল হিদায়াত। এর মাধ্যমেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের সবচেয়ে বেশি হিদায়াতের ব্যবস্থা করেন।

www.QuranerAlo.net

এই কুরআনেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রেখেছেন হিদায়াতের সকল মাধ্যম—

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ ۝

*নিশ্চয় এ কুরআন সে-পথেরই হিদায়াত দেয়—যা সরল, সুদৃঢ়।*[১]

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-র ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সবারই জানা। তিনি তার বোনের ঘরে প্রবেশ করেন। তার দুচোখ থেকে তখন ঘৃণার আগুন ঝরছিল; কিন্তু এক টুকরো কাগজে লেখা সূরা ত-হা পড়েই তার হৃদয় ঈমানের মেহরাবে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদা করা থেকে মুখ ফেরাননি।

তখন তার অনুভূতি কেমন হয়েছিল? তার অন্তরে কী পরিমাণ দৃঢ়তা এসেছিল? কুরআনের এমন কত আয়াত আছে—যা নিয়ে আমরা চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছি। কুরআনের এমন কত নির্দেশনা আছে—যা আমাদের তালাবদ্ধ হৃদয়ে প্রভাব ফেলছে না!

## ‘না—না’

হিদায়াতের বিশেষ একটি পদ্ধতি হলো—আপনি এমন স্বপ্ন দেখবেন, যাতে আপনার সুস্থতার উপায় বাতলে দেওয়া হবে, আপনাকে সতর্ক করা হবে কিংবা ভালো নির্দেশনা দেওয়া হবে। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য একটা ঘটনা বলি। জনৈক রোগী একবার স্বপ্নে দেখেন যে, তার সুস্থতা ‘না—না’ শব্দ দুটির মধ্যে নিহিত। রোগী স্বপ্নের ব্যাখ্যা বুঝতে না পেরে জনৈক শাইখের শরণাপন্ন হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শাইখ-ও এর সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। তবে তিনি অভয় দিয়ে বলেন যে, আমি আগামী দুই দিনে একবার কুরআন খতম করব এবং এতেই ইন শা আল্লাহ স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেয়ে যাবো। দুদিন পর রোগী শাইখের কাছে এলে তিনি বলেন, ‘আপনার সুস্থতা যাইতুন বৃক্ষে নিহিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নূরে বলেছেন—

يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۝

[১] বানী ইসরাঈল, আয়াত : ০৯

www.QuranerAlo.net

এটি এমন একটি বরকতময় বৃক্ষ থেকে প্রজ্জ্বলিত হয় যা 'না' পশ্চিমে আর 'না' পূর্বে অবস্থিত।[১]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আয়াতে বরকতময় বৃক্ষ বলে যাইতুন বৃক্ষকে বোঝানো হয়েছে এবং স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত এই হিদায়াতের মাধ্যমেই রোগীটি আরোগ্য লাভ করেছে।

রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করে তার অনুরূপ চিকিৎসা প্রক্রিয়া বাতলে দেওয়াও স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত হিদায়াতের অন্তর্ভুক্ত। এসাইটিস রোগে আক্রান্ত জনৈক রোগী একজন বিজ্ঞ আলিমের কাছে এসে তার রোগের কথা জানায়। এই রোগ হলে সাধারণত মানুষের পেট অস্বাভাবিক ফুলে যায় এবং রক্তচলাচল থেমে যায়। কখনও কখনও এ রোগে আক্রান্ত মানুষ মারাও যায়। রোগের বিবরণ শুনে আলিম তাকে একটি কূপ খনন করে ওয়াকফ করতে বলেন। লোকটি কূপ খনন করে ওয়াকফ করতেই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এই আলিম শরীরের মাঝে রক্তের প্রবাহ থেমে যাওয়া এবং জমিনের পানি শুকিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। কাজেই তিনি মানুষের জন্য কূপ খনন ও পানির ব্যবস্থা করণকে তার রোগমুক্তির কারণ মনে করেছেন।

আমার এক বন্ধুর ঘটনা। সে একবার গাড়িতে করে সালাতে যাচ্ছিল। অসতর্কতার কারণে তারই দুই বছর বয়সী ভাতিজী গাড়ির নিচে চাপা পড়ে। তার বাবা তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে যান। মেয়েটি তখন মৃতপ্রায়। ডাক্তাররা জানায় যে, তার মৃত্যুর আশঙ্কা আশি শতাংশ। এ সময় আমার বন্ধুর এক চাচাতো ভাই তাকে পরামর্শ দিয়ে বলে, একটি বকরি যবেহ করে মেয়েটির সুস্থতার নিয়তে তার গোশত সাদাকা করে দাও। চাচাতো ভাইয়ের কথামতোই সে সবকিছু করে। পরের দিন ভোরবেলায়ই মেয়ে আই.সি.ইউ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে আসে।

আল্লাহ সুবহানাহু বন্ধুটির চাচাতো ভাইকে সাদাকাকৃত মাংস আর বাচ্চার থেঁতলে যাওয়া মাংসের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়ার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই ডাক্তারদের চিন্তারও বাইরে থেকে মেয়েটি সুস্থতা ফিরে পেয়েছে।

অনেক সময় সদুপদেশও হিদায়াত প্রাপ্তির মাধ্যম হতে পারে। এক গায়ক অত্যন্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিল। একদিন জনৈক সৎকর্মশীল বান্দা তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

---

[১] সূরা নূর, আয়াত : ৩৫

www.QuranerAlo.net

যাওয়ার সময় তিনি গায়ককে বললেন, 'আপনার কণ্ঠ তো বেশ সুন্দর। আপনি যদি সুর করে কুরআন পড়তেন তাহলে কত ভালো হতো।' লোকটি তখনই তাওবা করে এবং গান গাওয়া ছেড়ে দেয়।

সদুপদেশের মাধ্যমে সুপথপ্রাপ্তির ক্ষেত্রটা সুবিশাল ও সুবিস্তৃত। এর উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না।

হিদায়াত আসতে পারে গভীর চিন্তার মাধ্যমেও। এর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো সায়্যিদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা। তিনি রাতের অন্ধকারে নক্ষত্র দেখে সেটাকে আল্লাহ মনে করেছিলেন।[১] সৃষ্টিজগত সম্পর্কে একটু গভীর ভাবনাই হয়েছে তার হিদায়াতপ্রাপ্তি ও সুদৃঢ়বিশ্বাস অর্জনের কারণ।

## আলোর ঝলক

তিনি সুউচ্চ আসমান থেকে পথহারাদের দেখেন। বিভ্রান্তির উপত্যকায় তাদের বিচরণ পরখ করেন। এরই মাঝে তিনি একঝলক আলো জ্বালিয়ে দেন। এ আলোতে তারা পথ খুঁজে পায়। দ্বীনের ওপর দৃঢ়তা ফিরে পায়।

আপনার বংশ পরিচয় দেখে তিনি আপনাকে পথপ্রদর্শন করেন না; বরং তিনি পথপ্রদর্শন করতে চান বলেই আপনাকে পথপ্রদর্শন করেন।

يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

*তিনি যাকে চান তাকে সরলপথের দিকে হিদায়াত দেন।*[২]

সুতরাং, মহান আল্লাহর এই সদিচ্ছা লাভের জন্য আপনি বিশুদ্ধ হৃদয়ে তাঁর দিকে ছুটে চলুন। তিনি আপনাকে হিদায়াত দেবেন। তারপর আপনি তাঁর দেওয়া হিদায়াত অনুযায়ী যথাযথ ইবাদত না করলে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে তিনি এই হিদায়াত ফিরিয়েও নেবেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

---

[১] যখন রজনীর অন্ধকার তার ওপর সমাচ্ছন্ন হলো, তখন তিনি একটি তারকা দেখতে পেয়ে বললেন, এটা আমার রব। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন বললেন, আমি অস্তগামীদের ভালোবাসি না। [ সূরা আন'আম, আয়াত : ৭৬ ]
[২] সূরা নূর, আয়াত : ৪৬

www.QuranerAlo.net

فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

সে (আল্লাহর বিধান জেনেও) তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অতঃপর শয়তান তার পেছনে লাগে আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১]

তিনি আপনাকে হিদায়াত দেবেন। আপনি সে অনুসারে আমল করবেন এবং কৃতজ্ঞ থাকবেন। তিনি আপনাকে আরও বেশি করে হিদায়াত দেবেন। আপনি তারও শুকরিয়া করবেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করবেন। তিনি আপনাকে তৃতীয়, চতুর্থ—এভাবে আরও হিদায়াত দিয়েই যাবেন। এভাবে আপনার জীবন হয়ে উঠবে তাঁরই হিদায়াতবার্তার মেলবন্ধন।

মহান আল্লাহ প্রথমে আসহাবুল কাহফকে ঈমানের হিদায়াত দেন। এরপর তাদেরকে ঈমানের ওপর অবিচল থাকার হিদায়াত দেন এবং সবশেষে তাদের মুক্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ব্যবস্থাটা এই ছিল যে, তিনি তাদেরকে গুহাভ্যন্তরে সুদীর্ঘকাল ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাদের ব্যাপারে বলেন—

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

নিশ্চয় তারা এমন কতিপয় যুবক—যারা তাদের রবের ওপর ঈমান এনেছিল আর আমি তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম।[২]

## হারিয়ে যাওয়া কম্পাস

অন্ধকারাচ্ছন্ন মরুভূমিতে আপনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন। বুঝতে পারছেন না, কোথায় যাবেন। মরুভূমিতে পথ না জানার মানে হলো, নিশ্চিত মৃত্যু। কারণ, আপনার কোনো পাথেয় নেই; নেই কোনো বাহনও। হঠাৎ আপনার ভেতর জেগে উঠল এক প্রগাঢ় অনুভূতি। আপনার মন আপনাকে একদিকে অগ্রসর হতে বলল। আপনি তারকা দেখে পথ খুঁজে বের করতে পারেন না। আপনার কম্পাসটাও

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭৫
[২] সূরা কাহফ, আয়াত : ১৩

www.QuranerAlo.net

হারিয়ে গেছে। আপনার সহচররা আপনাকে ছাড়িয়ে গেছে। আপনার মন যেদিকে যেতে বলছে সেদিকে আপনি অগ্রসর হতে লাগলেন। মরুভূমি আপনাকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ খেলা করার পর আপনি দুচোখ ভরে দেখতে পেলেন এক ঝলক আলো। সামনেই আপনার সহচররা। জীবনের শেষবিন্দুতে এসে আপনি দেখতে পেলেন, তারা সাগ্রহে আপনার জন্য অপেক্ষারত।

বলুন তো, তখন আপনার অনুভূতি কেমন হবে? আপনার মনে হঠাৎ করে এ দিকটার কথা কীভাবে এলো? কেনই বা এলো? আর কী জন্যই বা এতটা নিঁখুত, এতটা সূক্ষ্ম হলো?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সে-সময় আপনার মনে উদিত হওয়া ভয়াল কম্পন দেখতে পাচ্ছিলেন। আপনার আত্মার আর্তনাদ তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। আপনার অন্তরে পিপাসায় মৃত্যুবরণের যে-চিত্র ভেসে উঠেছিল—তা তাঁর জানা ছিল। তাই তো এক ঝলক আলো আপনার অন্তরে জ্বালিয়ে দিলেন; যে-আলোর মাধ্যমে আপনি পথ খুঁজে পাবেন এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন।

আপনি হয়তো এই অভিজ্ঞতাকে নিজের জীবনের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করছেন না। কারণ, আপনি ভাবছেন, আপনি কখনও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হননি। তবে এটা নিশ্চিত যে, আপনি অবশ্যই এর কাছাকাছি কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। কাজেই এধরনের পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় পতিত আত্মায় কোন মহান সত্তা হিদায়াতের আলো জ্বালেন?

তিনিই আমার রব—'আল-হাদী'। কবির ভাষায়—

*যখন আপনাকে সৃষ্টিকর্তার রক্ষণাবেক্ষণ ঘিরে রাখে তখন আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুন;*
*কারণ, যে-ঘটনাই ঘটুক তার জন্য আপনার নিরাপত্তা প্রস্তুত।*

সমুদ্রের উন্মত্ত ঢেউ যখন আপনার নৌযান নিয়ে মৃত্যু খেলায় মেতে ওঠে তখন তিনি বাতাসকে আদেশ দেন, যেন তা উত্তুরে হাওয়ায় পরিণত হয়। কারণ, আপনি যে-দ্বীপে গেলে উদ্ধার পাবেন, সে-দ্বীপ দক্ষিণে। তিনি যদি এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে বায়ুপ্রবাহকে যথাযথভাবে সঞ্চালিত না করতেন তাহলে আপনার নৌযানের পাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

www.QuranerAlo.net

Contents

একদা ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। একটি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বিবিধ মতামত তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি এ যাবৎ দশটি তাফসীর দেখে ফেলেছেন অথচ কোনোভাবেই সঠিক ব্যাখ্যাটি বের করতে পারছেন না। শেষে সিজদায় লুটিয়ে কপালটা ধুলো-মলিন করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'ওহে দাউদের শিক্ষক, আমাকে শেখান। ওহে সুলাইমানের বুঝদানকারী, আমাকে বোঝান।'

এরপর তিনি ঘরে ফিরে আসেন। এবার আল্লাহর হিদায়াতের আলোয় তার বিবেক আলোকিত হয়। সঠিক ব্যাখ্যাটি তার মস্তিষ্কে উদ্ভাসিত হয়। কবি বলেন—

*কোনো যুবক যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত না হয়*
*তাহলে তার সকল শ্রম ও সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।*

## তিনিই সেই পথনির্দেশক

আল্লাহর এ পথনির্দেশ শুধু মানবজাতির সাথেই সম্পৃক্ত নয়; বরং আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে পথ দেখান। মহান আল্লাহ বলেন—

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ۝

*মূসা বললেন, আমাদের রব তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে তাঁর সৃষ্টির আকৃতি দিয়েছেন। তারপর পথ নির্দেশ করেছেন।*[১]

শাইখ মুহাম্মাদ রাতেব আন-নাবুলসী এ হিদায়াতের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, স্যালমন ফিশ আটলান্টিক মহাসাগরের তীর থেকে আমেরিকার বিভিন্ন নদীর পতনস্থলে গিয়ে ডিম পেড়ে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে। কয়েকমাস পরে ছোট মাছগুলো ডিমফুটে সরাসরি মায়ের কাছে ছুটে আসে। শত শত কিলোমিটার দূরের পথ পাড়ি দিয়ে বাচ্চা মাছগুলো সাগরে তাদের মাকে ঠিকই খুঁজে বের করে। কোথাও একটিবারের জন্যও পথ হারায় না। কে সেই সত্তা, যিনি তাদেরকে পথ দেখান? তিনিই আমাদের রব—'আল-হাদী' তাঁর নাম।

[১] সূরা ত-হা, আয়াত : ৫০

www.QuranerAlo.net

একদিন জনৈক ভদ্রলোক দেখে যে, একটা বেজী মৃত সাপ খাচ্ছে। তারপর একটা উদ্ভিদের কাছে ছুটে গিয়ে সেখান থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে। লোকটি বেজীর এই অদ্ভুত কাণ্ডের রহস্য জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং লতাটা টেনে তুলে অন্যত্র ফেলে দেয়। এরপর সবিস্ময়ে লক্ষ করে যে, বেজীটা শেষ বার সাপ খেয়ে এসে লতাটা সেখানে না পেয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষক্রিয়ায় ছটফট করতে করতে মারা যায়।

কে সেই সত্তা, যিনি এই বেজীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ উদ্ভিদের পাতায় সাপের বিষের-প্রতিষেধক রয়েছে? তিনি আমাদের রব—'আল-হাদী' তাঁর নাম।

নেকড়ে হরিণের ওপর আক্রমণ করে। হরিণ মাথাটা নিচু করে নেকড়ের গলায় শিং ঢুকিয়ে দেয়। কে তাকে জানাল যে, তার মাথায় এমন ধারালো ছুরি আছে? আর কে-ই বা তাকে জানাল, এ কাজ করলে সে রক্ষা পাবে? তিনিই আমাদের রব—'আল-হাদী' তাঁর নাম।

শৈশবে আমি পোষা বিড়ালকে দেখতাম, চোখ না-ফোটা বাচ্চাগুলো তার দিকে ছুটে আসত। তার পেটে মাথাটা গুঁজে দিয়ে দুধপান করত। কে এই অবুঝ প্রাণীকে শেখালো যে, এ দুধ পান করেই তারা বাঁচবে? আর না করলে মারা যাবে? তিনি সেই পথনির্দেশক মহান আল্লাহ।

## গহ্বর

তাঁর সবচেয়ে মহান পথনির্দেশনা হলো তাঁর বান্দাদেরকে নিজের দিকে ফিরিয়ে আনা। পথহারাদের পথ চিনিয়ে দেওয়া। পাপে জর্জরিত মানুষের জন্য তাওবার দরজা খুলে দেওয়া।

একলোক ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করার উদ্দেশ্যে বের হয়। তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ছুটে চলেছে পাপের কাদায় নেমে পড়ার জন্য; কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে আল্লাহ তার অন্তরে হিদায়াতের আলো জ্বালেন। সে পাপের গহ্বরে পৌঁছানোর পূর্বেই হঠাৎ তার চোখের সামনে নির্মিত কালো রঙের স্বপ্নগুলো বিবর্ণ হতে থাকে। এক তীব্র স্রোত এসে সেগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে তার অনুভূতির আঙিনায় ভিন্ন কিছুর পদক্ষেপ অনুভব করে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে তার সামনে পাপের গহ্বরের পরিবর্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদের সুউচ্চ মিনার। এভাবেই মহান আল্লাহ তার নতুন জীবনের সূচনা ঘটান।

www.QuranerAlo.net

## এক টুকরো কাগজ

আল্লাহ যদি আপনাকে পথ দেখাতে চান, তাহলে রাস্তায় পড়ে থাকা এক টুকরো কাগজ দিয়েও সেটা করতে পারেন। বিশ্বাস হলো না? তাহলে একটি ঘটনা শুনুন। একলোক মদ পান করে মাতাল অবস্থায় রাস্তায় হেলেদুলে হাঁটছিল। হঠাৎ মাদকতায় নুয়ে পড়া দুচোখে দেখতে পায়, রাস্তায় এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। কাগজটিতে আল্লাহর নাম লেখা। এটা দেখামাত্র তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। সে ডুকরে উঠে বলে, 'আল্লাহর নাম রাস্তায় পড়ে আছে!' এ কথা বলেই সে কাগজটা তুলে নেয়। ঘরে গিয়ে সেটি পরিষ্কার করে তাতে সুগন্ধি মেখে ঝুলিয়ে রাখে। সেদিনই সে স্বপ্নে দেখে, কেউ তাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'তুমি আমার নামকে ওপরে স্থান দিয়েছ। আমার মর্যাদার কসম, আমি তোমার নামকে উচ্চকিত করব।' ঘুম থেকে উঠে সে অন্তরে হিদায়াতের পরশ অনুভব করে। এভাবেই আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্যহীন একজন সাধারণ মানুষ থেকে ইতিহাসের খ্যাতনামা সৎকর্মশীল বান্দায় পরিণত করেন।[১]

তিনি আপনাকে পথ দেখাতে চাইলে একটি আওয়াজের মাধ্যমেই পথ দেখাতে পারেন। কেউ হয়তো আপনার সামনে বলবে—'আল্লাহকে ভয় করো।' অমনি আপনার অন্তরাত্মা জেগে উঠবে—ভ্রান্তির ঘুম থেকে। এটা নিছক অনুমান বা সুধারণা নয়; বরং স্বীকৃত বাস্তবতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত ঘটনায় যে-তিনজনের জন্য গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাদের একজনের ঘটনা—সে অনেকদিন ধরে তার চাচাতো বোনের সাথে অপকর্ম সাধনের সুযোগ খুঁজছিল। একদিন সেই সুযোগটা এসেও যায়। অপকর্ম সাধনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে চাচাতো বোন তাকে বলে, 'আল্লাহকে ভয় করো। আমার সতিত্বের মোহর শুধু এর অধিকারীকেই খুলতে দাও।' আল্লাহর ভয়ে সেদিন সে এই পাপাচার থেকে ফিরে আসে। 'আল্লাহকে ভয় করো'—তার অন্তরে বিদ্যমান কামনা-বাসনাকে বিলীন করে দেয়।[২]

---

[১] আলোচিত ব্যক্তির নাম বিশর আল-হাফি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ১৭৯ হিজরিতে বর্তমান ইরাকের বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২৭ হিজরির মুহাররাম মাসের দশ তারিখে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।
[২] সহীহ বুখারী : ২২১৫; সহীহ মুসলিম : ২৭৪৩

www.QuranerAlo.net

## মুক্তির রজ্জু

আপনি ভুলে যাওয়ার জগতে ডুবে থাকেন; তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেন। আপনি পাপের ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েন; তিনি আপনাকে জাগিয়ে দেন। আপনি গভীর পাপকূপে পড়ে অপবিত্র হয়ে যান; তিনি আপনাকে পবিত্র করে তোলেন। যখন আপনি কূপের তলানিতে পড়ে থাকেন তখন তিনি আপনার দিকে হিদায়াতের রজ্জু ঝুলিয়ে দেন।

» তিনি আপনাকে পরম ভালোবাসায় হিদায়াত দেন। এতে আপনার হৃদয় ভরে যায়।

» তিনি আপনাকে প্রচণ্ড ভয় দেখিয়ে হিদায়াত দেন। এতে আপনার ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

» তিনি আপনাকে মারাত্মক অসুস্থতা দিয়ে হিদায়াত দেন। এতে আপনার অহংকার মুছে যায়।

» তিনি আপনাকে সীমাহীন মুখাপেক্ষী করে হিদায়াত দেন। এতে আপনি অবনত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যান।

» তিনি আপনাকে চরম দরিদ্রতা দিয়ে হিদায়াত দেন। এতে আপনি বিনয়ে একেবারে নুয়ে পড়েন।

» অথবা তিনি আপনাকে অনিঃশেষ শূন্যতা দিয়ে হিদায়াত দেন। এতে আপনার হৃদয়টা কষ্ট ও শোকে বিগলিত হয়।

তিনি আপনাকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেন। আলোর পথে পরিচালিত করেন। ফলে একসময় যে-মসজিদের দিকে আপনি দর্শনার্থীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন; কিন্তু হিদায়াতের আলোকবর্তিকা আপনাকে স্পর্শ করত না—এখন আপনি হিদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে সেই মসজিদেই নিয়মিত যাতায়াত করেন। সঙ্গীতের সুরমূর্ছনায় বিমোহিত হয়ে বহু বছর যে-কুরআন পরিত্যাগ করেছিলেন সেই কুরআনই আপনার হাতে তুলে দেন। যে-জিহ্বা দিয়ে গুনগুন করে অশালীন গান গাইতেন সেই জিহ্বাকে তিনি তাঁর স্মরণে সিক্ত রাখেন।

কখনও এক মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হন; কিন্তু হঠাৎ রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য মসজিদে চলে যান। সালাতের পর কোনো দাঈ-এর এমন বক্তব্য শুনতে পান—যা আপনার হৃদয়ে পরিবর্তনের ঢেউ জাগিয়ে তোলে। তৎক্ষণাৎ আপনি চলার পথ পরিবর্তন করে ফেলেন; এমনকি জীবনের পথও।

www.QuranerAlo.net

যে-বান্দা জীবন্ত আত্মা ধারণ করে সে আল্লাহর হিদায়াতের ব্যাখ্যা করতে পারে। সে জানে যে, এ নিখিল বিশ্ব আল্লাহরই ইবাদত করে। আল্লাহ তাকে বিশ্বের যে-কোনোকিছু দিয়েই পথ দেখাতে পারেন। আর—আল্লাহ না করুন—এ বিশ্বের যে-কোনোকিছু দিয়েই তাকে আবার পথভ্রষ্টও করতে পারেন।

তবে আল্লাহ শুধু তাকেই পথভ্রষ্ট করেন, যে তার অন্তরকে হিদায়াত ও প্রকৃত দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

সুতরাং, জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে যদি আল্লাহর কাছ থেকে হিদায়াত না পান।

কিছুক্ষণ আগে মরুভূমিতে পথ হারানোর যে-উদাহরণটা দিয়েছি, তা মনে আছে আপনার? আল্লাহর পথ, মসজিদ, 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি, 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু'—এর অনন্য পাথেয় হারিয়ে ফেলা মরুভূমিতে পথ হারানো থেকেও বিপজ্জনক। এই পাথেয়গুলো হারালে আমরা ওই পাখির মতো হয়ে যাবো, যে-পাখি শীতকালে নিজের চলার নির্দিষ্ট পথ হারিয়ে ফেলেছে; ফলে বরফের দেশে বরফই তার উড়ন্ত স্বপ্নগুলোকে গিলে ফেলেছে।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে এমন পথনির্দেশনা দেন, যাতে আমরা মরুভূমির পথভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারি, আপনার কাছে পৌঁছাতে পারি এবং আসমান-জমিন পরিব্যাপ্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

www.QuranerAlo.net

# আল-গাফূর : الْغَفُورُ

## মহাক্ষমাশীল

আপনি গুনাহ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। অনুভব করছেন, গুনাহর অভিশাপ আপনার জীবনকে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। অন্ধকার এক পর্দা আপনার দুচোখে প্রজ্বলিত দিনরাতের আনন্দকে নিভিয়ে দিচ্ছে। আপনি অনুভব করছেন, সালাতে, দুআয় এবং ইবাদতে আপনি আর আগের মতো স্বাদ পাচ্ছেন না। তাহলে জেনে রাখুন, এখনই সময় ক্ষমাভিক্ষা ও নিভৃতালাপের। মহান আল্লাহর 'আল-গাফূর' নামের মাঝে ক্ষমার অর্থ খুঁজে পাওয়ার।

এখন আপনার প্রয়োজন ক্ষমার অর্থ জানা। 'আল-গাফূর' নামের তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমা ও মার্জনার গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

### কারাগার

শরীর রোগাক্রান্ত হওয়ার চেয়ে আত্মা পাপাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়াটা বেশি বিপজ্জনক। পাপের পদতলে আত্মার আর্তনাদ শারীরিক ব্যথা-বেদনার চেয়েও বেশি মারাত্মক। তবে এটা সত্য যে, কদাচিৎ আপনার দেহ পাপাচারের স্বাদ পেলেও আপনার আত্মা কিন্তু ঠিকই আল্লাহর কাছে পানাহ চায়।

www.QuranerAlo.net

একবার কল্পনা করুন, আপনি এক সংকীর্ণ কারাগারে আটক রয়েছেন, যেখানে প্রতিটা দেওয়ালের প্রস্থ মাত্র এক মিটার। এরকম একটা জায়গায় আপনি কী পরিমাণ শ্বাসরুদ্ধ অনুভব করবেন? আপনি যখন গুনাহ করেন তখন আপনার আত্মাও এরকম একটা কারাগারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে।

وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴿٨١﴾

আর পাপসমূহ তাকে বেষ্টন করে।[১]

গুনাহগুলো তার আত্মাকে শ্বাসরোধ করে ফেলে। যদি জান্নাত বা জাহান্নাম কোনোটা নাও থাকত তবুও গুনাহই গনগনে আগুন হয়ে আপনাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিত।

যেহেতু আমরা জানি, আল্লাহ তাআলার মহান নামপঞ্জির মধ্যে রয়েছে 'আল-গাফূর',[২] 'আল-গাফ্ফার',[৩] 'আল-আফুওয়ু',[৪]-এর মতো অনন্য নাম সেহেতু আমরা যদি এই নাম জপতে পারি তাহলে গুনাহগার আত্মার সংকীর্ণ কারাগারের দেওয়ালে ফাটল ধরবে।

## আপনি কি জানেন?

আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, বলুন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ'।

শুধু বললে হবে না; বরং হৃদয়ের অনুতাপ মিশিয়ে উচ্চারণ করতে হবে, 'আস্তাগফিরুল্লাহ'।

এর চেয়ে সুন্দর কোনো বাক্য কি থাকতে পারে? যে-বাক্য উচ্চারণ করা মাত্রই আপনার অন্তর পাপের পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পাবে এবং আপনার সবধরনের দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে?

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৮১
[২] মহাক্ষমাশীল
[৩] অতি-মার্জনাকারী
[৪] পাপমোচনকারী

www.QuranerAlo.net

Contents

আপনি কি জানেন, আপনার রোগ-শোক, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা—সবকিছু আপনার পাপের কারণেই এসেছে?[১]

এই আয়াতটি পড়ুন—

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۝

আর তোমাদের যে-বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তার কারণে এবং অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।[২]

গীবত, মিথ্যা, ধোঁকা, হিংসা, দুর্ব্যবহার, মা-বাবার অবাধ্যতা, হারাম জিনিস দেখা, ফরজ পালনে দেরি করা এবং এজাতীয় অন্যান্য অপরাধ আমাদের জীবনে বড় ধরনের দুঃখ-ব্যথা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আসে।

আমরা কারও কাছে ঋণ নেওয়ার জন্য শরীরের ঘাম ঝরাই। অর্থের প্রতি আমাদের এই মুখাপেক্ষিতা হয়তো আমাদের পাপের কারণেই সৃষ্টি হয়। আমরা যদি বিনয়ের সাথে 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলি তাহলে আল্লাহর সৃষ্টির সামনে বিনয়ী হয়ে চাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

আমরা মানসিক সংকীর্ণতা ও নানামুখী অস্বস্তিতে ভুগি। ভয় আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। তাই মনোরোগ-বিশেষজ্ঞের কাছে দৌড়াই। হয়তো আমাদের এ অবস্থার কারণ আমাদেরই সংঘটিত কোনো পাপকাজ। আমরা যদি সজীব অন্তর ও আল্লাহমুখী হৃদয় থেকে বলি—'আস্তাগফিরুল্লাহ', তাহলে আমাদের এত কিছুর প্রয়োজন হয় না।

## আর আমার বিশ্বাসঘাতকতা?

সীরাতুন নবীর পাতা উল্টাতে গিয়ে আমার সামনে আল্লাহর ক্ষমার নিদর্শন যতটা স্পষ্ট হয়েছে, অন্যকোনো উপায়ে ততটা হয়নি।

[১] মানুষ যে-সব বিপদাপদ, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার শিকার হয়, তা সাধারণত দু'কারণে : এক. তার পাপের কারণে, দুই. পরীক্ষার কারণে এবং উক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে তার গুনাহ মাফ করার কারণে।
[২] সূরা শূরা, আয়াত : ৩০

www.QuranerAlo.net

উমার ইবনুল খাত্তাব ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করত। চাবুকের আঘাতে দাস-দাসির পিঠ ক্ষত-বিক্ষত করে দিত। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে চাবুকাঘাত বন্ধ করে বলত—'বিরক্তি ধরে আসায় এবারের মতো থামলাম।'

মুসলিমরা বিশ্বাস করত যে, খাত্তাবের গাধার ইসলাম গ্রহণ বিশ্বাসযোগ্য হলেও উমারের ইসলাম গ্রহণ অবিশ্বাস্য। কারণ, ইসলামের প্রতি উমারের ছিল প্রবল শত্রুতা ও প্রচণ্ড বিদ্বেষ। কিন্তু মহাক্ষমাশীল আল্লাহ তার জন্যও তাওবার দরজা খুলে দেন। ফলে তিনি পরিণত হন উমার ফারুক'-এ।

তিনি যে-চাবুকাঘাতে দাস-দাসিদের পিঠ ক্ষত-বিক্ষত করতেন, তার কী হলো? কোথায় গেল সে-সব অপরাধ? আল্লাহ সবকিছু ক্ষমা করে দিলেন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উহুদের যুদ্ধে মুসলিম তিরন্দাজ বাহিনীর অবস্থানরত পাহাড়ে আরোহণ করেন। পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ সেখানে থাকা তিরন্দাজ সাহাবীদের সবাইকে শহীদ করে ফেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম সেনাবাহিনীর পরাজয়ের মূল কারণ ছিলেন তিনিই। তার কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ রক্তাক্ত হওয়ার কারণ তো খালিদ ইবনু ওয়ালিদই। যে-রক্তপাতের দরুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফুটে বলে ফেলেছিলেন—

"

اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِهِ

*ওই সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর ক্রোধ আরও তীব্র হয়েছে যারা তাঁর রাসূলের মুখ রক্তাক্ত করেছে।*[১]

কিন্তু মহান আল্লাহ তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ করেন—

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾

---

[১] *মুসনাদে আহমদ* : ২৬০৯

www.QuranerAlo.net

তিনি তাদের তাওবা কবুল করবেন বা শাস্তি দেবেন—এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই; কারণ, তারা তো জালিম। [১]

পরবর্তী সময়ে এই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই তাওবাকারীদের একজন হয়ে যান। আল্লাহ তাকে ক্ষমাপ্রাপ্তদের সারিতে জায়গা দেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মহাক্ষমাশীল আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। অতীতের সব অপকর্ম তিনি ক্ষমা করে মুছে দেন। উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের মূল কারণ থেকে তিনি হয়ে যান আল্লাহর খোলা তরবারি। ইসলামের বিজয়-যাত্রার অগ্রসেনানী।

পবিত্র দেহের রক্ত ঝরানো, শিরস্ত্রাণ দ্বিখণ্ডিত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রক্ত ঝরানোসহ তার সকল অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

একদা এক লোক অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন লোকের ব্যাপারে কী বলবেন, যে সব রকম পাপের কাজই করেছে। একটাও বাদ রাখেনি। এ পাপ কাজগুলো করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে। এ অবস্থায় তার কি তাওবার কোনো সুযোগ আছে?' রহমতের নবী বলেন, 'তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?' লোকটা উত্তর দেয়, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হ্যাঁ, তুমি সৎকাজ করবে আর খারাপ কাজ বর্জন করবে। আল্লাহ এর বিনিময়ে তোমার সব খারাপ কাজকে ভালো কাজে রূপান্তরিত করে দেবেন।' লোকটি বলে, 'আর আমার বিশ্বাসঘাতকতা? আর আমার পাপগুলো?' তিনি বলেন, 'তোমার বিশ্বাসঘাতকতাও পাপাচার। (এ সবই ভালো কাজে রূপান্তরিত হবে)'[২]

## আপনি কি ভুলে গেছেন?

আপনার কেন মনে হচ্ছে, এ জগতে আপনার পাপই সবচেয়ে বড়? আপনি কি ভুলে গেছেন যে, আল্লাহ হলেন মহাক্ষমাশীল, অতি-স্নেহপরায়ণ?

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১২৮
[২] তাবারানী, আল-*মুজামুল কাবীর* : ৭২৩৫

www.QuranerAlo.net

আপনি কি ভুলে গেছেন, আপনি তাওবা করলে তিনি খুশি হন?

সাহাবীরা একদিন দেখতে পেলেন, এক ভীত-সন্ত্রস্ত মহিলা বন্দিদের মাঝে তার সন্তানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সন্তানকে খুঁজে পেয়ে তাকে তুলে নিয়ে সে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সন্তানকে চুম্বন করল। সাহাবীরা তার ভালোবাসা ও আনন্দ দেখে বিস্মিত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

"

اللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا

*এই মহিলা তার সন্তানকে খুঁজে পেয়ে যতটা খুশি হয়েছে, তার থেকে আল্লাহ আরও বেশি খুশি হন যখন কোনো বান্দা তাওবা করে তাঁর কাছে ফিরে আসে।*[১]

কীসের অপেক্ষা করছেন আপনি?

এখনই বলুন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ।'

আপনার জিহ্বা দিয়ে বলুন। অন্তর দিয়ে বলুন। হৃদয় থেকে বলুন। যে-গুনাহর ব্যাপারে আপনি মনে করেন যে, ক্ষমা অসম্ভব, সেই গুনাহর জন্যই বলুন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ।' আপনার ভেতরটা যেন চিৎকার করে 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলে ডেকে ওঠে। এ চিৎকারের মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, মহাক্ষমাশীল আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করবেন। আপনি চিৎকার করছেন সে কারণে নয়, বরং তিনি যে মহাক্ষমাশীল, অতি স্নেহময়—সে কারণে।

আবু সুফিয়ান ইবনু হারব, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, ইকরিমা ইবনু আবী জাহল, আমর ইবনুল আস-সহ আরও অনেক জঘন্য পাপীকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। তাদের পাপ ছিল—আল্লাহর সাথে শির্ক, দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই ও সাহাবীদের হত্যাকাণ্ড। তারপরও মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহ তাদেরকে নিজগুণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদেরকে সাহাবী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনি কি জানেন, 'সাহাবী' মানে কী? 'সাহাবী' মানে হলো নবীদের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ।

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ২৭৪৪

www.QuranerAlo.net

একটু লক্ষ করে দেখুন তো, আল্লাহর ক্ষমাগুণ 'ইকরিমা, সাফওয়ান বা অন্যদেরকে কীসে রূপান্তরিত করেছে? 'আল-গাফূর' আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া তাদের একেকজনকে 'সাহাবীদের হত্যাকারী' থেকে 'সম্মানিত সাহাবী'তে পরিবর্তিত করেছে।

যখন পাপের অনুভূতি আপনার হৃদয়কে কাঁদায়, আপনার চিন্তায় কালিমা লেপন করে এবং আপনার কথাবার্তার গতিময়তায় ছেদ আনে—তখন হৃদয়ে যদি উচ্চারিত হয় 'আস্তাগফিরুল্লাহ', দেখবেন সব কান্নাকাটি, গুনাহর কালিমা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

## সুসংবাদ তার জন্য

আল্লাহ সুবহানাহু ও তাআলা সাধারণত তাওবা ও 'আস্তাগফিরুল্লাহ'-এর মাধ্যমে ক্ষমা করেন—

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

তবে তারা ব্যতীত যারা তাওবা করেছে এবং নিজেকে শুধরে নিয়েছে; নিশ্চয় আল্লাহ (তাদের ব্যাপারে) ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

সৎকাজের মাধ্যমেও ক্ষমা করেন—

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ﴿١١٤﴾

নিশ্চয় ভালোকাজ বিদূরিত করে খারাপ কাজকে।[২]

বিপদে ফেলার মাধ্যমেও ক্ষমা করেন—

مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮৯
[২] সূরা হূদ, আয়াত : ১১৪

www.QuranerAlo.net

*মুমিনের জীবন, সন্তান ও সম্পত্তিতে এমনভাবে বিপদ আসতে থাকে যে, সে যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তখন তার কোনো পাপই অবশিষ্ট থাকে না।*[১]

আপনি কি জানেন, দুনিয়ার এ জীবনে আপনার কী করা উচিত? যে-জিনিস বারবার করেও আপনার বিরক্ত হওয়া সাজে না তা হলো 'ইস্তিগফার' পড়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

❝

طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا

*সুসংবাদ তার জন্য, যার হিসাবের খাতায় বেশি ইস্তিগফার পাওয়া যাবে।*[২]

আপনার হিসাবের খাতায় 'আস্তাগফিরুল্লাহ'-এর আধিক্য দেখে আপনি যারপরনাই খুশি হবেন। আপনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠবেন—

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ

নাও, আমার আমালনামা পড়ে দেখো।[৩]

কিয়ামতের দিন আপনি যখন আপনার বন্ধুদেরকে দেখবেন তখন তাদের সামনে নিজের ইস্তিগফারভর্তি খাতাটা মেলে ধরে বলবেন, 'দেখো তোমরা, আল্লাহ আমার এত এত 'ইস্তিগফার' কবুল করে নিয়েছেন। আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

এজন্য পাপের পরেই শুধু 'ইস্তিগফার' করবেন না; বরং স্বাভাবিক অবস্থায় ও সৎকাজের পরও ইস্তিগফার করবেন।

সালাত আদায় শেষ হলেই কি আপনি 'আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ' বলেন না? আপনার ইবাদতগুলোয় যে-ঘাটতি আছে তা তো 'ইস্তিগফার' ছাড়া পূর্ণই হয় না।

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৩৯৯
[২] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৮১৮
[৩] সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ১৯

www.QuranerAlo.net

## হতাশ হবেন না...

তিনি নিজের নাম 'গাফূর' তথা মহাক্ষমাশীল দিয়েছেন এজন্য যে, তাঁর ক্ষমা ব্যতীত আপনি গুনাহর আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবেন। অপরাধের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। সারাক্ষণ কান্নাকাটি করতে বাধ্য হবেন।

যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার গুনাহ বিশাল এবং যে-শাইখের কাছে আপনি প্রতিকার জানতে চেয়েছেন, তিনি আপনার অসংখ্য পাপের বিস্তারিত বিবরণ না জেনেই আপনাকে অপ্রাসঙ্গিক উত্তর শুনিয়ে আপনাকে হতাশ করেছেন—তাহলে এখনই আপনি আপনার রবের কথা শুনুন। আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বান্দা যত পাপকাজ করবে তা তিনি জানেন। তিনি সকল পাপকাজের বিস্তারিত বিবরণ, পদক্ষেপ ও ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগতি রাখেন। সবকিছু জেনেই তিনি বলেছেন—

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

*বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ—আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*[১]

এবার কি মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে? যিনি এ কথা বলেছেন তিনি জানেন যে, আপনি এই এই দিনে এই এই পাপ কাজ করবেন। তারপরও তিনি বলেছেন যে, তিনি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। আপনার গুনাহ নিশ্চয় আল্লাহর ক্ষমা থেকে বড় নয়। নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিশাল নয়।

পাপের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আপনি পাপকাজ করে ফেললেই সাথে সাথে 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলে ফেলবেন। পাপকাজে লিপ্ত হয়েছেন—মনে পড়ামাত্রই থেমে যাবেন। আল্লাহ বলেন—

فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ৫৩

www.QuranerAlo.net

যদি তারা বিরত থাকে তবে (তাদের জন্য) আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

আপনি গুনাহর ওপর অটল থেকে কীভাবে বলতে পারেন—'আমার গুনাহ ক্ষমা করুন!' কীভাবে আপনি পাপমোচন করে আবার নিজের হিসাবের খাতায় তা লিখবেন? পাপের এ পথযাত্রায় অন্তত এবার আপনি থেমে যান—যেন আপনার এই 'আস্তাগফিরুল্লাহ' সত্য হয়ে যায়; যেন এবারের এ 'আস্তাগফিরুল্লাহ'র আহ্বানে আপনার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে যায়।

## সর্বোত্তম ইচ্ছে

আল্লাহ সুবহানাহু আপনার জন্য অনেক কিছুই ইচ্ছে করেছেন—

তিনি আপনাকে অস্তিত্বদানের ইচ্ছে করেছেন, তাই আপনার জন্ম হয়েছে। আপনাকে সুস্থ রাখতে চেয়েছেন, তাই আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আপনাকে বিবেকবান করতে চেয়েছেন। তাই আপনি বুদ্ধিমত্তা লাভ করেছেন। তাই এখন আপনি পড়তে পারেন, শুনতে পারেন; কিন্তু আল্লাহ আপনার প্রতি সর্বোত্তম যে-ইচ্ছেটি পোষণ করেন, তা কী জানেন?

তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিতে চান—

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

আর আসমান এবং জমিনে যা-কিছু আছে তা আল্লাহর জন্য। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন। আর আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, চির দয়ালু।[২]

কত মহান সে-ইচ্ছে, যে-ইচ্ছের বদৌলতে তিনি তাঁর অনুগ্রহে বেষ্টন করে আপনাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করার জন্য প্রস্তুত করছেন।

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯২
[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১২৯

www.QuranerAlo.net

যাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন, তারা অন্যদের মতো রোগাক্রান্ত হয় বটে; কিন্তু রোগের কারণে তাদের মুখের মুচকি হাসিগুলো মুছে যায় না।

যাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন তারা হয়তো আর্থিক সংকটে পতিত হয়; কিন্তু এই সংকটে তাদের মাথা কখনও নত হয় না।

যাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন তাদের দুচোখ সজল হয়ে ওঠে; কিন্তু তারা আল্লাহর দান থেকে নিরাশ হয় না।

সুতরাং, আপনার সব দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও দুঃখ-ব্যথা ঝেড়ে ফেলুন।

যাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় তারা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমায়; কারণ, তাদের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ যা ঘটতে পারে—তা হলো মৃত্যু। আর মৃত্যুবরণ করলেই বা কী? গুনাহমুক্ত এ জীবনে তাদের কাছে মৃত্যু তো সামান্য ভয়ের ব্যাপারমাত্র। আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি পড়ুন এবং অনুভব করুন—

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾

*আর যে-ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করে অথবা নিজের ওপর অবিচার করে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে সে আল্লাহকে পায় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু হিসেবে।*[১]

আপনি কি তাঁকে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু হিসেবে পেতে চান না? তাহলে এখনই তাঁর কাছে ক্ষমা চান।

## সবচেয়ে সুন্দর কথা

সেই মহাক্ষমাশীল সত্তা জানেন, গুনাহ আপনার জীবনকে বিনষ্ট করে, আত্মাকে বিপর্যস্ত করে, পানিকে দুর্গন্ধযুক্ত ও অপেয় করে, খাবারকে বিস্বাদ করে, রাতকে ভৌতিক করে, দিনকে বিরক্তিকর করে, আত্মীয়দেরকে জাহান্নামতুল্য বানায়, বন্ধুদেরকে কাঁটাসম বানায়, জীবনের ব্যস্ততাকে ভ্রান্তিময় করে, ঘুমকে শ্বাসরোধ

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১১০

www.QuranerAlo.net

এবং নিঃসঙ্গতাকে ক্রন্দনে পর্যবসিত করে। তাই তো তিনি আপনাকে বলছেন—

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ

তারা কি আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে না এবং ক্ষমা চাইবে না?[১]

এটাই কি তাদের অবস্থার জন্য সবচেয়ে সুন্দর কথা না? তারা কি একের পর এক বিপদে বিরক্ত হয়ে যায়নি? তারা কি অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত মুচকি হাসির জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েনি? তাহলে কেন তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় না?

## অবাক হবেন না

মহাক্ষমাশীল সত্তা সবসময়ই ক্ষমা করে থাকেন। তিনি বদান্যতার মাধ্যমে ক্ষমা করেন। সাধারণ মানুষ যা ক্ষমা করে না—তা তিনি ক্ষমা করেন। আপনাকে অবাক করে দিয়েও তিনি ক্ষমা করেন।

সবসময় তিনি ক্ষমা করেন—এক সালাত থেকে অন্য সালাত, এক জুমুআ থেকে অন্য জুমুআ, এক রামাদান থেকে আরেক রামাদান, এক হজ্জ থেকে আরেক হজ-এর মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন—যদি বান্দা কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে। এই ধারাবাহিক ইবাদতগুলোর মাধ্যমে বান্দার জীবন ক্ষমা ও মার্জনার চাদরে আবৃত হয়ে পড়ে।

চিন্তা করুন, আপনি ফজরের সালাত আদায় করে কর্মক্ষেত্রে গিয়েছেন। সেখানে কবীরা গুনাহ ব্যতীত ছোট ছোট অনেক গুনাহ করে ফেলেছেন। তারপর যুহরের সালাতের জন্য সুন্দরভাবে ওজু করে পূর্ণ সালাত আদায় করেছেন। সালাতের শেষে—'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলার সাথে সাথে আপনার সমস্ত গুনাহ মুছে গেছে। এভাবে অব্যাহত সালাতের মাধ্যমে আপনার দৈনন্দিন গুনাহ মুছে যেতে থাকে। আমাদের রব যদি মহাক্ষমাশীল না হতেন তাহলে আমাদের কী হতো?

তিনি বদান্যতার সাথে ক্ষমা করেন—

বছরের এক সাওমে তিনি সারা বছরের গুনাহ মাফ করে দেন।

---

[১] সূরা মায়েদা, আয়াত : ৭৪

আপনি শুধু ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ একশত বার বলুন। আপনার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণও হয় তাহলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন। এর চেয়ে বদান্যতা আর কী হতে পারে বলুন তো?

সাধারণ মানুষ যা ক্ষমা করে না তিনি তা ক্ষমা করেন—

এক পতিতার জীবন ছিল গুনাহ এবং পাপাচারে ভরপুর। সে একটা কুকুরকে পানি পান করিয়েছে বলে মহান আল্লাহ তার সব গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি অবাক করে দিয়ে ক্ষমা করেন—

যেমন, বদরের যুদ্ধে যারা উপস্থিত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—

“

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

*তোমরা যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।*[১]

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক সাহাবী হলেন হারিসা ইবনু সুরাকা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি যোদ্ধা হিসেবে নন; বরং যোদ্ধাদের সহকারী হিসেবে বদরে গিয়েছিলেন। দূর থেকে যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করছিলেন। হাওযে পানি পান করতে এলে একটি লক্ষ্যহীন তির তার কণ্ঠনালীতে এসে বিদ্ধ হয়। তিনি সেখানেই মারা যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলে হারিসার মা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ‘আল্লাহর নবী, আমার হারেসা সম্পর্কে বলুন। সে যদি জান্নাতে যায় তাহলে আমি ধৈর্য ধরব। আর যদি না যায় তাহলে তার ব্যাপারে আমি খুব কান্নাকাটি করব।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

*হারিসার মা, জান্নাতে তো অনেকগুলো জান্নাত আছে। আপনার ছেলে সুউচ্চ ফিরদাউস অর্জন করেছে।*[২]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩৬৯৪
[২] *সহীহ বুখারী* : ২৮০৯

www.QuranerAlo.net

ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এ থেকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের মূল জায়গায় বা সংঘর্ষস্থলে ছিলেন না; বরং তিনি সুদূর থেকে প্রত্যক্ষ করছিলেন। হাওয থেকে পানি পানরত অবস্থায় লক্ষ্যহীন তির তাকে আঘাত করেছে। তাও তিনি সুউচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউস অর্জন করেছেন। তাহলে তাদের ব্যাপারে কী বলবেন, যারা বদরের যুদ্ধে শত্রুর সাথে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন?'

## শুরু করে দেন

'আল-গাফূর' তথা মহাক্ষমাশীলের সাথে জীবনের এক নব অধ্যায়ের সূচনা করুন। আপনি এজন্য খুশি হবেন যে, তিনি গুনাহ মাফ করেন। সুতরাং, তাঁর কাছে দ্রুত ক্ষমা চান। তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যম হবে তাঁর আদেশগুলো মানা আর নিষেধগুলো বর্জন করা।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ ﴿٣١﴾

বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তবে আমার অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করবেন।[১]

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ছোটবড় সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন—যাদের হিসাবের খাতায় অনেক বেশি 'আস্তাগফিরুল্লাহ' থাকবে।



[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩১

www.QuranerAlo.net

# আল-কারীব : القَرِيبُ

## নিকটবর্তী

আপনি কি একাকিত্ব অনুভব করছেন? প্রিয় বন্ধু কি আপনাকে লাঞ্ছিত করেছে? আপনার এবং আপনার প্রিয় মানুষের মধ্যে একটা পর্দা পড়ে গেছে? যে-কারণে সে আর আপনাকে আগের মতো বুঝতে পারছে না? আপনার আত্মা কি এমন প্রিয়জনকে খুঁজছে—যাঁর কাছে আপনি মনের সব দুঃখ-ব্যথা খুলে বলতে চান?

কেমন হয় যদি এমন প্রিয়জনকে ডাকেন, এমন বন্ধুকে আহ্বান করেন এবং এমন সত্তার দিকে ছুটে চলেন—যিনি নৈকট্য অর্জনে ইচ্ছুকদেরকে কখনই ফিরিয়ে দেন না।

আল্লাহ আপনার খুবই কাছে; তিনি আপনার ঘাড়ের রগ থেকেও বেশি নিকটে। তাঁর নৈকট্য পেলে আপনার জীবনটা সুখ-শান্তিতে ভরে উঠবে। তাঁর একটি মহান নাম আছে। এ নাম সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং অলঙ্কৃত। 'আল-কারীব' তথা নিকটবর্তী। আসুন, আমরা এ নামের সাথে পরিচিত হই—যেন তাঁর নৈকট্য অনুভব করতে পারি এবং একাকিত্বের রজনীগুলোতে তাঁর সাথে গোপন আলাপনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি।

### হে আল্লাহ

আপনাকে তিনি জানাতে চান যে, তিনি আরশের ওপর আছেন। অনুরূপ আপনাকে তিনি জানাতে চান যে, তিনি আপনার ঘাড়ের রগ থেকেও আপনার অধিক নিকটে। তিনি আপনার কথা শোনেন। আপনার কাজ দেখেন। আপনার কোনোকিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়।

www.QuranerAlo.net

Contents

একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন সাহাবীরা উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর জিকির করছে। তখন তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন—

“

أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*তোমরা নিজেদের প্রতি অনুগ্রহ করো। তোমরা তো কোনো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না। তোমরা একজন সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী সত্তাকে ডাকছ।*[১]

বান্দা দুআ শেষ করার সাথে সাথে তার আহ্বানে আল্লাহর সাড়া দেওয়ার আলামত পেয়ে যায়; কারণ, আল্লাহ এত কাছে যে, মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

## আপনারই জন্য

আমার এক বন্ধু আমাকে একটি ঘটনা জানায়। একবার সে সালাতের জন্য মসজিদে প্রবেশ করে। ওজুর পানি তখনও তার কানে লেগে আছে। এমতাবস্থায় প্রথম কাতারে গিয়ে এসির সামনে দাঁড়ানোর ফলে এসির ঠান্ডা বাতাস তার কানে ঢোকে। ঘন্টাখানেক পরেই তার মনে হয়, কানের ভেতর ব্যথা করছে। সে মনে মনে কেবল একবার বলে, ‘হে আল্লাহ, আপনার জন্যই সহ্য করেছিলাম। হাত দিয়ে কান পরিষ্কার করিনি।’ তখন কোনো ভূমিকা বা পদক্ষেপ ছাড়াই মুহূর্তের মধ্যেই তার ব্যথা মিলিয়ে যায়।

তিনি কতটা নিকটে হলে আপনি ঠোঁট না নাড়িয়ে আপনার মনে মনেই কথাটি তাকে বলতে পারেন?

সিজদারত অবস্থায় আপনি তাঁর সবচেয়ে বেশি কাছে থাকেন। আপনি যখন ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আলা’ পড়েন তখন আপনার বিড়বিড় আওয়াজে আসমানের দরজাগুলো খুলে যায়। তাহলে চিন্তা করুন, মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ কীভাবে আপনার কথা শোনেন। আপনি মনে করবেন না যে, তিনি দূরে আছেন, অথবা তাঁর থেকে কোনোকিছু গোপন আছে।

---

[১] *সহীহ বুখারী : ৪২০৫; সহীহ মুসলিম : ২৭০৪*

www.QuranerAlo.net

একদিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গভীর রাতে উবাই ইবনু কাবের দরজায় কড়া নাড়েন। উবাই ইবনু কাব বেরিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জানান যে, 'আমার রব আমাকে আদেশ দিয়েছেন তোমাকে 'ফাতিহা' পড়ে শোনাতে। উবাই হতভম্ব হয়ে বলেন, 'আল্লাহ আমার নাম বলেছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ।' এ কথা শোনামাত্রই তিনি কেঁদে ফেলেন।[১]

## পিঁপড়ের পদচারণা

তিনি সকল সৃষ্টির কাছেই থাকেন এবং তাদের দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সৃষ্টিজগতের নিকটে না থাকলে কীভাবে তিনি তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল হতে পারেন? তাদের মহিমান্বিত রব হতে পারেন?

তাঁর এই নৈকট্য জ্ঞান ও দর্শনমূলক। এটা তাঁর সত্তাগত নৈকট্য নয়। কেননা, তাঁর সত্তা তো এ ধরনের নৈকট্য থেকে পবিত্র। তাঁর নৈকট্যের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, আল্লাহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আসমানের দুনিয়ায় অবতরণ করে বলতে থাকেন—

"

هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟

*এমন কেউ আছে কি, যে চাইবে? আমি তাকে দান করব। এমন কেউ আছে কি, যে আহ্বান করবে? আমি তার আহ্বানে সাড়া দেবো। এমন কেউ আছে কি, যে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।*[২]

এছাড়া তাঁর নৈকট্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি গভীর অন্ধকার রাতে শৈবালযুক্ত পাথরের ওপর কালো পিঁপড়ের পদচারণা দেখতে পান এবং তার পদশব্দ শুনতে পান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

---

[১] *সহীহ বুখারী : ৪৯৬০; সহীহ মুসলিম : ৭৯৯*
[২] *সহীহ মুসলিম : ৭৫৮*

www.QuranerAlo.net

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴿٥٩﴾

*আর এমন কোনো পাতা পড়ে না—যে-ব্যাপারে তিনি জানেন না।*[১]

একবার কল্পনা করে দেখুন, পৃথিবীতে গাছের সংখ্যা কত, এই গাছগুলোতে পাতার সংখ্যা কত। কল্পনা করুন; শীতকালে এসব পাতা ঝরে পড়ছে। আর এসবই আল্লাহ জানেন। জানেন এগুলোর সংখ্যা, আকৃতি, ধরন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছু।

এক নারী একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হয়ে স্বামীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করে। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন ঘরেই ছিলেন। তিনি মহিলার কিছু কথা শুনতে পান আর কিছু কথা শুনতে পান না। বাদানুবাদ শেষ হতে দেরি হয়; কিন্তু ওহী নিয়ে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর আগমন করতে দেরি হয় না—

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿١﴾

*আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছেও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ আপনাদের কথোপকথন শোনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।*[২]

আহ! কী বিস্ময়কর নৈকট্য তাঁর। কত মহান তাঁর জ্ঞান। কি সর্বব্যাপী তাঁর শ্রবণ, তাঁর দর্শন...

## তিনি আপনাকে দেখছেন

আপনার হাত প্রসারিত করুন। করেছেন? এটাও তিনি দেখেছেন। আপনাকে এটি বিশ্বাস করতেই হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে এক বন্ধু আমাকে দেখতে আসে। চলে যাওয়ার সময় আমাকে বলে—'এই চিরকুটে এমন একটি বাক্য লিখে দাও যেটি পড়তে পড়তে আমি রুমে যাবো।' আমি তাকে লিখে দিই—'তিনি এখন তোমাকে দেখছেন।' পরে সে আমাকে জানায় যে, ওই বাক্যটিই তাকে আল্লাহর ভয়ে ভীত করেছে।

---

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৫৯
[২] সূরা মুজাদালাহ, আয়াত :০১

www.QuranerAlo.net

» তাঁর নৈকট্য আপনাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে এবং এটাই স্বাভাবিক।

» তাঁর নৈকট্য আপনাকে প্রশান্তি দেয় এবং এটাই স্বাভাবিক।

» তাঁর নৈকট্য আপনাকে উন্নতা দেয় এবং এটাই স্বাভাবিক।

» তাঁর নৈকট্য আপনাকে সাহসী বীর করে তোলে এবং এটাই স্বাভাবিক।

তাঁর বাণী শুনুন। মূসা আলাইহিস সালাম যখন ফিরাউনের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন তখন তিনি তাকে এবং তার ভাই হারুন আলাইহিমাস সালামকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ۝

আমি তো তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমি সব শুনি ও দেখি।[১]

এটাই যথেষ্ট। তাঁর উপস্থিতিই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় রক্ষক। তিনি তাদের সাথে আছেন বলেই তারা আর ফিরাউনকে ভয় করবেন না। তারা এখন থেকে সাহসী।

আকীদার বইগুলোতে আছে, আল্লাহর সাহচর্য দুই ধরনের। একটি শুধু তাঁর বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য। সেটি ভালোবাসা, সাহায্য এবং তাওফীক দানের সাহচর্য। দ্বিতীয়টি ব্যাপক সাহচর্য। সেটি সকল কিছুর ক্ষেত্রেই তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন ও বেষ্টন বিদ্যমান থাকার সাহচর্য।

মূসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালামের প্রতি তাঁর এ বিশেষ সাহচর্য ছিল সাহায্য ও তাওফীক দানের সাহচর্য। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য ও তাওফীক দানের ওয়াদা দেওয়ার পর তারা আবার ভয় করবেন কী করে?

মূসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালামের মতো যে-ই জেনে-বুঝে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ করতে নিষেধ করে—তার জন্য আল্লাহর সাহচর্য থাকবে। এটা অন্তরে তার ঈমান ও রবের আদেশের প্রতি তার আনুগত্য অনুসারে প্রযুক্ত হবে। দেখবেন, যে-লোকই সত্যের আদেশ দিচ্ছে আর মিথ্যাকে প্রতিহত করছে তার

[১] সূরা ত-হা, আয়াত : ৪৬

www.QuranerAlo.net

মাঝে শক্তি, সাহস, ধৈর্য ও আল্লাহর তাওফীক এত বেশি যে, আপনি নিশ্চিত হয়ে বলে ফেলবেন—আল্লাহর বিশেষ সাহচর্য তাকে ঘিরে আছে, তাকে শক্তিশালী করে তুলছে।

## মুচকি হাসুন...

এ ব্যাপারে সবচেয়ে মহান ও জীবনঘনিষ্ঠ আয়াত হলো—

ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ۝

*তিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি দাঁড়ান এবং (তিনি দেখেন) সিজদাকারীদের মাঝে আপনার ওঠা-বসা।*[১]

যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সালাত আদায় করার জন্য দণ্ডায়মান হন তখন আপনি কী পরিমাণ নৈকট্য অনুভব করেন? যখন আপনার রব আপনাকে জানান যে, এ কাজ করলে আল্লাহ আপনাকে বিশেষ চোখে দেখবেন তখন আপনি কতটা নিরাপত্তা বোধ করেন? মূলত তিনি সর্বাবস্থায় সকল সৃষ্টিকে দেখতে পান।

তবে বান্দা সালাতে দাঁড়ালে আল্লাহ তাকে বিশেষভাবে দেখেন; এ দেখার মাঝে থাকে ভালোবাসা, গ্রহণ করে নেওয়া, আহ্বানে সাড়া দেওয়া ও ক্ষমা করে দেওয়ার অপূর্ব সমন্বয়।

বুখারীর হাদীসের মতো করে বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"

ما أَذِنَ الله لِشَيْءٍ ما أَذِنَ لِنَبِيٍّ حسنِ الصَّوْتِ يتغنّى بِالقُرآنِ؛ يَجْهَرُ بِهِ

*আল্লাহ তাঁর নবীর মধুর কণ্ঠে সশব্দ কুরআন তিলাওয়াত যেভাবে শোনেন সেভাবে আর কিছুই শোনেন না।*[২]

ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এর অর্থ হলো, আল্লাহ সুবহানাহু কোনোকিছুই সেভাবে শোনেন না—যেভাবে তাঁর নবীর তিলাওয়াত শোনেন। নবী যখন উঁচু কণ্ঠে সুন্দর করে কুরআন পড়েন, তখন নবীদের সচ্চরিত্র ও পরিপূর্ণ আল্লাহভীতি থাকায়

---

[১] সূরা শুআরা, আয়াত : ২১৮-২১৯
[২] *সহীহ বুখারী* : ৭৪৮২; *সহীহ মুসলিম* : ৭৯২

www.QuranerAlo.net

তাদের গলার আওয়াজে এক ধরনের মিষ্টতা থাকে। এটাই তিলাওয়াতের চূড়ান্ত পর্যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সব বান্দার তিলাওয়াত শুনে থাকেন। যেমন, আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন—

"

الحمدُ للهِ الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْواتَ

*মহান সেই সত্তা—যাঁর শ্রবণশক্তি সকল আওয়াজকে বেষ্টন করে আছে।*[১]

তবে আল্লাহ কর্তৃক মুমিন বান্দাদের তিলাওয়াত শোনা সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন—

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ

*আর তোমরা যে-অবস্থায়ই থাকো না কেন এবং কুরআন থেকে যা-কিছু তিলাওয়াত করো না কেন এবং তোমরা যা-ই আমল করো না কেন, আমি তোমাদের সাক্ষী থাকি—যখন তোমরা তাতে নিমগ্ন হও।*[২]

ভয়-ভীতি আপনাকে চপেটাঘাত করলেও মুচকি হাসুন। আপনার রবের নৈকট্যের কথা চিন্তা করুন। আপনি যে-সব বস্তুকে ভয় পান—সেগুলো আপনার থেকে ততটা কাছে নয় যতটা কাছে তিনি আছেন।

আপনার চারদিকে বিপদ এলে আশাবাদী হোন। ভেবে দেখুন, তিনি আপনার ঘাড়ের রগ থেকেও বেশি কাছে। এ ভাবনা দিয়ে দূর করে দেন সব বিপদ।

বক্তারা বলেন, একলোক মরুভূমিতে সফর করছিল। পথিমধ্যে তরবারি হাতে এক ডাকাত তার পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। মুসাফির লোকটি তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বলে, 'আমার মালামাল নিয়ে নাও। তবু আমাকে ছেড়ে দাও।' ডাকাত বলে, 'না, আমি তোমাকে হত্যা করব। এরপর তোমার মালামাল নেবো।' লোকটা তার কাছে দুই রাকআত সালাতের জন্য অনুমতি চায়।

[১] *মুখতাসারুল বুখারী* : ৮৮২
[২] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৬১

www.QuranerAlo.net

অনুমতি পেয়ে সে সালাত আদায় করে এবং পরবর্তী এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে—আমি তখন পুরো কুরআন ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু মনে ছিল—

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴿٦٢﴾

*কে বিপদগ্রস্তের আহ্বানে সাড়া দেয়, যখন সে ডাকে? আর অমনি তার বিপদ দূর করে দেয়?*[১]

আয়াতটা বারবার পড়তে থাকি। সালাত শেষ করে দেখি, এক অশ্বারোহী কোত্থেকে যেন এসে লোকটাকে তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করেছে যে, তার মাথাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

## আপনি কতই না পবিত্র ও মহান

তিনি অতি নিকটবর্তী। আপনি তাঁর স্মরণে ঠোঁট দুটো নাড়ুন, অমনি আপনার আওয়াজে আসমানের দরজাগুলো খুলে যাবে।

ইউনুস আলাইহিস সালাম তিমির পেট থেকে আল্লাহকে ডেকে বলেছিলেন—

لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

*আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি কতই না পবিত্র ও মহান। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।*[২]

এ ক্ষীণ স্বর অন্ধকারের তিন স্তর পেরিয়ে মহাশূন্য ভেদ করে আসমানে চলে যায়। আসমানের ফেরেশতারা এ আহ্বান শুনে মহান রবকে বলেন, 'আওয়াজটা চেনা, তবে জায়গাটা অচেনা।'

আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে বলেন—

---

[১] সূরা নামল, আয়াত : ৬২
[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৭

www.QuranerAlo.net

Contents

❝

مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ أَفْضَلَ مِنْهُ

*যে-ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করবে, আমি তাকে মনে মনে স্মরণ করব। আর যে আমাকে মজলিসের মধ্যে স্মরণ করবে। আমি তাকে এর চেয়ে উত্তম মজলিসের মধ্যে স্মরণ করব।*

কারণ, তিনি যে সবচেয়ে নিকটে।

শুধু বলুন, 'ইয়া আল্লাহ'। তৎক্ষণাৎ আপনি এর জবাব পাবেন। আপনাকেও ইয়া আবদি বলে স্মরণ করা হবে। এটা কতই না মহান ব্যাপার যে, আপনি রাজাধিরাজকে স্মরণ করার পরক্ষণেই তিনি আপনার নামটা উল্লেখ করে বলেন, 'আমার বান্দা অমুকের ছেলে অমুক আমাকে স্মরণ করেছে।'

এ মহান দৌলতের তুলনায় পুরো দুনিয়াটাই তুচ্ছ। কী সৌভাগ্য—আল্লাহ তাঁর বান্দাকে স্মরণ করেন। এভাবে আল্লাহর সঙ্গে তাঁর নৈকট্য বাড়তে থাকে। তাওবা ও সৎকর্মের মাধ্যমে আপনি তাঁর কাছে যেতেই থাকেন। আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে বলেন—

❝

وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ بَاعًا

*সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার এক হাত কাছে আসি। সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার এক গজ কাছে আসি।*[১]

তাঁর নৈকট্য অর্জনে আপনার প্রতিটি প্রচেষ্টার বিনিময়ে তিনি আপনার নিকটে আসেন দয়া, অনুগ্রহ, নিয়ামত এবং অবারিত দান নিয়ে।

## তাঁর কাছে পৌঁছে যাবেন...

তাঁর নৈকট্যের আরেকটি অর্থ হলো, তিনি আশেপাশের সবকিছুর মাঝেই এমন কিছু রেখে দেবেন—যা আপনাকে তাঁর কথা স্মরণ করাবে।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৭৪০৫; *সহীহ মুসলিম* : ২৬৭৫

www.QuranerAlo.net

» আপনি বিভিন্ন সৃষ্টজীবের গঠনপ্রণালীর মাঝে তাঁর প্রজ্ঞা দেখতে পাবেন।

» আসমানগুলো কোনো খুঁটি ছাড়াই উত্থিত করার মাঝে তাঁর কুদরত দেখতে পাবেন।

» আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ও মাটি ফুঁড়ে গাছ জন্মানোর মাঝে তাঁর অনুগ্রহ দেখতে পাবেন।

» পাহাড়ের সুবিশাল উচ্চতার মাঝে তাঁর বড়ত্ব দেখতে পাবেন।

» ঝড়-ঝাপটা, ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতে আপনি তাঁর শাস্তি দেখতে পাবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ

*অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব, বিশ্বজগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে—এটা[১] সত্য।[২]*

আপনি দুচোখ ভরে কিছু দেখলেই সেটা আপনাকে সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

আপনি গভীর নিশীথে ফিসফিস আওয়াজ শুনলে সেটা আপনাকে সর্বশ্রোতা মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। গোপন কোনো জ্ঞান জানতে পারলে তা আপনাকে মহাজ্ঞানী আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

প্রতিটি বস্তুর মাঝে নিদর্শন আছে। সে নিদর্শন এটা প্রমাণ করে যে, তিনিই সেই একক সত্তা।

একবার একদল শিশুর সাথে বসে আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম। তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে, 'তোমরা যদি তাঁর সৃষ্টজগতের কথা চিন্তা করো, তাহলেই তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে।' আমি কিছুটা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি এবং বুঝতে পারি, এই শিশু আমাদের থেকেও বেশি বুঝতে পেরেছে। সে আমার থেকে কী শুনবে? তার থেকেই শোনা উচিৎ।

---

[১] কুরআন
[২] সূরা হা-মীম সাজদাহ, আয়াত : ৫৩

www.QuranerAlo.net

তিনি এত কাছে যে, তাঁর কাছে যেতে আপনাকে শুধু ভাবতে হবে, শুধু তাঁর নৈকট্যকে অনুভব করতে হবে, শুধু বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি আপনাকে দেখছেন। তারপর বলবেন—'ইয়া আল্লাহ'।

যদি তারা আপনার কাছে জানতে চায়—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ

তারা যদি আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তাহলে বলুন, 'আমি নিকটেই।'[১]

যে-লোকই আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আল্লাহ সম্পর্কে, তাকেই আপনি সর্বপ্রথম তাঁর 'নিকটবর্তী' গুণে গুণান্বিত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবেন। সুদূরের এক রবের ইবাদত করার জন্য মানুষের হৃদয় সহসাই প্রস্তুত হয় না; তারা এমন রবের ইবাদতের জন্য মোটেই প্রস্তুত নয়, যে তাদের ডাক শোনে না এবং তাদের প্রয়োজন দেখে না। তাই যে-ব্যক্তি আল্লাহর সাথে পরিচিত হতে চায় তাকে আপনি প্রথম যে-পরিচয়টা জানাবেন তা হলো, তিনি 'অতি-নিকটে'। এভাবেই আপনার রব আপনাকে শিখিয়েছেন তাঁর ব্যাপারে জানাতে।

এ নৈকট্য আপনাকে শেখাবে তাঁকে ভালোবাসতে, তাঁর কাছে একাকী চাইতে এবং তাঁকে ভয় করতে। আবার এর পাশাপাশি আপনাকে অভ্যস্ত করবে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে এবং ফিরে যেতে। তিনি নিকটবর্তী। তাই আপনি কেবল তারই কাছে ক্ষমা চাইবেন এবং তাওবার তাওফীক কামনা করবেন। কারণ, আপনার নিকটে থাকায় তিনি আপনার প্রতিটা পাপকাজ এবং বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করছেন। আবার তিনি নিকটে বলেই আপনার এই তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা কার্যকর হয়ে যাবে। আপনার ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান ও তাওবার আকুতি তো শুধু তিনিই শুনে থাকবেন, যিনি আপনার তাওবার ব্যাপারে অবগত আছেন। তিনি তো নিকটবর্তী, সাড়া দানকারী। আল্লাহর বাণীটা ভেবে দেখুন—

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬

www.QuranerAlo.net

فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ

তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও তারপর তাঁর দিকেই ফিরে চলো।[১]

সেই মহান সত্তা কি আপনার সর্বোচ্চ ভালোবাসা পাবার যোগ্য নন যিনি সবসময় আপনার পাশে থাকেন। যখন দরজা বন্ধ করে তাঁর অবাধ্যতা করতে যান তখন তিনি দরজার নিচ দিয়ে অক্সিজেন প্রবেশ করিয়ে দেন—যেন আপনি মরে না যান।'

যেহেতু আল্লাহ নিকটবর্তী তাই তিনি বান্দাদের নৈকট্য-প্রচেষ্টাকে ভালোবাসেন এবং এজন্য তাদের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন—

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ۝

তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের রবের নৈকট্যলাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে নিকটতর হতে পারে।[২]

এই প্রতিযোগিতা ও ছুটে চলার ক্ষেত্রে বান্দার সর্বোচ্চ কামনা শুধু নিকটে যাওয়া নয়; বরং অধিকতর নিকটবর্তী হওয়া।

## ধোঁয়াশার মাঝে...

মানুষ যখন বিপদাপদে মুষড়ে পড়ে এবং যুদ্ধের ধোঁয়াশায় তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে তখন তার প্রয়োজন পড়ে 'আল-কারীব' নামের তিনটি স্তর জেনে রাখার—

এক. ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর নৈকট্য উপলব্ধি করা। এতে মানবাত্মা চিৎকার করে সাধারণ মানুষকে আহ্বানের কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পায়। কারণ, মানুষের রব তো কাছেই আছেন। তিনি সবকিছু দেখছেন এবং শুনছেন। কুরআনের একটা আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে—

---

[১] সূরা হূদ, আয়াত : ৬১
[২] সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৫৭

www.QuranerAlo.net

إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝

নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী।[১]

এজন্যই হৃদয়ের ক্ষত ও মনস্তাপ 'আল-কারীব' নামের দরজায় তুলে ধরতে হয়।

দুই. এত সব কষ্টের মাঝে, চারদিকে বিরাজমান বিশৃঙ্খলার ফাঁকে, ঘরভাঙা, মানুষ মরা এবং ফল-ফসল বিনষ্ট হওয়ার মধ্যে মানুষ অনুগ্রহ খুঁজে বেড়ায়। এমন অনুগ্রহের ছোঁয়া পেতে চায়—যাতে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক লাঞ্ছিত হওয়া বা বিশ্বাসঘাতকতায় নিরবচ্ছিন্ন আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া থেকে মানুষ বাঁচতে পারে। তাই সে মহান রবের নিম্নোক্ত বাণীর সামনে থমকে দাঁড়ায়—

إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝

নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের নিকটেই।[২]

যে-মুজাহিদ তার জীবন মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দিয়েছে তার এবং তার আল্লাহর মাঝে পাতলা একটি পর্দা আছে। সে-পর্দার অপর পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে 'ইহসান'-এর সুবাতাস। বান্দা যদি এই সুবাতাস পেতে চায় তবে অবশ্যই তাকে সাধনা করতে হবে এবং এমনভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে হবে যেন সে আল্লাহকে দেখতে পায়। যদি সে সাধনার এই মান ও মাত্রা অর্জন করতে না পারে তাহলে অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই দেখছেন। বান্দা এই সাধনা অব্যাহত রাখলে সে এক 'ইহসান' থেকে অন্য 'ইহসান'-এ উন্নতি লাভ করে। বিনিময়ে আল্লাহর অনুগ্রহও তার কাছে আসতে থাকে। একসময় চারিদিক থেকে অনুগ্রহ তাকে বেষ্টন করে ফেলে। মৃত্যুর ধোঁয়াশা থেকে বেরিয়ে সে তখন জায়গা করে নেয় সন্তুষ্টির ছায়ায়।

তিন. দিনগুলো অতিবাহিত হতে থাকে। দুঃখ-কষ্ট নিরন্তর হানা দিতে থাকে। বিপদাপদ আরও তীব্র হয়ে যায়। সব দিক থেকেই অবরোধ জোরালো হয়। এ সময়

[১] সূরা সাবা, আয়াত : ৫০
[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ৫৬

www.QuranerAlo.net

সেই প্রচেষ্টাশীল বান্দার সামনে তৃতীয় একটি আয়াত হাজির হয়—

أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۝

তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।[১]

তিনি যেমন তাঁর বান্দার অতি নিকটবর্তী, তেমনি তাঁর রহমতও তাঁর সৎ বান্দাদের অতি নিকটবর্তী। অনুরূপ তাঁর বাহিনীর সাহায্যও খুবই কাছে থাকে।

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ۝

আর নিশ্চয় আমার বাহিনীই বিজয়ী।[২]

এ আয়াতের মাধ্যমে অপেক্ষারত দুর্বল হৃদয় এবং ধৈর্যরত ক্লান্ত-শ্রান্ত মনের সাথে আল্লাহর সংযোগ স্থাপিত হয়। তারা দিনরাত তাঁর এ নিকটবর্তী সাহায্যের প্রত্যাশায় থাকে।

## আল্লাহ...

হে আল্লাহ... আপনার ভয়েই তো চোখের পানি ফেলেছি। আমার দুচোখের অশ্রুতে আপনার প্রতি যে-ভালোবাসার আকুতি তার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করুন।

হে আল্লাহ... আপনার জন্যই তো আমার হৃদয় জ্বলে উঠেছে। আমার হৃৎস্পন্দনে ভালোবাসার এ অগ্নিশিখার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করুন।

হে আল্লাহ... আমার কথাগুলো হঠাৎ করেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। সুতরাং, উচ্চারিত শব্দের প্রতি খেয়াল না করে আমার বাক্যচয়নে ভালোবাসার যে-অনুভূতি—তার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করুন।

মহান আল্লাহর 'আল-করীব' নামের অভ্যন্তরে এই ঝটিকা সফর শেষে তাঁর কাছে এ আকুতি রাখি, আমাদের যেন তিনি এমন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন—যারা তাঁর

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৪
[২] সূরা সাফ্ফাত, আয়াত : ১৭৩

www.QuranerAlo.net

নৈকট্য অনুভব করতে পারে। তিনি যেন এ মহান নাম থেকে উৎসারিত বিনয়, আনুগত্য, ভয়-ভীতি ও তাঁকে পর্যবেক্ষণ করার গুণাবলি ধারণ করে কাজে পরিণত করার সুযোগ দান করেন। সাথে সাথে তাঁর থেকেই শুধু অনুগ্রহ ও সাহায্য চাওয়ার সুযোগ দান করেন।

হে আল্লাহ, আপনি সেই সত্তা—যাঁকে ডাকা হলে, অথবা যাঁর কাছে চাওয়া হলে পাওয়া যায়। আপনার অনুগ্রহ ও হিদায়াতের ছোঁয়ায় আপনার নৈকট্য আমাদের অর্জন করতে দেন। এ নৈকট্যে যেন আপনার সাথে একান্ত আলাপনে লিপ্ত হতে পারি, হৃদয় থেকে সব অপরিচ্ছন্নতা দূর করতে পারি এবং এরই মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

www.QuranerAlo.net

# পুনশ্চ

আশা করি, বইটি পড়ে আপনি মহান আল্লাহর বর্ণিত নামগুলো সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছেন। তবে এই জানা-ই শেষ নয়; আপনাকে আরও জানতে হবে।

আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের ব্যাপারে আপনাকে আরও জানতে হবে। এই বইয়ে বর্ণিত নাম ছাড়াও অন্য যে-সকল নাম রয়েছে, সেগুলোও শিখতে হবে, জানতে হবে।

আল্লাহর নামগুলোকে আপনার জীবনপ্রদীপ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এই নামগুলোকেই আপনি আপনার হৃদয়ের হিদায়াতের উৎস বানাবেন। দিনশেষে আপনার রাতগুলোর বাতি হিসেবে জ্বালাবেন।

এর মাধ্যমে যেন আপনি অর্জন করে নিতে পারেন দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা।

আমার একটাই চাওয়া—এ বই যদি আপনার কোনো ব্যথা কমায়, আপনার মুখে হাসি ফোটায়, আপনার অবস্থার পরিবর্তন করে—তাহলে এ বইয়ের লেখক, লেখকের মা-বাবা এবং সংশ্লিষ্ট কাউকে আপনার একান্ত দুআয় স্মরণ করতে ভুল করবেন না।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর

**আলী জাবির আল-ফাইফী**

www.QuranerAlo.net

# সমকালীন প্রকাশন-এর বইসমূহ

| ক্রমিক | বইয়ের নাম | লেখক/অনুবাদক/সংকলক/সম্পাদক | ধরণ |
|---|---|---|---|
| ০১ | ফেরা | সিহিস্তা শরীফা এবং নাইলাহ আমাতুল্লাহ | মৌলিক |
| ০২ | পড়ো | ওমর আল জাবির | মৌলিক |
| ০৩ | আরজ আলী সমীপে | আরিফ আজাদ | মৌলিক |
| ০৪ | প্রত্যাবর্তন | আরিফ আজাদ | সংকলন |
| ০৫ | সবুজ রাতের কোলাজ | আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব | মৌলিক |
| ০৬ | খুশ্-খুযূ | ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম | অনুবাদ |
| ০৭ | মা, মা, মা এবং বাবা | আরিফ আজাদ | সংকলন |
| ০৮ | প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ (দুই) | আরিফ আজাদ | মৌলিক |
| ০৯ | আর্গুমেন্টস অব আরজু | আরিফুল ইসলাম | মৌলিক |
| ১০ | বাক্সের বাইরে | শরীফ আবু হায়াত অপু | মৌলিক |
| ১১ | জীবন পথে সফল হতে | শাইখ আব্দুল কারিম বাক্কার | অনুবাদ |
| ১২ | যে জীবন মরীচিকা | শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম | অনুবাদ |
| ১৩ | নবীজি ﷺ | শাইখ আয়িয আল-কারনী | অনুবাদ |
| ১৪ | তারাফুল | আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব | মৌলিক |
| ১৫ | সেইসব দিনরাত্রি | শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম | অনুবাদ |
| ১৬ | মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি | রৌদ্রময়ীরা | সংকলন |
| ১৭ | শিশুর মননে ঈমান | ড. আইশা হামদান | অনুবাদ |
| ১৮ | মেঘ কেটে যায় | ড. হুসামুদ্দিন হামিদ | অনুবাদ |
| ১৯ | গল্পগুলো অন্যরকম | সমকালীন টীম | সংকলন |
| ২০ | সন্তান : স্বপ্ন দিয়ে বোনা | আকরাম হোসাইন | মৌলিক |
| ২১ | হিফয করতে হলে | শাইখ আব্দুল কাইয়্যিম আস-সুহাইবানী | অনুবাদ |
| ২২ | সালাফদের জীবনকথা | শাইখ আব্দুল আযীয | অনুবাদ |
| ২৩ | কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা | শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান | অনুবাদ |

www.QuranerAlo.net